বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কম্পিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

দাম ৮৫০

JULY 2012 YEAR 22 ISSUE 03

মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদেরে নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আবীর হাসান, গোলাপ মুনীর এ জুনায়েদ আমিন সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ

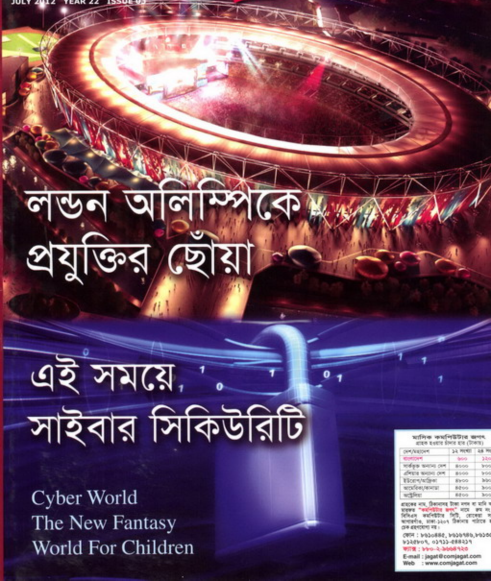

লন্ডন অলিম্পিকে প্রযুক্তির ছোঁয়া

এই সময়ে সাইবার সিকিউরিটি

Cyber World
The New Fantasy
World For Children

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সং
বাংলাদেশ	৬০০	১২০
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৪০০০	৮০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৪৩০০	৮০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	৪৮০০	৯৬০
আমেরিকা/কানাডা	৪৫০০	৯০০
অস্ট্রেলিয়া	৪৫০০	৯০০

ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৫
৮১২৫৮০৭, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৭২৩
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

মাসিক কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
জুলাই ২০১২ বছর ২২ সংখ্যা ০৩

সূচিপত্র

১৭ সম্পাদকীয়

১৮ ৩য় মত

২৩ *লন্ডন অলিম্পিক গেমে আইসিটির ছোঁয়া*
লন্ডনে অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম অলিম্পিক গেমে অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের আইসিটি পরিকল্পনার কয়েকটি দিকের ওপর আলোকপাত করে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন গোলাপ মুনীর।

২৬ *এই সময়ে সাইবার সিকিউরিটি*
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাইবার ঘটনা, ডিজিটাল বাংলাদেশের সাইবার সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ, ক্যারিয়ার হিসেবে সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে দ্বিতীয় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন মইন উদ্দীন মাহমুদ।

৩৫ *থ্রিজি চালুর অঙ্গীকার রক্ষা করুন*
২০১২ সালের মধ্যে থ্রিজি প্রযুক্তির লাইসেন্স নিয়ে লিখেছেন মোস্তফা জব্বার।

৩৭ *নতুন প্রযুক্তির সাথে যা নেই*
নতুন প্রযুক্তির সাথে জ্ঞান দেয়ার তাগিদ দিয়ে লিখেছেন আবীর হাসান।

৩৯ *হাইটেক পার্ক*
হাইটেক পার্কের সাম্প্রতিক অবস্থার ওপর রিপোর্ট তৈরি করেছেন ইমদাদুল হক।

৪১ *তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণায় বেসরকারি অনুদান*
রিপোর্টধর্মী প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন ড. মো: সাইদুর রহমান।

৪২ *রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২*

৪৭ *বিরলপ্রজ এক কর্মবীর*

৪৮ *তোমার শূন্যতা আজো টের পাই*

৪৯ *স্মৃতিতে অমর প্রফেসর আবদুল কাদের*

৫১ *ইল্যান্সে ফ্রিল্যান্সিং : শুরু করবেন যেভাবে*
ইল্যান্সে ফ্রিল্যান্সিং করার দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন মৃণাল কান্তি রায় দীপ।

৫৩ **English Section**
- The New Fantasy World For Children

54 **Newswatch**
- Casio XJ-M155 3D Projector Now in Bangladesh
- HP Gives a Splash of Reasons to Enjoy this Monsoon
- Acer Launches Slim Range of Notebooks and Ultrabooks
- ASUS Products Win Six Computex 2012 Best Choice Awards

৬৩ *গণিতের অলিগলি*
গণিতের অলিগলি শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় গণিতদাদু এবার তুলে ধরেছেন মজার সংখ্যা-সমীকরণসহ কিছু বিষয়।

৬৪ *কমপিউটারের ইতিকথা*
কমপিউটারের ইতিহাসের তৃতীয় পর্ব নিয়ে লিখেছেন *মেহেদী হাসান*।

৬৬ *সফটওয়্যারের কারুকাজ*
কারুকাজ বিভাগের টিপগুলো পাঠিয়েছেন যথাক্রমে *মো: শফিকুজ্জামান, পারভেজ ও তৈয়বুর রহমান*।

৬৭ *পিসির ঝুটঝামেলা*
পিসির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছে কমপিউটার জগৎ ট্রাবলশুটার টিম।

৬৯ *উইন্ডোজ ৭ নেটওয়ার্ক ট্রাবলশুটিং*
নেটওয়ার্ক অপারেশন সচল রাখতে উইন্ডোজ ৭-এ ট্রাবলশুটিং উইজার্ডের ব্যবহার দেখিয়েছেন *কে এম আলী রেজা*।

৭০ *ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কিছু টিপস*
ইন্টারনেট ও কমপিউটার ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে কিছু টিপস নিয়ে লিখেছেন *মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান*।

৭৫ *মাইক্রোসফট সোশ্যাল : সামাজিক যোগাযোগ ক্ষেত্রের কি নতুন কিছু?*
মাইক্রোসফটেরনতুন নেটওয়ার্কিং সাইট so.cl নিয়ে সংক্ষেপে লিখেছেন হাসান মাহমুদ।

৭৭ *জেনে নিন জেড ৭৭ মাদারবোর্ড সম্পর্কে*
ইন্টেলের নতুন চিপসেট জেড৭৭ কোড নেম প্যান্থার নিয়ে লিখেছেন *মো: তৌহিদুল ইসলাম*।

৭৯ *পোর্টেবল ডিসপ্লে টেকনোলজি*
বিস্ময়কর পোর্টেবল ডিসপ্লে টেকনোলজি নিয়ে লিখেছেন **শাহিন রহমান**।

৮০ *ফটোশপ দিয়ে ফ্রেমিং স্কাল ইফেক্ট*
ফটোশপ দিয়ে ফ্রেমিং স্কাল ইফেক্ট তৈরির কৌশল দেখিয়েছেন **আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ**।

৮২ *সহজ ভাষায় প্রোগ্রামিং সি/সি++*
সি প্রোগ্রামিংয়ে লুপিংয়ের বাকি কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন **আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ**।

৮৩ *গেমের জগৎ*

৮৭ *ক্যানোনিক্যাল আনল উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট*
লিনআক্সের ক্যানোনিক্যাল উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যাপ নিয়ে লিখেছেন *মো: আমিনুল ইসলাম সজীব*।

৮৯ *ইন্টারনেট এবং মেয়েদের নিরাপত্তা*
মেয়েদের ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে সতর্ক করে লিখেছেন *মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী*।

৯০ *মাইক্রোসফট থ্রি টুল সিকিউরিটি*
মাইক্রোসফটেরথ্রি টুল সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল নিয়ে লিখেছেন **লুৎফুন্নেছা রহমান**।

৯১ *যেভাবে চিনবেন ভালোমন্দ ফ্রিল্যান্সিং সাইট*
ভালোমন্দ ফ্রিল্যান্সিং সাইট চেনার কৌশল দেখিয়ে লিখেছেন *মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী*।

৯২ *ওয়ার্ড থেকে সর্বোত্তম সুবিধা*
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে সর্বোত্তম সুবিধা আদায়ের কৌশল দেখিয়েছেন **তাসনুভা মাহমুদ**।

৯৪ *ডাটা নিরাপত্তায় ব্যাকআপের ১০ টিপ*
ডাটা নিরাপত্তায় ব্যাকআপের ১০ টিপ তুলে ধরেছেন **তাসনীম মাহমুদ**।

৯৯ *কমপিউটার জগতের খবর*

Advertisers' INDEX

A & A Smart Web	88
Alohalshoppe	56
Anando Computer	96
Businessland Ltd.	72
Ciscovalley	78
ComJagat.com	50
Computer source (Dell)	71
Comvalley Ltd.	112
Comvalley Ltd.	113
Digi Solution	8
Dirk ICT	114
Dot com Systems	43
Ecsas	10
Ecsas	11
Executive Technologies Ltd.	2nd Cover
Flora Limited (Epson)	03
Flora Limited (Nikon)	04
Flora Limited (PC)	05
General Automation Ltd	95
Genuity Systems ((Training)	58
Genuity Systems (Call Center)	59
Globa comm Systems & Solutions	73
Global Brand (Pvt.) Ltd (Brother)	20
Global Brand (Pvt.) Ltd. (A Data)	21
Global Brand (Pvt.) Ltd. (Dell Servers)	33
Global Brand (Pvt.) Ltd. (Dell)	19
Global Brand (Pvt.) Ltd. (SMC)	32
Global Brand (Pvt.) Ltd. (vivitek)	22
HP	Back Cover
I.O.M (Copier)	61
IBCS Primex Software	115
In Gen Industries Ltd.	9
Index It Ltd.	57
Intergraded Business Systems	117
Internet a Ai	90
J.A.N. Associates Ltd.	55
Mastermind Bangladesh	97
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
Oriental Services Av[Bd.] Ltd.	116
Print World	110
Printcom Technology	31
REVE Systems	34
Safe IT	98
Sat Com Computers Ltd.	13
Smart Technologies (Toshiba)	108
SMART Technologies (HP Note book)	14
SMART Technologies (Samsung Printer)	118
Smart Technologies Gigabyte (Intel)	60
Smart Technologies Gigabyte Laptop	12
Smart Technologies Ricoh Photo copier	119
Spectrum Engineering Consortium Ltd.	111
Star Host	107
Sumsang (Camera)	45
Sumsang (Laptop)	44
Sumsang (LCD Monitor)	46
Techno BD	74
Unique Business System	109
United Computer Center	62

মাসিক কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরকায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্তেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর মৃধা
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

হাইটেক পার্কে অনিশ্চিত অর্থায়ন

আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দু'টি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত এক হাজার কোটির বেশি টাকা পাওয়া এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মতে, যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে টাকা ছাড় করার কথা ছিল। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়েছে, বিষয়টি সম্পর্কে পরে জানানো হবে। এদিকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ তথা ইআরডিকে বিশ্বব্যাংক মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বব্যাংক আপাতত ওই দু'টি প্রকল্পে অর্থায়ন করছে না। ইআরডি'র দায়িত্বশীল সূত্র এ বিষয়টি নিশ্চিত করলেও বর্তমান আইসিটি মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন বলেছেন, বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন। তবে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

খবরে প্রকাশ, বেসরকারি খাত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প তথা পিএসডিএসপি'র আওতায় হাইটেক পার্কে চলাচল সুবিধার জন্য ঢাকা-কালিয়াকৈর শাটল ট্রেনপথ নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ৫৫০ কোটি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে অনুযায়ী দুই পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সব প্রস্তুতি শেষ হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে গত মার্চ মাসে বিশ্বব্যাংক বেঁকে বসে। বিষয়টির আর্থিক অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সভায় উত্থাপনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি। উল্টো বিশ্বব্যাংক থেকে জানানো হয়েছে– এ বিষয়ে পরে জানানো হবে। দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্প নতুন অর্থবছর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সময়ের বাস্তবতা হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে অর্থায়ন স্থগিত করে দিয়েছে।

অপরদিকে 'লেভারাইজিং আইসিটি ফর গ্রোথ অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স' প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক ২০০৭ সালে সরকারের সাথে ৫০৯ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের বিপরীতে প্রতিশ্রুত টাকা ছাড়ের অনুমোদন করার সময় বিশ্বব্যাংক বোর্ড সভায় তা উত্থাপন করা হয়নি। এ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল গত ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে 'ধীরে চলো নীতি' অবলম্বন শুরু করে। বিশ্বব্যাংক এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ করেনি। তবে ইআরডি'র মাধ্যমে আইসিটি মন্ত্রণালয় জানতে পেরেছে, বিশ্বব্যাংক এসব প্রকল্পে আর বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়।

উল্লেখ্য, পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার মানুষকে প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন করা, আইসিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩ থেকে আরো উন্নত করার পরিকল্পনা ছিল এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ইউএনডিপি আইসিটির ক্ষেত্রে নির্দেশিকা নির্ধারণ করে। এ ছাড়া পাঁচ বছর পর পর আইসিটি খাত থেকে প্রতিবছর ৫০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এই প্রকল্পের সুবিধা হিসেবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, উল্লিখিত প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা অনেকটা এগিয়ে যেত। কিন্তু বিশ্বব্যাংক কার্যত এই প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, পদ্মা সেতু সম্পর্কিত বিতর্কিত দুর্নীতির ঘটনার সাথে এই দু'টি প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট করেই বিশ্বব্যাংক এই ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করেছে। প্রকল্প দু'টিতে এভাবে প্রতিশ্রুত অর্থায়ন বন্ধ করা বিশ্বব্যাংকের উচিত হয়নি। শুধু এই দু'টি প্রকল্পই নয়, বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরো ৩৫ প্রকল্প চালু রয়েছে। পদ্মা সেতুর সাথে এসব প্রকল্পকে মোটেও জড়ানো ঠিক হবে না।

আমরা চাই, আলোচ্য প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তা অব্যাহত থাকুক। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনে শতভাগ সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে না। কোরীয় সরকারের ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কানেকটিভিটি কাজে লাগাতে প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ দরকার। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রতি আমাদের তাগিদ, বিশ্বব্যাংকের সাথে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে উল্লিখিত প্রকল্প দু'টির অর্থ ছাড়ের পক্ষে যাবতীয় বাধা দূর করার জোরদার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে, বর্তমান অচলাবস্থা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ধাক্কা। এ ধাক্কা সামলিয়ে আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না কিছুতেই।

সবশেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবারো আইসিটি'র নীতিমালা অনুযায়ী আইসিটি খাত প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পায়নি। এর পরও যদি পদ্মা সেতু স্থানীয়ভাবে অর্থায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আইসিটি খাতের বাজেট বরাদ্দ যেনো কাটছাট না হয়, সে তাগিদ আগে থেকেই দিয়ে রাখলাম।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ

৩য় মত

কমপিউটার অপারেটরদের দাবি

The Computer Personnel Recruitment Rules-1985 অনুযায়ী কমপিউটার অপারেটর পদে লোক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগবিধিতে পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও সিনিয়র পদ ক্রিয়েট না হওয়ায় কমপিউটার অপারেটরেরা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি টেকনিক্যাল পারসন হিসেবেও কমপিউটার অপারেটরেরা অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট কিংবা সিলেকশন গ্রেড কোনোটাই পাচ্ছেন না। এসএসসি পাস এমএলএসএস ও এইচএসসি পাস অফিস সহকারী/হিসাব সহকারী পদোন্নতি পাচ্ছেন, সাঁটলিপিকার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিকরা অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট ও সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন। সচিবালয়ে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরেরা পদোন্নতি পেয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন। কিন্তু সচিবালয়ের বাইরে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরেরা পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট-কোনোটাই পাচ্ছেন না। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ও বৈষম্যমূলক। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলো পেশ করছি-১. শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে কমপিউটার অপারেটরদের পদবি পরিবর্তন অর্থাৎ আইসিটি অফিসার করা। ২. টেকনিক্যাল পারসন হিসেবে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা। ৩. সারা দেশে অভিন্ন নীতিমালা (নিয়োগ-পদোন্নতি) প্রণয়ন করা।

মো: সালাহউদ্দিন খান
মালিবাগ, ঢাকা

ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হোক

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের যা বিপুল জনসমর্থন লাভে ও বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এ সময় বর্তমান সরকারের ঘোষণা ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

সরকার তার লক্ষ্য পূরণের জন্য কিছু কিছু কাজ করেছে ঠিকই, তবে তা প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। কেননা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হলো ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং তা বিস্তৃত করতে হবে দেশব্যাপী। কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ দেশব্যাপী বিস্তৃত করলেই তো হবে না, যা হতে হবে সবার নাগালের মধ্যে। অর্থাৎ ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথের দাম কমাতে হবে। ইতোমধ্যে অবশ্য কয়েকবার ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হয়েছে। তারপরও তা এখনো দেশের বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর নাগালের বাইরে। আর ইন্টারনেট এখনো আমাদের দেশের সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে থাকার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট।

ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের ফলে সরকার যত রাজস্ব পায় ভ্যাট প্রত্যাহার করলে দেশ লাভবান হতো তারচেয়ে কয়েক গুণ। অথচ সরকার ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর কর আরোপ করে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছে। এসব বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা যদি এনবিআর কর্তৃপক্ষের থাকত তাহলে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারের চিত্রটা আরো ভিন্ন হতো। ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট তুলে নেয়া হলে কী পরিমাণ রাজস্ব আসত তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবে- তা আমরা সবাই প্রত্যাশা করি।

হরিকৃষ্ণ লাল দেব সরকার
ময়মনসিংহ

ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া হোক দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে

আমি কমপিউটার জগৎ গত ১৫-১৬ বছর ধরে নিয়মিত পড়ে আসছি। সেই সূত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কমপিউটার জগৎ-এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনসহ অসংখ্য প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে ভিওআইপি কথা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল বিষয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর এসব প্রতিবেদনের বেশিরভাগ ছিল ভিওআইপি উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়ে।

জুন ২০১২-এর সম্পাদকীয়তে প্রাধান্য পেয়েছে ভিওআইপি লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশে সস্তায় টেলিফোন জোগানোয় ভিওআইপি টেলিফোনি ছিল অনন্য সাধারণ। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশের মানুষের স্বাভাবিক দাবি দ্রুততম সময়ে ভিওআইপি ব্যবস্থাকে বৈধ ব্যবহারে এনে তা দেশের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা। কমপিউটার জগৎ ভিওআইপিকে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে বরাবরই ছিল সোচ্চার।

কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাচে স্বার্থান্বেষী মহল তা হতে দেয়নি। বরং তারা নিজেরাই ভিওআইপি রেখে তাকে করেছে অবৈধ পয়সা কামানোর হাতিয়ার। শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার পুরো ক্ষমতাই ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় নিজের হাতে নিয়েছে। নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে ভিওআইপি লাইসেন্সের জন
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথ
বিটিআরসি প্রণীত খসড়া নীতিমালা নিজেদে
মতো করে চূড়ান্ত করেছে। আর এতে আপত্তি
জানিয়ে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বিটিআরসি
এ নিয়ে মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির মধ্যে এখ
কার্যত চলছে ঠান্ডা লড়াই।

অনেকেই মনে করেন, লাইসেন্স প্রক্রিয়া
পুরো বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকলে
লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচন
প্রাধান্য পাবে নিঃসন্দেহে। আমাদের দৃ
বিশ্বাস রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে
দ্রুত একটি সুষ্ঠু নীতিমালার আওতা
ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া হলে সরকা
অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে।

আমাদের দাবি, সবকিছু ভুলে গিয়ে
জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মন্ত্রণালয়
বিটিআরসি নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব
যথাযথভাবে পালন করবে। এতে দেশ ও জাতি
উপকৃত হবে।

পা
মোহাম্মদপুর, ঢাক

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কারের টাকা কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

লন্ডন অলিম্পিক গেমে আইসিটির ছোঁয়া

গোলাপ মুনীর

আগামী ২৭ জুলাই লন্ডনে শুরু হতে যাচ্ছে ৩০তম অলিম্পিক গেমস ২০১২ এবং ১৪তম প্যারালিম্পিক (Paralympic) গেমস ২০১২। ২০০৫ সালের জুলাইয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় লন্ডন হবে ২০১২ সালের অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক গেমসের স্বাগতিক নগরী। উল্লেখ্য, অলিম্পিক হচ্ছে সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। অপরদিকে প্যারালিম্পিক হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। ৯ সেপ্টেম্বর শেষ হবে এ খেলার আসর। ২০১২ সালের ৭৯ দিনব্যাপী অলিম্পিকে ২০০টি দেশের সাড়ে ১৪ হাজার খেলোয়াড় অংশ নেবে। অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক মিলে টিকেট কেটে মাঠে উপস্থিত থেকে ১ কোটি দর্শক এ খেলা দেখার সুযোগ পাবে। তাছাড়া এর বাইরে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করেও বিপুলসংখ্যক দর্শক এ খেলা উপভোগ করতে পারবে। এসব দর্শকের চাহিদা মেটাতে আয়োজকদের সামনে রয়েছে বড় ধরনের টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জ। দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিযোগিতার ঘটনাবলি উপস্থাপন থেকে শুরু করে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে গোটাবিশ্বে এর ফলাফল ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে একমাত্র সহায়ক হচ্ছে প্রযুক্তি। আর তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কী সেই পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অলিম্পিক আয়োজকেরা। এ লেখায় আমরা অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের সেই আইসিটি পরিকল্পনার কয়েকটি দিকের ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

পেছনের কথা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৫ সালের জুলাইয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২০১২ সালের অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে লন্ডনে। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল যথাযথ সঠিকভাবে দ্রুত দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রযুক্তি হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সফলভাবে এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সম্পাদনেও প্রযুক্তির ভূমিকা কম গুরুত্ববহ নয়। এজন্য অপরিহার্যভাবে চারটি ক্ষেত্রে লন্ডন অরগানাইজিং কমিটি অব দ্য অলিম্পিক গেমস (LOCOG)-কে মনোনিবেশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে : কমিউনিকেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং, সিকিউরিটি, টিকেটিং অ্যান্ড অ্যাক্সেস এবং ইম্প্যাক্ট অব আইসিটি। এ কমিটি পরিকল্পনা নিয়েছে স্পন্সরশিপ, টিকেট বিক্রি, মার্চেন্ডাইজ, লাইসেন্সিং ও মিডিয়া স্বত্ব থেকে ২০০ কোটি পাউন্ড পর্যন্ত আয় করার।

লন্ডন অলিম্পিকের জন্য প্রযুক্তি খাতের বাজেট বরাদ্দ ৫০ কোটি পাউন্ড পর্যন্ত। এর মোটামুটি অর্ধাংশ তোলা হবে স্পন্সর কনট্রিবিউটরদের কাছ থেকেই। এসব স্পন্সর কনট্রিবিউটরেরাই অলিম্পিক গেমসের জন্য প্রয়োজনীয় মুখ্য প্রযুক্তির যোগান দেবে। এর সবচেয়ে জটিল দিকটি হচ্ছে রেজাল্ট সার্ভিস। উল্লেখ্য, LOCOG বাজেটাঙ্ক সে দেশের সরকারের দেয়া ৯৩০ কোটি পাউন্ড থেকে আলাদা। এর মধ্য থেকে ৫৩০ কোটি পাউন্ড খরচ করবে অলিম্পিক ডেলিভারি অথরিটি (ODA)। ওডিএ এই অর্থ ব্যয় করবে অলিম্পিক ভেন্যু নির্মাণ ও রিজেনারেশন প্রজেক্টগুলোতে।

কমিউনিকেশন্স

অলিম্পিক গেমসগুলো সাফল্যের সাথে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হবে একটি ব্যাপকভিত্তিক আইসিটি অবকাঠামো। ব্রিটিশ টেলিকমিউনিকেশনের (বিটি) এই কাজটিকে তুলনা করেছে 'installing a whole new town's worker of telecommunications infrastructure is just over there years'-এর সাথে। এই কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভয়েস ও ডাটা কমিউনিকেশন, টিভি ও ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন এবং মোবাইল সার্ভিস যোগাতে সক্ষম হবে। সে জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয় ১ লাখ ৬৫ হাজার ফিক্সড টেলিফোন এবং ৮০ হাজার ফিক্সড ও ১ হাজার ওয়্যারলেস ইন্টারনেট পয়েন্ট স্থাপনের। যুক্তরাজ্য জুড়ে ৯৪টি ভেন্যুতে এগুলোর সার্ভিস পাওয়া যাবে। ভ্যানুগুলো সংযুক্ত সাড়ে ৪ হাজার দীর্ঘ মাইল ক্যাবলের মাধ্যমে। অলিম্পিক আইসিটি অবকাঠামোর ডিজাইন ও স্থাপনের বিষয়টি দেখাশোনা করছে LOCOG। যাবতীয় সমন্বয় সাধন এই আয়োজক কমিটিরই দায়িত্ব। বিটি স্থাপন করবে এর বেশিরভাগ অবকাঠামো। ATOS Origen-এর দায়িত্ব হচ্ছে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের। এসার যোগান দিচ্ছে কমপিউটিং ইকুইপমেন্টের। আইসিটি অবকাঠামো টেস্টিংয়ের কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ।

এই অবকাঠামোর ভেতরে থাকছে একটি অতি নিরাপদ নেটওয়ার্ক। এটি নিরাপত্তা দেবে ক্রীড়ানুষ্ঠান চলার সময় ও ক্রীড়ার আনুষ্ঠানিক ফলাফল সংরক্ষণের ব্যাপারে। রিয়েল টাইম ভিত্তিতে খেলার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হবে। এই নিরাপদ নেটওয়ার্ক অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হবে। যেমন এটি ব্যবহার হবে ক্রীড়াবিদ, কোচ ও কর্মকর্তাদের অ্যাক্রিডিটেশন কাজে। বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে দ্বিতীয় আরেকটি নেটওয়ার্ক। অলিম্পিক কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার 'অলিম্পিক পরিবার'-এর সামনে হাজির করবে : ব্রডব্যান্ড ও ওয়্যারলেস ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সুযোগ, ফলাফল তথ্য থেকে পরিবহন যোগাযোগের তথ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এই তথ্য ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, এখানে 'অলিম্পিক পরিবার' বলতে আমরা বুঝব এ গেমের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। এই অলিম্পিক পরিবার পাবে এয়ারওয়েবের দেয়া প্রাইভেট রেডিও নেটওয়ার্কে প্রবেশের সুযোগ। এই রেডিও নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীরা কথা বলার সুযোগ পাবে এক বা একাধিক ব্যবহারকারীর সাথে গেমসে প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে।

রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনার উদ্যোগও নেয়া হয়েছে যথাযথভাবে। রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগের একটি মাত্রা হচ্ছে 'রেডিও স্পেকট্রাম'। বলা বাহুল্য, অলিম্পিক গেমে রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবহারের একটি চাহিদা থাকবে। যেমন ব্রডকাস্টার ও ইমার্জেন্সি সার্ভিসে নিয়োজিতদের চাহিদা রয়েছে রেডিও স্পেকট্রামের। যেহেতু এরই মধ্যে ব্রিটেনে, বিশেষ করে লন্ডনে স্পেকট্রামের জোরালো চাহিদা রয়েছে, তাই রেডিও স্পেকট্রাম বরাদ্দের ব্যাপারটি লকোগ-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জই বটে। কিন্তু অলিম্পিক গেমের খাতিরে অলিম্পিক পরিবারের চাহিদা অনুসারে সরকার ▸

স্পেকট্রাম বরাদ্দের নিশ্চয়তা দিয়েছে। এবং কোনো ফি ছাড়াই এ রেডিও স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেয়া হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেইসব ব্রডকাস্টারদের ব্যবহারের রেডিও স্পেকট্রাম, যারা অলিম্পিক কভারেজের স্বত্ব লাভ করেছে। যেমন বিবিসি সে সুযোগ পাবে। অন্য ব্যবহারকারীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। যেমন সিকিউরিটি ও ইমার্জেন্সি সার্ভিস, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ও পাবলিক মোবাইল কোম্পানিগুলো সে সুযোগ পাবে না। এসব ব্যবহারকারী তাদের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় স্পেকট্রাম নিশ্চিত করতে হবে বিদ্যমান স্পেকট্রাম বরাদ্দের বিধিবিধানের আওতায়। যুক্তরাজ্য রেডিও স্পেকট্রাম বরাদ্দে দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা Ofcom, এই অফকমকেই প্রতিশ্রুত স্পেকট্রাম বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রডকাস্টিং

২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিককে বর্ণনা করা হচ্ছে প্রথম '১০০ শতাংশ ডিজিটাল গেম' নামে। যুক্তরাষ্ট্রের দর্শনার্থীরা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিজিটাল টেলিভিশনে ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কমপিউটার উপভোগ করতে পারবে অলিম্পিক গেমের লাইভ ও অন ডিমান্ড কভারেজ। বিবিসি সরবরাহ করবে সাড়ে ৪ হাজার ঘণ্টার লাইভ ও অন-ডিমান্ড ফুটেজ। ২০০০ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ৪০০০ ঘণ্টার ফুটেজের মধ্যে মাত্র ২৫০ ঘণ্টার ফুটেজ পাওয়া গিয়েছিল লাইভ ও অন-ডিমান্ডে। তখন এসব ফুটেজ দেখানো হয় টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশনে। অলিম্পিক গেমের মাল্টিমিডিয়া কভারেজ দেয়া হচ্ছে একটি লজিস্টিক্যাল ও টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যখন থেকে অলিম্পিক গেম চলে কয়েক মাস ধরে। আর লন্ডন অলিম্পিক যেখানে উত্তরণ ঘটাতে যাচ্ছে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল সুইসওভারে, সেখানে তো এ চ্যালেঞ্জ বড় মাপের হবেই। বেশি জোর দেয়া হবে কাটিং এজ টেকনোলজি ব্যবহারের উপায় অবলম্বন না করে 'মাস কভারেজ' নিশ্চিত করার ওপর। লকোগ বলেছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন চ্যানেলগুলোর জন্য অ্যানালগ ব্রডকাস্টিং কম্পোনেন্টও অব্যাহত থাকবে।

পাবলিক মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক কভারেজ : অলিম্পিক গেম চলার সময় অলিম্পিক পার্ক ও অন্যান্য ভেন্যুতে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক কভারেজ যথাযথ নয়। তাই লকোগ বিভিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের কর্মশালার আয়োজন করে এই কভারেজ ঘাটতি পূরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরেরা বলেছে, কোথাও কোথাও গেম কভারেজের জন্য প্রয়োজন হবে উন্নততর নেটওয়ার্ক কভারেজ। যেমন অলিম্পিক গেম সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিটি সেন্টারগুলোতে বিবিসি'র বড় বড় স্ক্রিন ও অলিম্পিক রুট নেটওয়ার্কের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন দরকার হবে।

লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে কভারেজ : ব্রিটিশ সরকারের 'ডিজিটাল ব্রিটেন রিপোর্ট ২০০৯'-এ অপারেটর ও লন্ডনের মেয়রের প্রতি আহ্বান জানানো হয় অলিম্পিক গেম কভারেজের জন লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে মোবাইল ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সে সুবিধা সৃষ্টির জন্য। তা সত্ত্বেও ২০০৭ সালে 'ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন' ওয়াটারলু সিটি লাইনে পরীক্ষামূলক মোবাইল ফোন কভারেজ সুবি সৃষ্টির টেন্ডার আহ্বান করে। কিন্তু সেক্ষে বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরযোগ্য কোনো টেন্ডার পাওয়ায় এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ডি টানেলে অলিম্পিক গেম কভারেজ দেয়া খুব জটিল ও ব্যয়বহুল। কারণ, এক্ষেত্রে রয়ে প্রকৌশলগত নানা বাধা।

দর্শকদের রেকর্ড করা ফুটেজ : ২০১২ সা দর্শকেরা নিয়মিতভাবে তাদের রেকর্ড করা ফুটে অনলাইনে শেয়ার করতে পারবে। যেমন, ডিজিটা ক্যামেরা ও মোবাইল ফোনে ধারণ করা ফুটেজ প্র রিয়েল টাইমে শেয়ার করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ হতে পারে, তবে তা নিয়ন্ত্রণ করা খুব মুশকিল হবে। এটাকে কোনো হুমকি হিসেবে নিয়ে আয়োজকেরা এ থেকে কৌশলে ইতিবাচ বিষয়গুলো তুলে আনার চেষ্টা করবেন। যেম দর্শকদের উৎসাহিত করা হবে তাদের ফটো ভিডিও অফিসিয়াল সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শেয়ার করতে।

রেডিও স্পেকট্রামের প্রাপ্যতা

কিছু কিছু খাতে গেমের সময় স্পেকট্রামে প্রাপ্যতা নিয়ে আশঙ্কা আছে। ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস বলেছে, এরা বড় কোনো আয়োজনে বেলায় কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য খরচে অতিরি স্পেকট্রামে প্রবেশ করতে পারে না। এটা শু অলিম্পিকের বেলায়ই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, এয়ারওয়েজ রেডিও নেটওয়ার্ক নিরাপ যোগাযোগ সুবিধা দেয় পুলিশ ও ইমার্জে সার্ভিসগুলোকে। এটি বিভিন্ন পুলিশি আয়োজ যোগাযোগ সুবিধা জুগিয়েছে। যেমন ২০০ সালে নোটিং হিল কার্নিভালে এটি এই সেবা জোগান দিয়েছে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে ২০১২ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সাম রেখে এই কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আ সম্প্রসারিত করা হবে। ২০০৯ সালের অক্টোব ৩৯০ কোটি পাউন্ডের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়ে অতিরিক্ত ৮ হাজার ব্যবহারকারীর চাহি মেটানোর লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য অফকম বেশকিছু কৌশল নিয়েছে অলিম্পি গেমের জন্য অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে।

অলিম্পিক গেমের অতিরিক্ত স্পেকট্রা চাহিদা মেটানোর জন্য অফকম বেশ কয়েক কৌশল অবলম্বন করেছে। এর একটি হচ্ছে 'নিগোশিয়েটিং টেম্পোরারি ইউজ অব স্পেকট্রা ফ্রম সিভিল অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর হোল্ডারস' যেমন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ডিজিটা সুইচওভারের মাধ্যমে রিলিজ করা স্পেকট্রাম ব্যবহার করা হবে। তা সত্ত্বেও ব্রডকাস্টারদে ব্যবহারের কিছু সাজ-সরঞ্জাম বিভি ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আরেকটি কৌশল হচ্ছে, স্পেকট্রাম চাহি কমিয়ে দেয়া। উদাহরণ টেনে বলা যায়, অফক একটি পরামর্শ দিয়েছে ব্রডকাস্ট ইউজারে বাইরের ইউজারদেরকে লন্ডনের চারপাশে নেটওয়ার্কে ঢুকতে দেয়া। এতে করে হাই-পাওয়া

অলিম্পিক গেমে আইসিটি'র প্রভাব

লন্ডন অলিম্পিকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হচ্ছে, এই গেম যেনো পরিবেশের ওপর সবচেয়ে কম মাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। সেজন্য আইসিটি নেটওয়ার্ক এবং বিশেষ এনার্জি ইনটেনসিভ ডাটা সেন্টারগুলোকে এ আয়োজনের সহায়তায় লাগানো হয়েছে।

০১. টেলিভিশনে লন্ডন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করবে ৪০০ কোটির বেশি দর্শক– অন্য কথায় পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ টেলিভিশনে এ খেলা দেখতে পারবে।
০২. টেকনোলজি অপারেশন সেন্টার দেখাশোনা করবে খেলার ফলাফল, আইটি সিকিউরিটি এবং ৯৪টি আইটি ভেন্যুর বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের বিষয়টি।
০৩. টেকনোলজি অপারেশন সেন্টারের ৪৫০ জন স্টাফ সপ্তাহের প্রতিদিন রাত-দিন কাজ করবে অলিম্পিক ভেন্যুগুলো চালু রাখার জন্য।
০৪. খেলা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত আইটি সিস্টেম পরীক্ষা চলবে ২০০,০০০ ঘণ্টা ব্যয় করে।
০৫. কমেন্টেটরেরা এই প্রথমবারের মতো ব্যবহার করবে 'টাচ-স্ক্রিন কমেন্টেটর ইনফরমেশন টেকনোলজি সিস্টেম'।
০৬. বেইজিং অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৃষ্টিতে যাতে পণ্ড করে দিতে না পারে, সেজন্য সেবার আকাশে ওয়েদার রকেট ছোড়া হয়েছিল। লন্ডন অলিম্পিকের আবহাওয়া শুষ্ক রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
০৭. লন্ডন অলিম্পিক হবে আরো পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অলিম্পিক। একটি বিশেষ কারখানা থেকে দেয়া হবে বিদ্যুৎ সরবরাহ।
০৮. লন্ডন অলিম্পিকের টেকনোলজি অপারেশন সেন্টার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেইজিং অলিম্পিকের তুলনায় ৩০ শতাংশ অগ্রসর মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।
০৯. লন্ডন অলিম্পিকে নগদ অর্থ ছাড়াই যোগদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওইস্টার কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের কাজ চলবে। এ ব্যাপারে ৫ হাজারের বেশি রিটেইলার সাইন আপ করেছে।
১০. লন্ডন অলিম্পিকে ৮৫০ কোটি পিসি, স্মার্ট ফোন ও ট্যাবলেট পিসি ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের চাহিদা কমবে।

আরেকটি কৌশল, বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করার জন্য অপারেটরদের উৎসাহিত করা। যেমন, ধরে নেয়া যায় বেশিরভাগ ওয়্যারলেস ক্যামেরা একই ফ্রিকুয়েন্সিতে (২-৪ গিগাহার্টজ) খেলার সময় কাজ করতে চাইবে। অফকম তাই ব্রডকাস্টারদের এমন কোনো ক্যামেরা ব্যবহার করতে বলেছে, যেগুলো চলে আরো বেশি ফ্রিকুয়েন্সিতে (৭ গিগাহার্টজ)। জাপানে তা ব্যবহার হয়। তা সত্ত্বেও এ ফ্রিকুয়েন্সি কমানোর অর্থ হচ্ছে, কিছু নতুন যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন হবে।

যেকোনো নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সির জন্য ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন হবে একটি লাইসেন্স। অফকমের দেয়া লাইসেন্স নিয়ে এসব ইকুইপমেন্ট বৈধভাবে ব্যবহার করা যাবে। অফকম স্পেকট্রাম ব্যবহার তদারকি করবে। ফলে অলিম্পিক অননুমোদিত স্পেকট্রাম কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না। অফকম ও লকোগ যৌথভাবে বিষয়টি তদন্ত করে ইকুইপমেন্ট বন্ধ করে দেবে।

নিরাপত্তা

ব্রিটিশ সরকার অলিম্পিক গেম সম্পর্কিত 'সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটিজ স্ট্র্যাটেজি' নিরাপত্তা হুমকিকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছে : ০১. সন্ত্রাসবাদ, ০২. মারাত্মক অপরাধ, ০৩. অত্যন্ত রীণ চরমপন্থা ও বিশৃঙ্খলা এবং ০৪. প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সিকিউরিটি অ্যান্ড কাউন্টার টেরোরিজম অফিসের আওতায় 'অলিম্পিক অ্যান্ড প্যারালিম্পিক সিকিউরিটি ডিরেক্টর (ওএসডি) অলিম্পিক গেম ও এ গেম সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। অলিম্পিক সিকিউরিটি ডিরেক্টর (ওএসডি) মনে করেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই সম্ভবত অলিম্পিক গেমের জন্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অলিম্পিক সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ঘনিষ্ঠভাবে সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল Contest-এর সাথে সমন্বিত। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ছোঁয়া প্রশ্নে বলা যায়, সিকিউরিটি অভিযানে ব্যবহৃত সব প্রযুক্তি (আইসিটি অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, সফটওয়্যার) হবে নির্ভরযোগ্য ও সুপরীক্ষিত। লকোগ বলেছে, টেকনোলজি সিস্টেম ও সার্ভিসের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের সুবিধা হবে এখানে সীমিত। শুধু যেসব প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে পাওয়ার উপযোগী ও সুপ্রমাণিত কার্যকারিতাসম্পন্ন, শুধু সেগুলোই এখানে ব্যবহার করা হবে। ২০১০ সালের প্রথম চতুর্থকে যেসব প্রযুক্তি ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে, সে প্রযুক্তিই এখানে ব্যবহার হবে। এটি পরিচিত ২০১০ 'টেকনোলজি ফ্রিজ' অ্যান্ড 'লক ডাউন' নামে। অলিম্পিকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি স্থাপন ও অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি দুঃসাহসিক। বিশেষ করে উইম্বলডনের মতো কয়েকটি ভেন্যুতে এ কাজটি সম্পন্ন করা যায়নি একদম শেষ মুহূর্তের আগে। যন্ত্রপাতি পরীক্ষার কাজ শুরু হয় ২০১০ সালের শুরুতে। এ কাজটি চলবে বরাবর, এমনকি খেলা চলার সময়েও। চূড়ান্তভাবে চলবে 'টেকনিক্যাল রিহার্সেল' যা চলবে সব ভেন্যুতে। এর ফলে অলিম্পিকের জন্য গড়ে তোলা সার্বিক কাঠামো হবে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইসিটি কাঠামো।

যথার্থতা বিচারে থাকবে বায়োমেট্রিকস, পরিসীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকছে সিসিটিভি, অনুপ্রবেশকারী ঠেকানো ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণেও ব্যবহার হবে সিসিটিভি।

নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি

সাইবার সিকিউরিটি : আশঙ্কা আছে অলিম্পিক গেমের জন্য গড়ে তোলা আইসিটি অবকাঠামো ইলেকট্রনিকভাবে হামলার শিকার হতে পারে। হামলাকারী হতে পারে কোনো ব্যক্তিবিশেষ, কিংবা কোনো সংগঠন অপরাধীচক্র। সন্ত্রাসীরা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে হামলা চালাতে পারে, এমন সম্ভাবনা অবশ্য কম। তবে একটি সফল হামলা অলিম্পিক খেলার অনুষ্ঠানকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে। ঘটাতে পারে ফলাফল বিভ্রান্তি। বাধাগ্রস্ত করতে পারে দর্শকদের তথ্যে প্রবেশকে। তবে আশার কথা পূর্ববর্তী অলিম্পিকগুলোয় এ ধরনের হামলা তেমন কোনো সফলতা পায়নি। আশা করা হচ্ছে, এবারো তা হবে না। ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত তুরিন উইনার গেমে ৫০ লাখেরও বেশি সতর্কতা সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল, যার বেশিরভাগই ছিল মৃদু সতর্ক সঙ্কেত। মাত্র ২০টি ছিল জটিল ধরনের। তবে এর কোনোটিই ক্রীড়া অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি।

ম্যালিসিয়াস অ্যাক্সেস ও কমপিউটার ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া ঠেকানোর জন্য আদর্শ মানের পদক্ষেপ নেয়া ছাড়াও ক্রীড়া পরিচালনা ও ফলাফল সংরক্ষণের জন্য একটি অতিরিক্ত নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। এটি ভৌতভাবে অন্যান্য নেটওয়ার্ক থেকে পুরোপুরি আলাদা। এটি ডাটা সংগ্রহ করতে পারবে না, তবে ইন্টারনেটে খেলার ফলাফল পাঠাতে পারবে। সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত 'অ্যাটোস অরিজিন' বলেছে, অলিম্পিক গেমকে বাধাগ্রস্ত করতে হামলাকারীদের কোনো হামলাই সফল হতে দেয়া হবে না।

পাবলিক সিকিউরিটি অনলাইন : বড় বড় ক্রীড়ানুষ্ঠানেই অনলাইন স্ক্যামের উৎপত্তি ঘটে। ইতোমধ্যেই লন্ডন অলিম্পিককে সামনে রেখে তার আলামত দেখা গেছে। অপরাধীরা পাবলিক মেম্বারদের অর্থ কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য চুরির পদক্ষেপ নিয়েছে। লন্ডন অলিম্পিক ২০১২-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেয়া রয়েছে 'স্টে সেইফ অনলাইন' নির্দেশনা। হামলাকারী নিম্নরূপ ধারণ করতে পারে।

* নকল টিকেট ওয়েবসাইট : শুধু ইউরোপেই দেয়া কোটি ডলার হাতিয়ে নিয়েছিল সাইবার অপরাধীচক্র বেজিং অলিম্পিক গেমের আগে।

* স্পাম ই-মেইল : লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ সংশ্লিষ্ট স্পাম ই-মেইল পাঠানো হতে পারে এমন দাবি করে যে এগুলো আয়োজকদের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। যেমন এসব ই-মেইলের মাধ্যমে গ্রহীতাকে ভুয়া পুরস্কার পাওয়ার কথা জানিয়ে তার কাছ থেকে অর্থ কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য দাবি করতে পারে। লকোগ এরই মধ্যে এ ধরনের ই-মেইল জালিয়াতি রেকর্ড করেছে।

লন্ডন অলিম্পিকের ১ নং স্টেডিয়াম যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি

রেজাল্ট টেকনোলজি

প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিযোগী কতটুকু সফলতা পেলেন তা জানার জন্য ফলাফল যথাযথভাবে ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য প্রযুক্তির সহায়তা অবশ্যম্ভাবী। ২০১২ সালের অলিম্পিকে যে রেজাল্ট টেকনোলজি পূর্ববর্তী অলিম্পিক প্রতিযোগিতাগুলোতে অবলম্বিত টেকনোলজির ওপর ভিত্তি করেই ব্যবহার হবে। তবে এর কিছু পরিশোধন ও উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। আগের প্রতিটি অলিম্পিকে ব্যবহৃত রেজাল্ট ডিভাইসগুলোর উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। যেমন দৌড়ে ইলেকট্রনিক টাইমিং ডিভাইস ও সাঁতারে টাচ প্যাড টেকনোলজির ব্যবহার হয়েছে। এবার এগুলোরই আরো উন্নততর সংস্করণ ব্যবহার হবে। সময় ও স্কোর নিরাপদভাবে জমা করে তা তথ্য প্রবাহের জন্য বিতরণ করা হবে। যদিও সময় ও স্কোর রেকর্ড করার যন্ত্রগুলো বারবার পরীক্ষা করে এগুলোর যথার্থতা নির্ধারণ করেছে, তবু গণমাধ্যমে বিতরণের ক্ষেত্রে লন্ডন অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ বেশ জটিলতার মুখোমুখি।

এই সময়ে সাইবার সিকিউরিটি

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

সাইবার হামলার শিকার হয়নি কখনো এমন দেশ মনে হয় একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই সাইবার হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অর্থাৎ সাইবার হামলা প্রতিহত করার জন্য সতর্ক হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক দেশ। সাইবার হামলা থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, তা নিয়ে সমগ্র বিশ্ব এখন আশঙ্কিত। কেননা, ইদানীং সাইবার হামলাগুলো অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও ধ্বংসেকর।

নেটওয়ার্ক, কমপিউটার, প্রোগ্রাম এবং ডাটাকে বাইরের হামলা, ক্ষতিকর বা অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যাক্সেস থেকে রক্ষার জন্য যে প্রযুক্তি, প্রসেস এবং প্র্যাকটিসকে ডিজাইন করা হয়, তা হলো সাইবার সিকিউরিটির বডি বা ভিত্তি। বর্তমান কমপিউটিং প্রেক্ষাপটে সিকিউরিটি পদবাচ্যটি পরোক্ষভাবে সামনে নিয়ে আসে সাইবার সিকিউরিটিকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য বা কমপিউটারে স্টোর করা ডিজিটাল ফর্মের যেকোনো সম্পদ অথবা যেকোনো ডিজিটাল মেমরি ডিভাইসগুলোকে প্রোটেক্ট তথা নিরাপদ রাখাই হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি।

সাইবার সিকিউরিটির সমস্যাদায়ক উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো সিকিউরিটির ঝুঁকির স্বভাব বা ধরন দ্রুতগতিতে এবং অবিরতভাবে বিকশিত হচ্ছে। গতানুগতিক ধারার সিকিউরিটির জন্য অ্যাপ্রোচগুলোর ফোকাস বা লক্ষ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম কম্পোনেন্টের ওপর, যা প্রতিরোধ করতে পারে পরিচিত বড় ধরনের হুমকি। কিন্তু এতে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সিস্টেম কম্পোনেন্ট অরক্ষিতভাবে থেকেই যায়। তাই এ ধরনের অ্যাপ্রোচ বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে তেমন কার্যকর নয়। ফলে দিন দিন বাড়ছে তথ্যের নিরাপত্তার হুমকি। আর এ কারণে সচেতন হয়ে পড়ছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনায়কেরা। সাইবার সিকিউরিটির গুরুত্ব অনুধাবন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, আমাদের সাইবার নেটওয়ার্কে হামলা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনি ঘোষণা দেন, সাইবার থ্রেট হলো অন্যতম প্রধান এক হুমকি, যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ও নিরাপত্তাকে এখন সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ করে তুলেছে।

সাইবার সিকিউরিটি কী?

আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করে ইন্টারনেট এবং কমপিউটারের ওপর, যেখানে সম্পৃক্ত রয়েছে কমিউনিকেশন (ই-মেইল, সেলফোন), ট্রান্সপোর্টেশন (ট্রাফিক কন্ট্রোল সিগন্যাল, উড়োজাহাজ নেভিগেশন), গভর্নমেন্ট সেক্টর (জন্ম/মৃত্যু রেকর্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি, লাইসেন্সিং, ট্যাক্স রেকর্ড), ফিন্যান্স (ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ঋণ, ইলেকট্রনিক পে-চেক), মেডিসিন (ইকুইপমেন্ট, মেডিক্যাল রেকর্ড) এবং এডুকেশন (ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, অনলাইন রেকর্ড কার্ড, রিসার্চ) ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। সুতরাং, কী বিশাল পরিমাণের ডাটা আপনার কমপিউটারে বা অন্য কোনো সিস্টেমে স্টোর করা আছে। যেখানে আপনার ডাটা এবং সিস্টেম স্টোর করে রাখা আছে, তা কতটুকু নিরাপদ? আর এখানেই সাইবার সিকিউরিটির বিষয়টি উঠে আসে, যেখানে প্রাধান্য পায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার হওয়া তথ্য ও সিস্টেমের রক্ষার বিষয়টি। তাই প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে সাইবার সিকিউরিটির মূল নীতিগুলো সম্পর্কে।

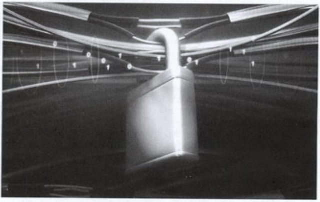

সাইবার সিকিউরিটির মূল তিন নীতি হলো : ডাটার কনফিডেন্সিয়ালিটি বা গোপনীয়তা, ইন্টিগ্রিটি বা বিশুদ্ধতা এবং এভেইলিবিটি বা প্রাপ্যতা।

কনফিডেন্সিয়ালিটি : সংবেদনশীল বা ব্যক্তিগত তথ্যগুলোকে অবশ্যই অবিকৃত ও যথাযথভাবে ব্যক্তির কাছে শেয়ার করতে হবে।

ইন্টিগ্রিটি : তথ্যের বিশুদ্ধতা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থাতে ডকুমেন্টের পরিবর্তন বা বিকৃতি করা যাবে না।

এভেইলিবিটি : তথ্য ও তথ্য ব্যবস্থাকে অবশ্যই পর্যাপ্ত হতে হবে, যাতে সবাই প্রয়োজনের সময় পায়।

সাইবার সিকিউরিটির স্ট্যান্ডার্ড

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড। কেননা, সংবেদনশীল বেশিরভাগ ডাটাই আজকাল নিয়মিতভাবে স্টোর করা হয় কমপিউটারে, যা ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত। এ ছাড়া আগের সম্পাদিত অনেক কাজও ইদানীং কমপিউটারে নিয়ে আসা হচ্ছে। সুতরাং এসব কাজের নিরাপত্তার জন্য দরকার ইনফরমেশন অ্যাসুরেন্স তথা এআই এবং সিকিউরিটি। তাই আইডেন্টিটি চোরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাইবার সিকিউরিটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও সাইবার সিকিউরিটি দরকার, কেননা ব্যবসায়ীদের দরকার তাদের ব্যবসায়ের তথ্য গোপন রাখা, বিশেষ করে প্রোপাইটরি ইনফরমেশন তথা মেধাস্বত্ব তথ্য এবং প্রতিষ্ঠানের ক্লায়েন্ট ও কর্মীদের শনাক্তকরণ তথ্য।

সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে আইএসও/আইইসি ২৭০০২ স্ট্যান্ডার্ড, যা চালু হয় ১৯৯৫ সালে। এই স্ট্যান্ডার্ড গঠিত হয় দু'টি মৌলিক অংশ ▸

নিয়ে। যেমন বিএস ৭৭৯৯ পার্ট-১ এবং দ্বিতীয় অংশ বিএস ৭৭৯৯ পার্ট-২। ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট তথা বিএসআই এ দু'টি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে। বর্তমানে এই স্ট্যান্ডার্ড আইএসও ২৭০০১ নামে পরিচিত। দি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব অটোমেশন তথা আইএসএ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন কন্ট্রোল সিস্টেম তথা আইএসিএসের জন্য ডেভেলপ করে সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড, যা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য। আইএসএ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড আইএসএ-৯৯ হিসেবে পরিচিত, যা অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু উল্লেখযোগ্য সাইবার ঘটনা

২০১০ সালে আবিষ্কৃত হয় স্টাক্সনেট (Stuxnet) নামের কমপিউটার ওয়ার্ম। এটি সম্ভবত সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় সাইবার হামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক স্টাক্সনেট হামলাকে একটি সাইবার যুদ্ধের ঘটনা মনে করেন। স্টাক্সনেটের লক্ষ্য শুধু মাইক্রোসফট উইন্ডোজভিত্তিক সিমেন্সের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সফটওয়্যার। এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে হামলার চালানোর মূল লক্ষ্যস্থল ইরান। স্টাক্সনেট ওয়ার্মের জন্মস্থান নিয়ে বেশ গুজবের জন্ম দেয় এর লক্ষ্যস্থলের কারণে। এই কমপিউটার ওয়ার্ম বুশেহর নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের ল্যাপটপগুলোকে সংক্রমিত করে। এর ফলে ইরানের প্রথম নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের চালু করা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে অর্থাৎ পিছিয়ে দেয়। প্রথমেই এই ওয়ার্ম ম্যানেজ করে নেয় অদৃশ্য হয়ে থাকার উপায়। এই ওয়ার্ম শনাক্ত হওয়ার পর ব্যাপকভাবে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে এই ওয়ার্ম যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনীর তৈরি। শোনা যায়, ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচির তথ্য জানার জন্য সাইবার গোয়েন্দা হিসেবে তারা এই ওয়ার্ম তৈরি করেছে। এটি অন্যান্য ওয়ার্ম থেকে বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে আলাদা এবং রহস্যময়, কেননা এটি আক্রান্ত করে সিস্টেমে মারাত্মক কোনো ক্ষতি করে না। প্রথম দিকে মনে করা হতো, স্টাক্সনেট তৈরি করা হয় গোয়েন্দাগিরির জন্য। কিন্তু এটি তৈরি করা হয়েছে ধ্বংস করার জন্য। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, স্টাক্সনেট ডেভেলপারদের টার্গেট সিস্টেমে ভর করে থাকা, কোনোভাবে আবিষ্কৃত না হয়ে সেখানেই অবস্থান করবে দীর্ঘ সময় ধরে এবং আড়াল থেকে প্রসেসকে পরিবর্তন করতে থাকবে তবে কোনো ক্ষতি না করে। এই ম্যালওয়্যার স্যাবোটাজ বা ধ্বংস করে না শুধু ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্ট করে।

ইরানভিত্তিক কোম্পানি Fararo Paya বা ফিনল্যান্ড ভিত্তিক Vacon কোম্পানি দু'টি থেকে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনে ৮০৭ হার্টজ এবং ১২১০ হার্টজ গতির মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি চালিত হয়। সিমেনটেক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে দেখে, স্টাক্সনেটের টার্গেট ছিল ইরানের নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর, কিন্তু তারা তা প্রকাশ করেনি। স্টাক্সনেট আক্রান্ত হার্ডওয়্যারে তার পথ খুঁজে নেয় নেটওয়ার্কে।

একই ধরনের ঘটনা ঘটে ২০০৮ সালে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (CENT COM)-এ। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভের মাধ্যমে Agent.btz নামের এক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে কমপিউটারে। এটি কোনো ক্ষতি করতে পারেনি বা বিশেষ ধরনের তথ্যকে অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যাক্সেসের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়নি। সাধারণত বিশেষ ধরনের ডাটাসম্বলিত ল্যাপটপের সাথে সূক্ষ্ম ইন্টারনেট সংযোগ থাকে। এই ভাইরাস কোনো ক্ষতি করতে না পারলেও রহস্যময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং এর উৎস এখনও জানা যায়নি।

সম্প্রতি ড্রোনেও ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, যা সম্ভবত রহস্যাবৃত থেকেই যাবে। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, ভাইরাস এবং এর কিলগার হলো 'logging pilot' যা প্রতিটি কিস্ট্রোককে আফগানিস্তান ও অন্যান্য ওয়ারজোনের মিশনে উড়ে যায়। কিন্তু Agent.btz আক্রান্ত 'ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড' কমপিউটারের ক্ষেত্রে ভাইরাস ইন্টারনেট থেকে আসেনি। Predator এবং Reaper ব্যবহার করে রিমুভেবাল হার্ডড্রাইভ যাতে ম্যাপ আপডেট লোড করে এবং মিশন এক মেশিন থেকে আরেক মেশিনে ভিডিও ট্রান্সপোর্ট করে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এই ভাইরাস রিমুভেবাল হার্ডড্রাইভের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো–এ ভাইরাস ক্লাসিফায়েড নেটওয়ার্কে বিদ্যমান থেকে নেটওয়ার্কের বাইরে কাউকে তথ্য পাঠাতে পারবে কী? এটি সন্দেহজনক হলেও এমন ব্যাপার ঘটেছে, কেননা ক্লাসিফায়েড নেটওয়ার্কে সূক্ষ্ম ইন্টারনেট সংযোগ থাকে। এক্ষেত্রে সংক্রমিত ফ্ল্যাশ ড্রাইভের ভাইরাস খুব সহজেই নেটওয়ার্কে এন্টার করতে পারে। তবে সেন্ডারের সাথে ভাইরাসের যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারটি কঠিন ও অবিশ্বাস্য। ফ্ল্যাশ ড্রাইভ তাই কমপিউটার নেটওয়ার্কে ম্যালওয়্যার নিয়ে আসতে পারে। এগুলোও সিকিউরিটি ঝুঁকিতে আছে। ফ্ল্যাশ ড্রাইভ গুরুত্বপূর্ণ ডাটা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি গুরুত্বপূর্ণ ডাটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভে স্টোর করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাইবার হামলা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সিরিয়াল সাইবার হামলা। এই হামলাগুলোকে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হয় Titan Rain-এর অন্তর্গত নামে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সমশ্রেণীভুক্ত কমপিউটার নেটওয়ার্কে বেশকিছু সাইবার হামলা হয়। এসব হামলায় হ্যাকারেরা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে গুরুত্বপূর্ণ সব ফাইল, যেগুলো এরা পেয়েছে। হ্যাকারদের লক্ষ্য ছিল দেশের মিলিটারি সংশ্লিষ্ট সংবেদনশীল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, প্রতিরক্ষা ঠিকাদার এবং অ্যারোস্পেস সংশ্লিষ্ট। এ আইডেন্টি হ্যাকারদের এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি। তবে সবাই স্বীকার করেন, এই হামলাগুলো ছিল চমৎকার সমন্বয়মূলক। এক্ষেত্রে হ্যাকারেরা ব্যবহার করে বিশেষ এক টুল, যা ডিজাইন করা হয়েছে গোয়েন্দাগিরি কাজের জন্য। একে বলা হয় সাইবার স্পিয়নেজ।

এখানে উল্লিখিত সব সাইবার হামলার কমন বা সাধারণ বিষয় হলো–এগুলোর সবই আক্রান্ত মিডিয়াতে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান থাকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। ২০০৭ সালের এস্তোনিয়ার সাইবার হামলাটি ছিল একটু ভিন্ন। এই হামলাটি নীরব গোয়েন্দা হামলা ছিল না। এস্তোনিয়ায় হ্যাকারেরা সরকারের মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, ব্যাংক এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটগুলো ডিজ্যাবল করে ফেলে। এক্ষেত্রে ন্যাটো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সিদ্ধান্ত নেয় Tallinn নামের একজন সাইবার টেরোরিজম বিশেষজ্ঞ পাঠানোর। একজন প্রো-ক্রেমলিন দেশপ্রেমিক যুবক এই সাইবার হামলার দায়ভার স্বীকার করে বলেন, এটি তার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ।

কোনো কোনো সোর্সের ধারণা এই সাইবার হামলার জন্য দায়ী ছিল ২০০৫ ও ২০০৭ সালের Rio de Janeiro-এর অংশে ব্ল্যাকআউট। তবে এর কোনো সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদিও সাইবার হামলার জন্যই ব্ল্যাকআউট হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তাদের মতে এটি দুর্ভাগ্যজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যে, এ ধরনের হামলার জন্য রাষ্ট্রের একজন অ্যাক্টর তথা কর্মকর্তা জড়িত। বাংলাদেশের সরকারি ওয়েবপোর্টালে এক হামলা হয় ২০১০ সালের ২০ মার্চ। দেশের ১৯ জেলার ওয়েবপোর্টালে ▸

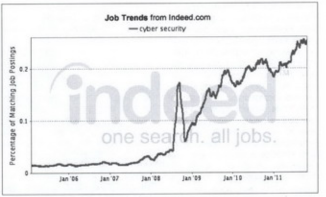

এই সাইবার হামলা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। অবশ্য এতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি।

সাইবার স্পেস থেকে নিরাপত্তার হুমকি

যদি সমগ্র বিশ্ব ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তো সাইবার হামলা শুধু একটি জাতীয় হুমকি হিসেবে গণ্য করা যায় না। কমপিউটার ভাইরাস, ওয়ার্ম ও বুটনেট ইত্যাদি বিশ্বজুড়ে কমপিউটারকে আক্রান্ত করতে পারে, বিশেষ করে যেগুলো ইন্টানেটে যুক্ত। সুতরাং বিশ্বের সব দেশের সরকার ও কোম্পানিকে ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং ব্যবহার করে তাদেরকে ডাটা নিরাপদ রাখার উপায় বের করতে হবে।

সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে ভাবার আগে আপনাকে যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে কোনগুলোকে নিরাপদ রাখতে হবে। এই নিরাপদ রাখার পরিমাপ বা মাত্রাকে সাধারণ টার্মে অভিহিত করা হয় সাইবার সিকিউরিটি হিসেবে। কমপিউটার ও নেটওয়ার্কে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অ্যাক্সেসকে সাইবার অ্যাটাক বা সাইবার হামলা বলা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাইবার স্পেসের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরা কিভাবে ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক ও প্রসেসে অ্যাক্সেস পায়। এক্সটারনাল ও কমপিউটার নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেসের সহজ ও সরলতম উপায় হলো সিকিউরিটি গ্যাপ বা ক্রটিকে কাজে লাগানো। এই সিকিউরিটি গ্যাপ থাকতে পারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হওয়া সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে। তবে সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি ঘাটতি বা ক্রটি হলো সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যা ব্যবহারকারীকে সিস্টেমে অ্যাক্সেস করার অনেক বেশি সুযোগ দেয়। যেহেতু ব্যবহারকারী সিস্টেমে অ্যাক্সেসের অনেক বেশি সুযোগ পায়, তাই ঝুঁকিও অনেক বেশি। যদি ম্যালওয়্যার ইমেইলে যুক্ত থাকে অথবা এক্সটারনাল স্টোরেজ ডিভাইস যেমন ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভে থাকে, তাহলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা সহজে সিস্টেমে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং চুরি করতে পারবে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা অথবা ডাটা ম্যানুপুলেট করতে পারবে।

প্রাইভেট বা সাধারণ ব্যবহারকারীরা হুমকির মুখে

সাইবার অপরাধীদের প্রধান টার্গেট সাধারণ জনগণ। কেননা সাইবার অপরাধীদের টার্গেট অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, ইমেইল অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়া বা ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা করা। কখনো কখনো সাধারণ ব্যবহারকারীরা প্রতারণার বিষয়টি অনেক দেরিতে বুঝতে পারেন, আবার অনেকেই একেবারেই বুঝতে পারেন না। বাংলাদেশের সাধারণ ব্যবহারকারী ও কোম্পানির জন্য অন্যতম প্রধান হুমকি হলো স্প্যাম। স্প্যাম হচ্ছে ইমেইল মাধ্যমে প্রতারণা করা। সাধারণত স্প্যাম পরিকল্পনাকারীরা তার সম্ভাব্য শিকারকে ইমেইলর মাধ্যমে প্রলোভন দেখায় যে, ব্যবহারকারী লটারিতে বিজয়ী হয়েছেন বা স্কলারশিপ পেয়েছেন বা গ্রিনকার্ড পেয়েছেন বলে ব্যবহারকারীকে ক্রেডিট কার্ড নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে বলে। এসব তথ্য জেনে নিয়ে এরা প্রতারণা করে। প্রতারকেরা এভাবে স্প্যামের মাধ্যমে কোটি কোটি ইউএস ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশেও স্প্যামের মাধ্যমে প্রতারণা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে এবং এটি এখন এক বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এদের সম্ভাব্য শিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, যারা পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে চায় বা স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা করছে বা চাকরির জন্য গ্রিনকার্ড প্রত্যাশা করছে বা চাকরি প্রত্যাশীরা।

রহস্যময় সাইবার গোয়েন্দা

সাইবার গোয়েন্দারা কোনো কোম্পানির জন্য তেমন কোনো হুমকি নয়। সরকার ও এর কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাইবার গোয়েন্দাদের টার্গেট। সাধরণত বেশিরভাগ দেশের সাইবার গোয়েন্দারা কাজ করে নিজ দেশের সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। তাই সাইবার গোয়েন্দারা অন্য দেশের সরকারের নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস করে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যেসব বিষয় সাধারণত সরকার দেশের জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করে না।

নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেসের সহজতম উপায় হলো ট্রোজান হর্সেস ব্যবহার করা, বিশেষ করে যদি নেটওয়ার্কে সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট ক্রটি বা দুর্বলতা থাকে। যদি নেটওয়ার্কে সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা থাকে তাহলে ব্যবহারকারী উপদ্রবসহ ইমেইল ওপেন করা মাত্রই ট্রোজান হর্সেস সক্রিয়হয়ে উঠতে পারে। সাইবার গোয়েন্দারা বিকল্পভাবে ফিশিং মেইল সেন্ড করতে পারে যা দেখে মনে হতে পারে বিশ্বাসযোগ্য কোনো সেন্ডার পাঠিয়েছে। জুন ২০১১ -এ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক নিবন্ধ থেকে জানা যায়, এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের এক কেবিনেট সদস্যদের ক্ষেত্রে। তিনি যখন ট্রোজান হর্স সম্বলিত এক ইমেইল অ্যাটাচমেন্ট ওপেন করেন, এর ফলে সেই মাসে তার সব ইমেইল কমিউনিকেশনে অনাকাঙ্ক্ষিভাবে অবৈধ ব্যক্তিরা অ্যাক্সেস পেয়ে যায়।

প্রায় সময় ধারণা করা হয়, চীন হলো সবচেয়ে বড় সাইবার গোয়েন্দা হামলাকারী দেশ। ১৯৯৮ সালে পেন্টাগনের কমপিউটার নেটওয়ার্ক কয়েক দিনের জন্য সাইবার গোয়েন্দা হামলায় আক্রান্তহয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা বলেন, চীন এ হামলার জন্য দায়ী। অবশ্য চীন তা অস্বীকার করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ

ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণের জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বাস করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালাইজ করতে হলে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতালসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০২১ সালের মধ্যে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করতে হবে। একই সাথে কোম্পানিগুলোকে অফার করতে হবে বেশি থেকে বেশি অনলাইন সার্ভিস, যাতে অনলাইন শপিং বা কেনাকাটা, অনলাইন ব্যাংকিং এবং ইমেইল কমিউনিকেশন আরো ব্যাপকতা পায় এবং এর ফলে আরো বেশি গুরুত্ব পাবে বাংলাদেশের ডিজিটালাইজ কার্যক্রম। তবে অনলাইন কার্যক্রম যত বাড়বে তার সাথে সাথে বাড়বে এদেশে ডিজিটাল অপরাধের মাত্রা। অপরাধীরা ডিজিটাল বিশ্বে তাদের পথ বের করে নেবে। ডিজিটালাইজ দেশে ফিশিং, হ্যাকিং, ব্যক্তিগত ডাটা চুরি হওয়ার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু তাই নয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিগুলোও হুমকির মুখে পড়ছে, যা পুরো দেশের জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। এর ব্যতিক্রম বাংলাদেশেও দেখা যায় না।

আমাদের দেশে সাইবার সিকিউরিটি কিভাবে সম্ভব, যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ সফটওয়্যারই পাইরেটেড। পাইরেটেড সফটওয়্যারের সাথেই আসে ট্রোজান-হর্স বা অন্যান্য ধরনের ম্যালওয়্যার। পাইরেটেড সফটওয়্যার ও উইন্ডোজের পাইরেটেড ভার্সনের থাকে প্রচুর লুপ হোল, যা হ্যাকারদের প্রধান অস্ত্র। অবশ্য লাইসেন্স করা সফটওয়্যার কিন্তু সাইবার সিকিউরিটির মূলে নেই। তবে নেটওয়ার্ককে নিরাপদ রাখার জন্য আপ-টু-ডেট সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রোটেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি পাইরেটেড উইন্ডোজ ভার্সন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার জন্য মাইক্রোসফট রুল আউট করে উইন্ডোজ জেনুইন অ্যাডভান্টেজ (WGA) সিস্টেম, যা উইন্ডোজ প্লাটফরমে পাইরেসি রোধে লড়াই করে যাবে। ভয় হলো উইন্ডোজের পরবর্তী আপডেট আরো খারাপভাবে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন চীন উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমকে অবৈধভাবে কপি করে ব্যবহারকারীকে দিচ্ছে। সেই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যবহারকারী 'black screen'-এ মুখোমুখি হচ্ছে। তাই যদি কম বাজেটেও আপডেট সফটওয়্যার পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে লিনআক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ দোয়েল নামের ল্যাপটপ উৎপাদন ও বাজারজাত করছে, তা মূলত লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেম বা গুগল অ্যান্ড্রোয়িড চালিত। যদি অন্যান্য সফটওয়্যার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকে, তাহলে বিকল্প হিসেবে লিনআক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। অবশ্য এই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চাইলে নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ, এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা। তাই নেটওয়ার্ক ও সফটওয়্যার সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকলে সাইবার হুমকি থেকে নেটওয়ার্ককে রক্ষা করা সম্ভব। অনুরূপভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষার সময় প্রাইভেট কোম্পানির নিয়মকানুন সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়া খুবই দরকার। যাতে কমপিউটার ব্যবহারের শুরুতে বৈধ-অবৈধ সফটওয়্যার সম্পর্কে সবাই সচেতন হতে পারে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান এখনো অফলাইনভিত্তিক। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এ লক্ষ্য পূরণের জন্য ঘোষণা দেন- 'বাংলাদেশের প্রতিটি অংশ আনা হবে ই-গভর্ন্যান্সের আওতায়, ডিজিটাল ডিভাইড কমানোর জন্য টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।' একই সাথে দেশের সবাই যদি তাদের ব্যক্তিগত সব তথ্য কমপিউটারে জমা করে, তাহলে প্রাইভেসি একটি ইস্যু হতে পারে।

আর তা সাইবার অপরাধীদের মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে। সরকারকে যেমন তার নাগরিকদের ডাটা রক্ষা করতে হবে, তেমনি সরকারকেও সাইবার গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তার নিজের ডাটা ও কমিউনিকেশনকে রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি আরেকটি প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে। কেননা, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং নির্বাচনের ফলাফল দিতে পারে। জার্মানভিত্তিক হ্যাকার অ্যাসোসিয়েশন-ক্যাওয়াস কমপিউটার ক্লাব তথা সিসিসি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। সিসিসি প্রকাশ করেছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ এক জরিপের ফলাফল। এই জরিপের তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে অনেক ত্রুটি রয়েছে এবং খুব সহজেই ম্যানিপুলেট হতে পারে।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের সাইবার সিকিউরিটি আরেকটি মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। বাংলাদেশের অনলাইন ব্যাংকিং এবং ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার তেমন ব্যাপক হয়নি। তবে গ্লোবালাইজড বিশ্বে অনলাইন ফিন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ক্রেডিট কার্ডের গুরুত্ব ও এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানিতে এবং তাদের গ্রাহকদের কাছে।

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট মেথডের প্রসারের সাথে সাথে অনলাইন সিকিউরিটি ও ব্যাংক প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে যদি সাইবার অপরাধীরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে ফেলে বা চুরি হওয়া ক্রেডিট কার্ডের তথ্যের অপব্যবহার হয়, তার জন্য দায়ী সাইবার অপরাধীরা।

বাংলাদেশের সাইবার সিকিউরিটির অবস্থা উন্নত করার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ডিজিটালাইজড ডাটা ও নেটওয়ার্কে শ্রেণীবিন্যাস করা। তবে তা বাস্তবায়ন করা সবার সাধ্যের মধ্যে নয়, কেননা এজন্য সেটআপ করতে হয় এক টাস্কফোর্স, যার লক্ষ্য হবে সাইবার সিকিউরিটি বাস্তবায়ন ও সাইবার হামলাকে অ্যানালাইসিস করা। একই সাথে জনগণকে সাইবার হুমকি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে বাংলাদেশ সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ।

লক্ষণীয়, ইন্টারনেট সংযোগ ও কমপিউটার শিক্ষা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সাইবার অপরাধী যেমন বাড়ছে, তেমনি সাইবার অপরাধীদের হামলার কৌশলও অনেক নিখুঁত ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সুতরাং এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

ক্যারিয়ার হিসেবে সাইবার সিকিউরিটি

যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর বিভিন্ন কোম্পানি যেকোনো ধরনের সাইবার হামলা প্রতিহত করার জন্য নিজ নিজ কোম্পানিতে ব্যাপকভাবে নিয়োগ দিচ্ছে সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যানালিস্টদের। যেহেতু প্রযুক্তি বিশ্বের মূল নিয়ন্ত্রক এখনো যুক্তরাষ্ট্র, তাই এ লেখা অবতারণা করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির বাজারে আইসিটি পেশাজীবীদের সাম্প্রতিক চাহিদা ও নিয়োগদান প্রবণতার আলোকে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।

সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনালদের চাহিদা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে খুব শিগগির এ সেক্টরের জন্য ন্যূনতম দশ হাজার বিশেষজ্ঞ ভাড়া করতে হবে এবং প্রাইভেট সেক্টরের জন্য ভাড়া করতে হবে চারগুণ বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এ সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই নগণ্য, তাদের দরকার আরো অনেক বেশি বিশেষজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ও ওয়ার্কফোর্সের ওপর জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি সেন্টারের গবেষণাকর্মে দেখা যায়, শতকরা ছয় ভাগ কলেজ গ্র্যাজুয়েটের রয়েছে কমপিউটার এবং গণিতের ওপর ডিগ্রি। সেখানে সরাসরি সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগ মাত্র।

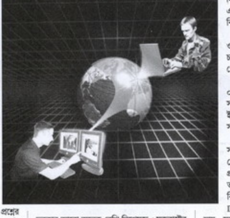

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হাই স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে প্রকৌশল, প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন তথা এনএসএফ পরিকল্পনা করে ২০১৬-র মধ্যে ১০ হাজার কমপিউটার সায়েন্স ক্লাসের জন্য অর্থ সহায়তা দেবে।

হ্যাক্টিভিস্ট, সাইবার অপরাধী এবং বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টায় সবসময়ই লিপ্ত থাকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ভাড়া করছে ব্যাপকভাবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চাহিদা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

প্রায় সব ইন্ডাস্ট্রিতে সাইবার সিকিউরিটির বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বেড়েই চলেছে। যেমন ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর থেকে শুরু করে হেলথকেয়ার এবং রিটেইল মার্কেট পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কোম্পানিগুলোতে সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট পজিশনের জন্য লোক নিয়োগদান প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। ইউএস ফেডারেল গভর্নমেন্ট মার্কেটে সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের চাহিদা প্রচুর।

এদিকে আইটি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য ওয়েবসাইট Dice.com-এ তালিকভুক্ত হয়েছে বেশ কিছু সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট পেশা এবং এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এই ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, আইসিটি সংশ্লিষ্ট পেশাগুলোর মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চাহিদা হলো সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো তাদের নিজেদের জন্য ভাড়া করছে হাজার হাজার নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, ইনফরমেশন সিকিউরিটি এবং অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ।

আইটি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য ওয়েবসাইট Dice.com-এ শীর্ষ পাঁচ চাহিদাসম্পন্ন সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট পেশা হলো–

০১. সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট, ০২. সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, ০৩. সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ০৪. সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার ও ০৫. সিনিয়র সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট।

উত্তর আমেরিকার Dice.com সাইটের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট টম সিলভার বলেন, প্রতিবছরই সাইবার হুমকি বাড়ছে, আর তাই কোম্পানিগুলোকেও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হচ্ছে। Dice.com সাইটের তথ্যানুযায়ী জানা যায়, সম্প্রতি ইনফরমেশন সিকিউরিটি পেশা সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই সাইটে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে সিকিউরিটি পেশাদারেরা প্রতিরোধ করবে নিরাপত্তার বেষ্টনী, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট শূন্যস্থান পূরণের জন্য করণীয় কাজগুলো করবে এবং যথাযথ পরামর্শ দেবে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য।

কিছু কিছু প্রবণতা চালিত করে সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞের চাহিদা। অনেক কোম্পানির নেটওয়ার্ক দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে, কেননা এসব কোম্পানিকে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি ট্রানজেকশনকে প্রসেস করতে হয়, হ্যান্ডেল করতে হয় অনেক বেশি ডাটা। এসব কোম্পানি ব্যবহার করে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন যেমন–সেলসফোর্স (Salesforce) এবং টেলেও (Taleo)। এর ফলে তাদের নেটওয়ার্কের বাইরে তথ্যের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রয়োজনকে সম্প্রসারণ করতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদেরকে কাজ করতে হয় বিপুলসংখ্যক মোবাইল ডিভাইস ব্যবহারকারী যেমন স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট পিসি নিয়ে।

ফোর্স থ্রি (Force 3) কন্সালটিং সার্ভিসেস এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট সু ▸

ভেরমা বলেন, সাইবার সিকিউরিটি দক্ষতার জন্য তিন বছর আগে যা দরকার ছিল, তা এখনকার দৃশ্যপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্রফটন এমডি একজন সরকারি কন্ট্রাক্টর, তার সিকিউরিটির টিমের জন্য ভাড়া করেন কয়েকজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সলিউশন্স আর্কিটেক্ট এবং অ্যানালিস্ট। ভেরমা আরো বলেন, তিন বছর আগে এক্ষেত্রে আইপ্যাড ছিল না। কিন্তু এখন আমাদেরকে ভাড়া করতে হচ্ছে সেসব বিশেষজ্ঞকে যারা আপনার ডিভাইস এবং কনজ্যুমারাইজেশন ট্রেন্ডকে বুঝতে পারবে। তিনি আরো বলেন, এখন সব কিছুই ক্লাউড ও মোবাইলে শিফট করছে। তাই আইটি সেক্টরের নিরাপত্তার জন্য এখন ফায়ারওয়াল ম্যানেজিংয়ের কথা তেমন গুরুত্ব পায় না। কেননা আইসিটি সেক্টরে নিরাপত্তার বিষয়টি ফায়ারওয়াল ম্যানেজ করাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এখন এন্টারপ্রাইজ এনভায়রনমেন্টে তথ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে আরো সম্পৃক্ত হয়েছে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন এবং ট্যাবলেট।

আইটি স্ট্যাফিং এজেন্সি ইয়োহর (YoH) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডন হ্যানসন বলেন, সাইবার সিকিউরিটি Ffgdb ভঙ্গের কারণে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মেধাস্বত্ব সম্পদ চুরি হয় বছরে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, সেসব ডেভেলপারের চাহিদা রয়েছে যারা সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন, সিকিউরিটি সার্টিফিকেশনসহ নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার এবং নিরাপদ সিস্টেম ও প্রসেস কিভাবে করতে হয় তা বোঝাতে সক্ষম এমন আর্কিটেক্ট। তিনি আরো বলেন, সেসব আইটি পেশাজীবীর দরকার আছে যারা সিকিউরিটি মনিটরিংয়ের কাজে লিপ্ত থাকেন, তথ্যের নিশ্চয়তা দেন এবং রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স। তিনি আরো বলেন, সবচেয়ে বেশি দরকার হলো কাটিং এজ টেকনোলজি নিয়ে কাজ করা। হ্যানসন বলেন, বর্তমানে অনেক ধরনের মোবাইল ডিভাইস রয়েছে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মোবাইল ডিভাইস ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি লেয়ার যুক্ত করা এবং এই বাড়তি লেয়ার কিভাবে কাজ করে তা বোঝা।

হ্যানসন আরো বলেন, বিভিন্ন কোম্পানি সে ধরনের আইটি পেশাজীবীদের অনুসন্ধান করছে, যারা সিকিউরিটি ইনফরমেশন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত এবং ডাটা হারানো প্রতিরোধ করার পাশাপাশি নীতিগতভাবে হ্যাকিং সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেশনসহ ডিজিটাল ফরেনসিকে দক্ষ।

শেষ কথা

প্রতিদিন নিত্য-নতুন ডিজিটাল পণ্য আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে এবং সাইবার স্পেস থেকে আক্রান্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে ভালনারেবল করে ফেলছে। বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সাইবার হামলা তেমন হুমকি নয়। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাইবার হামলার কারণে আর্থিক ক্ষতি হয় বা ব্যক্তিগত ডাটা হারিয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যতদূর মনে হয় রাষ্ট্রীয় অকাঠামোয় এমন কোনো সাইবার হামলা হয়নি, যা অন্য কোনো দেশ বা সন্ত্রাসী সংগঠন সম্পাদন করে যার জন্য আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।

সাইবার সিকিউরিটি বলতে বুঝায় ডাটা রক্ষা করার সক্ষমতাকে, যেগুলো রক্ষা করা দরকার। যদি ব্যবহারকারী, কোম্পানি এবং সরকার ব্যক্তিগত ও গুপ্ত ডাটা নির্দিষ্ট করতে এবং একই সাথে বিভিন্ন নিরাপত্তা উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে খুব সহজেই ডাটায় অবৈধ অ্যাক্সেস হবে বলা যায়। আগেই বলা হয়েছে, প্রাইভেট ইউজারেরা সাইবার অপরাধীদের হামলার হুমকির মুখে আছে। সুতরাং সাইবার হামলার বা ব্যক্তিগত ডাটা হারানো সম্পর্কে দেশের জনগণকে অবহিতকরণ ও সচেতন করার দায়িত্ব সরকারের। একই সময় দেশের মধ্যে সাইবার হুমকির মাত্রা নির্দিষ্ট করতে হবে সরকারকে। সাইবার ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য বেছে নিতে হবে যথাযথ পদক্ষেপ।

সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সহায়তার জন্য সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অধীনে বাংলাদেশ কমপিউটার সিকিউরিটি ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম তথা বিডি-সিএসআইআরটি গঠন করা হয়েছে। এর ওয়েবসাইটও চালু করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের সাইবার অপরাধের শিকার হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমস্যা অনুযায়ী পরামর্শ দেয়। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন ও যথাযথ পরামর্শ দেয়া হয়। তাছাড়া আক্রান্তদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে সহায়তা করে। অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা যেনো না ঘটে তার জন্য পরামর্শ দিয়ে সচেতন করা হয়। ওয়েবসাইট www.esirt.gov.bd.

ফিডব্যাক : mahmood@comjagat.com

থ্রিজি চালুর অঙ্গীকার রক্ষা করুন

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশ সরকারের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন রাজু ২০১২ সালের মাঝেই থ্রিজির লাইসেন্স দেয়ার অঙ্গীকার করেন। গত ২৪ জুন জাতীয় সংসদে তিনি এই অঙ্গীকার করেন। ২৪ জুন রাতে প্রচারিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজিউদ্দিন রাজু জানান, এখন তার মন্ত্রণালয় বিটিআরসি'র দেয়া গাইডলাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। খুব শিগগির এই গাইডলাইনটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্ট্যাক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হবে এবং এরপর সেই গাইডলাইনটি বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এই গাইডলাইন অনুসরণ করে ২০১২ সালের মাঝেই থ্রিজি প্রযুক্তির লাইসেন্স দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুতি দেন।

টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রীর সংসদীয় অঙ্গীকারের ফলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ শুধু নতুন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের যুগেই পা দিচ্ছে না বরং দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের যুগেও পা দিতে যাচ্ছে। এর আগে বিটিআরসি থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার গাইডলাইন প্রস্তুত করে সেটি অনুমোদনের জন্য রাজিউদ্দিন রাজুর মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেই পরিকল্পনা মতে, চলতি বছরের নভেম্বর মাসে ৫টি মোবাইল অপারেটরকে থ্রিজি, ফোরজি এবং এলটিই লাইসেন্স দেয়ার কথা। তবে বিটিআরসি'র গাইডলাইন অনুসারে নভেম্বরেই লাইসেন্স দেয়া যাবে কি না, তা নিয়ে এরই মাঝে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, বিটিআরসি'র গাইডলাইনটি টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না।

গত ৩ এপ্রিল দৈনিক সংবাদের খবরে বলা হয়, থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার জন্য প্রথমে লাইসেন্সের নিলাম হবে এবং নিলামের পর লাইসেন্স ইস্যু করা হবে। লাইসেন্স দেয়ার শর্ত হিসেবে লাইসেন্স ইস্যুর ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে, ১৬ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে ৩০টি জেলায় এবং ৩৬ মাসের মধ্যে পুরো দেশে এই সেবা চালু করতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে, চলতি বছরের ডিসেম্বরেও যদি লাইসেন্স দেয়া হয়, তবে ২০১৩ সালের জুনের মধ্যেই বিভাগীয় শহরের মানুষ প্রথম থ্রিজির যুগে পা রাখতে পারবে। ২০১৩ সালে সব বিভাগীয় শহর এর আওতায় আসতে পারে। ২০১৫ সালের মধ্যে পুরো দেশ এই যুগে পা রাখবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্তত ছয় বছর আগেই আমরা ডিজিটাল যুগের সার্বজনীন সংযুক্তির জগতে বসবাস করব।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, থ্রিজি প্রযুক্তি চলতি শতকের শুরুতে উদ্ভব হয়। এটি দ্রুতগতির একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এর ফলে মোবাইল ফোনে কথা বলার পাশাপাশি তথ্য, ছবি ও সাউন্ড পারাপার দ্রুতগতির হয় এবং এর প্রভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ধারা গড়ে ওঠে। মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, নেটবুক ও কমপিউটারের

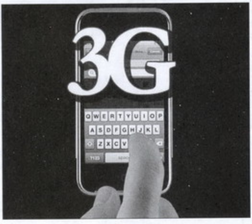

সহায়তায় আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ খুবই সহজ ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগে পৌঁছে।

এই প্রযুক্তি প্রথমে ইউরোপে ও পরে এশিয়ার জাপান, কোরিয়াসহ উন্নত দেশগুলোতে এবং এখন আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই চালু আছে। ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মাঝে এই অঞ্চলের সব দেশেই থ্রিজি প্রযুক্তি প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দিক থেকে এটি নিশ্চয়ই ভাবার বিষয়, প্রযুক্তিগত বিষয়ে আমরা আফগানিস্তানের কাতারে থাকব কি না?

থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে দৈনিক সংবাদের খবরটির মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যায় : ক. এ ধরনের লাইসেন্স দেয়ার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে বিটিআরসি গত ২৮ মার্চ ২০১২ টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। খ. খসড়া অনুসারে চলতি বছরের ৭ মে থেকে নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। আবেদনের সময় আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত থাকার কথা ছিল। ১৯ জুলাই যোগ্য আবেদনকারীর নাম ঘোষণা করার কথা ছিল। ৩ সেপ্টেম্বর নিলাম হওয়ার কথা রয়েছে।

বিটিআরসি'র গাইডলাইন অনুসারে লাইসেন্সের আবেদন ফি ৫ লাখ টাকা এবং লাইসেন্স ফি ১০ কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। লাইসেন্সের প্রস্তাবিত নবায়ন ফি হবে বার্ষিক ৫ কোটি টাকা। রেভেনিউ শেয়ারিং ৫.৫ শতাংশ এবং সামাজিক দায় ফি শতকরা ১ শতাংশ থাকবে। মোট ৫টি লাইসেন্স দেয়া হবে। ১৫ বছরের জন্য লাইসেন্স দেয়া হবে। লাইসেন্স দেয়ার শর্ত হিসেবে এই প্রযুক্তি প্রসারের একটি সময়সীমা থাকবে, যার সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে তিন বছর।

আমরা লক্ষ করেছি, এরই মাঝে বিটিআরসি'র সময়সীমার বেশ কয়েকটি ডেটলাইন পার হয়ে গেছে। বিশেষ করে মে-জুন মাসের সময়সীমা তো অতিক্রান্ত হয়েই গেছে। জুলাই-আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের সময়সীমার পাশাপাশি এই বছরের অন্য যেসব সময়সীমা রয়েছে, সেগুলোও মেনে চলা হবে কি না সেটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু আশার আলো হচ্ছে, জাতীয় সংসদে মন্ত্রী ২০১২ সালের সময়সীমাটি ঘোষণা করেছেন এবং এটি মেনে চলা হলেও থ্রিজির জন্য আমাদের পিছিয়ে পড়াটা তত বেশি হবে না।

তবুও প্রথমত বিটিআরসিকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত এমন একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। যদি প্রস্তাবনা অনুসারে এরা কাজটি সম্পন্ন করতে পারে, তবে আমরা তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। তবে আমরা ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। ১৯৯২ সালে আমাদের যে সাবমেরিন ক্যাবল পাওয়ার কথা ছিল সেটি আমরা ২০০৬ সালে পেয়েছি। এরই মাঝে আমাদের যে বিকল্প সাবমেরিন সংযোগ পাওয়ার কথা, সেটি এখনও পাইনি। এমনকি যে টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ হয়েই গেছে বলে প্রচারিত হচ্ছে, সেটিও এখনও কার্যকর হয়নি। যে দেশটি ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তার জন্য এমন অবস্থা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ▸

আমরা আমাদের হাত গুটিয়ে বসে আছি। জানিনা বর্ণিত তারিখ ও হিসাবগুলো সবই আবার ওলটপালট হয়ে যাবে কি না। হতে পারে, বিটিআরসি যেসব অঙ্ক নির্ধারণ করেছে তা ঠিক থাকবে না বা সেই অঙ্ক নির্ধারণ বা অন্য কোনো অজুহাতে যেসব সময় বিটিআরসি নির্ধারণ করেছে তাও ঠিক থাকবে না। টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয় থেকে হয়তো বিটিআরসির প্রস্তাবনাকে আবার পর্যালোচনা করার জন্য বলা হবে। আমরা কেনো জানি এমন গন্ধ পাচ্ছি, থ্রিজি যাতে যথাসময়ে বা দ্রুত চালু না হয় তার জন্য কারও না কারও প্রয়াস রয়েছে এবং এই কাজটি বছরের পর বছর ধরেই ঝুলে আছে। যদি সংশ্লিষ্ট লোকজনকে বলা হয়, কেনো দেরি হচ্ছে, তবে আমাদেরকে বলা হবে, এটি কি সোজা কাজ? এসব কাজ করতে দেরিই হয়। কিন্তু তাদের এটি বোঝানো যায় না, কয়েকজন মানুষের বিলম্বের জন্য একটি দেশ এবং একটি জাতি পিছিয়ে যায়।

টিঅ্যান্ডটি মন্ত্রণালয়ের এমনসব কাজকর্ম নিয়ে আমরা জাতিগতভাবে যথেষ্ট ভুগেছি এবং ভুগছি। বিদ্যমান মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স নবায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, ফি নির্ধারণ, ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো; এসব নিয়ে বুড়িগঙ্গার পানি কম ঘোলা করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত কাজগুলো হলেও যত স্বাভাবিকভাবে এসব হওয়ার কথা ছিল, তা মোটেই হয়নি। দেশে মোবাইলের প্রবৃদ্ধি আকর্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেলেও ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটির যে চরম দৈন্যদশা তার কোনো উন্নতি এখন পর্যন্ত হয়নি। দেশে দুটি ওয়াইম্যাক্স অপারেটর কাজ করলেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও কাজ করার মতো ব্রডব্যান্ড সংযোগ এখনও বিরল। ঢাকা বা বিভাগীয় শহরে ওয়াইম্যাক্স সংযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো জেলাতেও ওয়াইম্যাক্স সংযোগ দেয়া হয়। কিন্তু কোনো প্যাকেজে কী স্পিড লেখা থাকবে এবং বাস্তবে সেটি কি পাওয়া যাবে, তার কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। বরং এমন অনেক সময় থাকে যখন সাধারণত টুজি কানেকশনে যে ধরনের স্পিড থাকা উচিত, তাও পাওয়া যায় না।

এই সরকার যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় তখন আমরা থ্রিজি ২০০৯ সালে পাব বলে আশায় বুক বেঁধেছিলাম। সেটি ২০১০ বা ১১ সালেও পাইনি। সর্বশেষ ২০১২ সালের স্বাধীনতা দিবসে বিটিসিএলের থ্রিজির উদ্বোধন হবে বলে ঘোষণা পেয়েছিলাম। এরই মাঝে সেই সময় পার হয়েছে, বিটিসিএলের কোনো সাড়াশব্দও পাইনি।

চলতি বছরের জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে বিটিসিএলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা জাতীয়ভাবে লাইসেন্স দেয়ার আগেই পরীক্ষামূলকভাবে থ্রিজি চালু করার বিষয়ে একটি প্রকল্পের কাজ করছেন। এদের কাছে এই প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি পৌঁছেছে। এরা এসব যন্ত্রপাতি বসিয়ে ফেলেছেন। একজন জানিয়েছেন, এরা এমনকি থ্রিজির টেস্ট কলও করেছেন। এরা আশা করেন, যেকোনো সময়ে তাদের পক্ষে থ্রিজি চালু করা সম্ভব হবে। অবশ্য এরা স্বীকার করেন, এই কাজটি আরো আগে হওয়ার কথা ছিল।

যতটুকু মনে পড়ে, সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছিল। সংস্থার চেয়ারম্যান নিজে অতি দ্রুত থ্রিজির লাইসেন্স দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অজুহাতে তখন লাইসেন্স দেয়ার কার্যক্রমটি শুরু করা হয়নি। আশা করেছিলাম, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই এটি সবার আগে সম্পন্ন করবে। কিন্তু তিন বছরের বেশি সময় এই বিষয়টিতে আমরা শুধু হতাশাই দেখে এলাম। একটি নীতিমালা বা গাইডলাইন তৈরি করে তার ভিত্তিতে লাইসেন্স দেয়াটাই বিটিআরসি'র কাজ ছিল। দুনিয়ার অনেক দেশ এমন নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছে। দক্ষিণ এশিয়াতেও এটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও ভারত অনেক আগেই লাইসেন্স দিয়ে থ্রিজি চালু

> একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টিঅ্যান্ডটি ও বিটিআরসি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এরা ২০১২ সালে যে কাজটি করেছে সেটি যদি ২০০৯ সালে করত তবে ৫টি অপারেটর থেকে ৫০ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি এবং অন্তত ৫ কোটি টাকা করে বছরে ২৫ কোটি হিসেবে তিন বছরে আরও ৭৫ কোটি টাকার বাড়তি লাইসেন্স ফি পেত। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা।

করেছে। এসব দেশ অতি দ্রুত থ্রিজির যুগে পা দিয়ে দেশকে ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সামনে এগিয়ে গেছে। এক সময়ে আমরা মোবাইল প্রযুক্তিতে এসব দেশের চেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে কোনোভাবেই পেছনে ছিলাম না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বেশি ছিল। কিন্তু থ্রিজির প্রশ্নেই আমরা প্রথম এসব দেশ থেকে পেছনে পড়ে গেলাম।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টিঅ্যান্ডটি ও বিটিআরসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এরা ২০১২ সালে যে কাজটি করেছে সেটি যদি ২০০৯ সালে করত তবে ৫টি অপারেটর থেকে ৫০ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি এবং অন্তত ৫ কোটি টাকা করে বছরে ২৫ কোটি হিসেবে তিন বছরে আরও ৭৫ কোটি টাকার বাড়তি লাইসেন্স ফি পেত। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। একই সাথে সরকার রেভেনিউ শেয়ারিং পেত ৩ বছরের। এই অঙ্কের পরিমাণটা আমি জানি না। তবে এতে হাজার কোটি টাকারও বেশি হতে পারত। এছাড়া দেশের জনগণ শতকরা ১ ভাগ সামাজিক দায়বদ্ধতার টাকায় প্রযুক্তির উৎকর্ষ দেখতে পেত। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এটি তাদের কাছে জানতে চাওয়া যায় না, থ্রিজি লাইসেন্স দিতে দেরি করার ফলে জাতির প্রযুক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি যে আর্থিক ক্ষতি হলো তার দায় কার?

আমরা জানি, এসব বিষয়ে জবাবদিহিতা বলতে কিছুই আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোতে নেই। '৯২ সালে সাবমেরিন সংযোগ না পাওয়ার ফলে যে ক্ষতি হলো সে প্রশ্ন আমরা কাউকে করতে পারি না। এমনি করে নভেম্বরেও যদি আমরা থ্রিজির লাইসেন্স না পাই তবে কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না।

অথচ অর্থমন্ত্রী এবার তার বাজেট বক্তৃতাতেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের অবদান সম্পর্কে বলেছেন। দুনিয়াজুড়ে এটি মনে করা হয়, দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার যদি শতকরা ১০ ভাগ হয় তবে প্রবৃদ্ধি বাড়ে শতকরা ২ ভাগ। উন্নত দেশগুলোতে এটি ১ ভাগের ওপরে হলেও আমাদের মতো দেশে এই হার কখনো ২-এর বেশি হয়ে যায়। ফলে থ্রিজির আগমনে যতই বিলম্ব হবে, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ততই বেশি হবে।

তাই দেশের একজন অতিসাধারণ মানুষ হিসেবে আমি প্রত্যাশা করি, যত বিলম্ব হওয়ার তা হয়েছে, কিন্তু এখন বিটিআরসি যে শিডিউলটি তৈরি করেছে সেটি যেনো মেনে চলা হয়। অন্তত সংসদের মতো স্থানে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর সেটি যেনো ভঙ্গ করা না হয়। সম্ভবত এটি আমাদের অনুভব করা দরকার, স্লোগান বা বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি যদি আমরা ইন্টারনেট সভ্যতার যুগে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরি করতে না পারি, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনাআপনি হবে না। আমি বহুবার সাধারণ তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে শুনে আসছি, আর কিছু না হোক দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড এবং তার স্বল্পমূল্য যদি নিশ্চিত করা যায় এবং যদি ডিজিটাল ডিভাইস পরিচালনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তবে দেশের মানুষ নিজেরাই তাদেরকে, দেশ ও জাতিকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পৌঁছাতে পারবে। রাষ্ট্র যদি অন্তত এই সুযোগটিও সৃষ্টি না করে তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হবে। বিগত সাড়ে তিন বছরে আমাদের পথচলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ বা আশানুরূপ না হলেও অনেকটাই গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের বলে মনে হয়েছে। হতে পারত আমরা এর চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে দৌড়াতে পারতাম। আমরা থ্রিজির যুগে যেতে পারতাম আরও অনেক আগে। সেদিন অর্থমন্ত্রী দেশ টিভির এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, দুর্নীতি ও অদক্ষতার জন্য থ্রিজি চালু হয়নি। আমরা কামনা করব, অর্থমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণকে অতিক্রম করে আমরা থ্রিজির জন্য ২০১২ সালের পর আর অপেক্ষা করব না।

ফিডব্যাক : *mustafajabbar@gmail.com*

নতুন প্রযুক্তির সাথে যা নেই...

আবীর হাসান

নতুন প্রযুক্তি কি নতুন ধারণার জন্ম দেয়? এ প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়–সে তো দেয়ই। আর দেয় বলেই মানবসভ্যতা নতুন নতুন মোড় নেয়। বিশেষ করে যেসব প্রযুক্তি পেশাগত উপকরণ হয়ে ওঠে, সেগুলো বিভিন্ন যুগের মানুষকে নতুন করে ভাবিয়েছে এবং নতুন করে কিছু ধারণা নিয়ে চলার জন্য উদ্যমী করেছে। তাই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস আসলে কী? নিছক মানব-অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া থেমে নেই। প্রক্রিয়াটা চলমান থাকায় সৃষ্টি হয়ে চলেছে নতুন নতুন ইতিহাস।

আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব যুগেই সব মানুষ যেহেতু অভিজ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকে সেহেতু সে ইতিহাস সৃষ্টি করে করেই চলে। কিন্তু সব মানুষের এ বিষয়ে সচেতনতা থাকে না। সেই অনেক আগে মধ্যযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন বারুদ আবিষ্কার হয়েছিল, তখন বারুদের আবিষ্কর্তা নিজেই জানতেন না যে, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উদ্ভট এক পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটাই দিয়েছিলেন তিনি। তবে ওই বারুদ থেকেই অন্যান্য বিস্ফোরণের ধারণা নিয়ে কাজ করতে করতে মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল কামান, বন্দুক, ডিনামাইট এসবের প্রযুক্তির মধ্যে। এই ডিনামাইটের কথাই ধরুন–পাহাড় কেটে কেটে খনিজ আহরণের কঠোর পরিশ্রমের কাজকে খানিকটা সহনীয় করতে আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কার করেন ডিনামাইট। কিন্তু তার জীবদ্দশায়েই সেই ডিনামাইট যুদ্ধে ব্যবহার শুরু হয় এবং উন্নত এই বিস্ফোরকের 'গুণে' বদলে যায় ইউরোপের মানচিত্রটাই। ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। আলফ্রেড নোবেল মর্মাহত হয়েছিলেন, বিভিন্ন দেশের সরকার আর জ্ঞানী-গুণী মানুষকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কেউ শোনেনি তার কথা। শেষ পর্যন্ত শান্তি আর মানবকল্যাণে জ্ঞানার্জনে অবদান রাখার জন্য প্রচলন করেন পুরস্কারের, যা তখন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার।

তার আগে কামান আর মাস্কাই বন্দুকও কম খেলা দেখায়নি। কামানের কল্যাণে ভারতবর্ষে ইতিহাস বদলে গেছে। বাবর তার মোঘল বংশের জন্য যেমন পেয়েছিলেন স্থায়ী ঠিকানা, তেমনি ভারতও প্রবেশ করেছিল ইতিহাসের অন্য এক পর্বে। ওই কামান আর বন্দুকই নতুন পৃথিবীর বিদ্রোহীদের (দুই আমেরিকা মহাদেশ) শক্তি যুগিয়েছে, যা ইউরোপীয় রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে বিতাড়িত করেছে লাভজনক উপনিবেশগুলো থেকে।

এরপর আঠারোতম শতকের মাঝামাঝি থেকে আবার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন আর পরিবর্তন। যেগুলোর বেশিরভাগই ঘটেছে 'নতুন স্বাধীন' যুক্তরাষ্ট্র নামের দেশটিতে। নতুন প্রযুক্তি যে নতুন ধারণা নিয়ে চলতে সাহস ও শক্তি জোগায় তার প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যতই আমরা যুদ্ধবাজির জন্য দেশটিকে 'হিংসা' করি না কেনো, ওদের ধারণাটাই এখন হয়ে উঠছে বাকি বিশ্বের ধারণা। পরমাণু শক্তি নিয়ে যা শুরু হয়েছিল, এখন তা এসে ঠেকেছে কমপিউটারে। কমপিউটারভিত্তিক কর্তৃত্ব আর ব্যাপক বহুমাত্রিক উদ্ভাবনগুলোকে আমাদের মূল্যবোধে খ্যাপামি ছাড়া অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। সত্যিই অন্য কোনো দেশ হলে ওই খ্যাপামিকে পাত্তা দিত না। যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ব্যাবেজকে পাত্তা দেয়নি ইংল্যান্ড। অথচ ওই শতকেই যুক্তরাষ্ট্র আদমশুমারির সহায়তাকারী যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯৪৪ সালে মার্ক-ওয়ান যে আকারের ছিল অন্য দেশ হলে তাকে কাজে লাগানো বা নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করা দুরূহ হতো নিঃসন্দেহে।

এসব কথাকে বাগাড়ম্বর মনে হতে পারে, কিন্তু কমপিউটারায়ন–ডিজিটাল বাংলাদেশ ইত্যাদি নিয়ে যারা ভাবেন তাদেরকে বলছি–আর একটু ভাবুন। হ্যাঁ, নতুন ধারণা নিয়ে আপনারা ভাবছেন বলেই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছেন, কিন্তু সেটা কতটা নতুন ধরনের জ্ঞানভিত্তিক? এ প্রশ্নের কারণ এখন পর্যন্ত বিশেষায়িত যে কর্মকা দেখা যাচ্ছে, তা অনেকটাই জ্ঞানবিবর্জিত। মুখে জ্ঞানের কথা বললেই সবকিছু জ্ঞানভিত্তিক হয়ে যায় না। গত সাড়ে তিন বছরে কাজটা যে হয়নি, সেটা খুব প্রকটভাবেই চোখে পড়ছে। প্রবণতা যেটা দেখা যাচ্ছে তাহলো তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কিছু পণ্য এবং আরও কম সার্ভিস পৌঁছানোর চেষ্টা। কিন্তু প্রত্যয়টা অর্থাৎ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১'-বিষয়ক ধারণার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হয়েছিল কিংবা তারও আগে ১৯৯৬ সালের পর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া কমপিউটার আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের পর যে ধরনের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন সে ধরনের কর্মকা ে র পরিচয় খুব একটা দৃশ্যমান নয়। এ ছাড়া ২০০৩ সালে জেনেভায় বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলনে যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল তার আলোকেও অগ্রগতি খুব একটা লক্ষণীয় নয়।

বর্তমান বিশ্বে ঐতিহাসিক বা মানব-অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়া পুরোপুরী কমপিউটারনির্ভর। এ কারণেই হয়ত তথ্য দেয়া-নেয়া এবং জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলোও কমপিউটারনির্ভর হয়ে পড়েছে। এ যুগের যা কিছু শুভ এবং কল্যাণকামী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, সবই নিবন্ধিত ও প্রচারিত হচ্ছে কমপিউটারজাত বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে। মৌলিক চাহিদার অন্যান্য বিষয়ের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কমপিউটার। রাষ্ট্রীয়ভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেগুলো এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষজ্ঞ প্রক্রিয়া এখন কমপিউটারের আওতায় এসে গেছে। এক কথায় বলা যায় 'সাইবারনেটিকসের' আদি প্রত্যয়ের বাস্তবায়ন হয়ত অনেকটা করে ফেলেছ কমপিউটার এবং এ সম্পর্কিত প্রযুক্তি। ওই প্রত্যয়টিতে বলা হয়েছিল 'এক সময় মানবকর্মের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে কমপিউটার'। এখন পর্যন্ত ওই সবকিছুর অর্ধেকটাও হয়ত কমপিউটারের নিয়ন্ত্রণে আসেনি কিন্তু প্রক্রিয়াটাচলমান। এই প্রক্রিয়ায়বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ইতিবাচক এবং অনেকটাই আশাবাদী হওয়ার মতো, কিন্তু এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটা নিয়ে। নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক নতুন কিছু আমাদের চাই-ই চাই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কমপিউটার প্রযুক্তি এ যুগের মানুষের পেশাগত উপকরণ হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ ভাবছে কেমন করে প্রযুক্তিটাকে সঠিকভাবে ব্যবহারসহ মানব উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। সঠিক ব্যবহার কেমন হবে তা নিয়ে সচরাচর বিতর্ক তেমন একটা হয় না আমাদের দেশে। যারা বিষয়গুলো নিয়ে কথাবার্তা বলেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব সহজ উপায়টাই বাতলে দেন–'তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো'।

প্রকৃতপক্ষে 'তৃণমূল' শব্দটা যতটা আবেগের উদ্রেক ধরে তৃণমূলের বাস্তব অবস্থাটা অন্তত আমাদের দেশে খুব একটা এই প্রযুক্তিবান্ধব নয়। উল্টো দিক থেকে দেখাতে চেষ্টা করছি বলে মনে করতে পারেন অনেকে এবং সত্যিই আসল বিষয়টা উল্টোই। এতদিন সরকার প্রযুক্তিবান্ধব কি না, এই নিয়েই আমরা বিতর্ক করেছি, কিন্তু এখন ওই বিতর্কটা অসার হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। কারণ, সরকার চাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ঘটুক। কিন্তু ঘটাবে কে? ঘটাবে তো জনসাধারণ। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে যা ঘটানোর দরকার, তৃণমূলের জনসাধারণ তা ঘটাচ্ছে না বা ঘটাতে পারছে না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে জনসাধারণ যাদের কাছ থেকে নির্দেশনা পেতে পারে, তাদের কাছ থেকে ঠিকমতো নির্দেশনা পাচ্ছে না। অথবা বলা যায় তাদের সে ধরনের ক্ষমতাই নেই, চিন্তাই নেই। সরকার একটা লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে, কিছু সুবিধাও দেয়া শুরু করেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পণ্য অর্থাৎ কমপিউটার নামের যন্ত্রটা দিকে দিকে পৌঁছানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছেন এক ধরনের ব্যবসায়ী মানুষ। প্রস্তুতকারী তো কেউ নেই–আমদানিকারক, অ্যাসেম্বলার আর রিসেলার-রা চাচ্ছেন সরকার আরও 'এমন কিছু' করে দিক, যাতে তাদের বিক্রি-বাট্টা বাড়ে। বিভিন্ন সেবা যারা দিচ্ছেন তারাও চাচ্ছেন সরকার তার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এমন কিছু করুক যাতে সাধারণ মানুষ মুড়ি-মুড়কির মতো না হোক, কলম-পেন্সিলের মতো কমপিউটারের সার্ভিস কিনবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ডিভাইস এবং সার্ভিস বিক্রি হলেই যে আমদানি কিছু হয় না, তার প্রমাণ ▸

মোবাইল অপারেটরেরা। পরিসংখ্যানের শুভঙ্করের হিসাব অনেক নতুন কিছু জানায় কিন্তু তার কতটা সত্যি? অর্থাৎ সিম বিক্রিয় যে তথ্য আমরা পাচ্ছি, তার কত শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে তা কী আমরা ঠিকমতো জানি। আমরা কি জানি কী পরিমাণ সেট এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে?

লাভজনক সার্ভিসগুলো মোবাইল অপারেটরেরা যে চালাতে পারছেন না, সেটা বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায়। অর্থাৎ কথা বলাবলি ছাড়া অন্য সার্ভিস যেমন–এসএমএস, এমএমএস, ভয়েস মেইল এগুলো ঠিকমতো চলছে না, চালানোর জন্য নানা ধরনের অফার দেয়া হচ্ছে।

আমাদের সমস্যাটা এই বিষয়টাকে ধরেই মূল্যায়ন করতে পারি। মোবাইল সিম-সেট যাদের কাছে আছে তারা সবাই এসএমএস ব্যবহার করতে পারে না। এসএমএস করা তো দূরে থাক, এসএমএস খুলে পড়তে পারার সক্ষমতাও বেশিরভাগ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর নেই। কথা বলা আর শোনার কাজই করেন বেশিরভাগ ব্যবহারকারী, এমনকি সেভ করার প্রক্রিয়াটাও অনেকের জানা নেই। এসব সমস্যার কারণে অনেকে সেট-সিম কিনে ব্যবহার করছে না। সংখ্যাটা বেশ ভয়াবহ রকমেরই–যে পরিমাণ সিম বিক্রিহয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে হিসাব দেয়া হয় সে হিসাবটা আসলে ব্যবহার্য সিমের নয়। অব্যবহৃত সিমের সংখ্যা নাকি ভয়াবহ রকমের কম! সে কারণে হরহামেশা দেয়া হয় বন্ধ সিম চালু করে ফ্রি সার্ভিস পাওয়ার বিজ্ঞাপন।

এ থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়–সিদ্ধান্তটা তাত্ত্বিক অর্থাৎ যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাথে সাথে জ্ঞান না পৌঁছানোতেই সৃষ্টি হয়েছে এ সমস্যা। যারা হুজুগে হোক বা অন্যকে ব্যবহার করতে দেখে হোক, সিম-সেট কিনেছিলেন কিন্তু যন্ত্র ও প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের জ্ঞান না থাকায় বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকে বলতে পারেন একাধিক সিম যারা কিনেছেন তারাই কোনো কোনো সিম বন্ধ রেখেছেন। অস্বীকার করছি না। এরকম ব্যাপারও আছে কিন্তু শহরে ও গ্রামগঞ্জের স্বল্প আয়ের মানুষ প্রযুক্তির সাথে ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় তাদের কাছে প্রযুক্তিটাকে নিছক বিড়ম্বনা বলে মনে হচ্ছে।

কমপিউটারের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে। এজন্য গ্রামে-গঞ্জে যেতে হবে না, রাজধানী শহরের বিভিন্ন অফিস-আদালতে গেলেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। কমপিউটার আছে, ইন্টারনেট সংযোগ আছে কিন্তু তার ব্যবহার নেই। কোথাও কোথাও লোক রাখা আছে ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার রাখে। ওই পর্যন্তই। স্যারেরা তা ব্যবহার করেন না। কোনো কোনো স্যার আজকাল ফেসবুক ব্যবহার করছেন। কোনো কোনো স্যারে অভ্যস্ততা তৈরি হয়েছে শেয়ারবাজারের খবরাখবর রাখার। কেউ কেউ একজন অপারেটর রেখেছেন যারা টাইপরাইটারের বদলে টাইপ করেন কমপিউটারে, কেউ কেউ অন্যের ই-মেইল নামিয়ে দেন। এর চেয়ে বাজে ব্যাপার চলছে ঘরবাড়িতে, কমপিউটার আছে ড্রইংরুমে, ব্যবহার হয় মুভি দেখতে বা গান শুনতে। গেমিংয়ের জ্ঞান পর্যন্ত নেই বাড়ির ছেলেমেয়েদের, কারণ তারা ডোরেমন বা সিআইডি দেখে বিনোদনে মেতে অভ্যস্ত।

এই সমস্যাটা প্রযুক্তির প্রসারকে ঠেকিয়ে দিয়েছে। সমস্যাটাকে কি চিহ্নিত করতে পেরেছেন? প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান এবং উপযোগিতার বার্তা পৌঁছায়নি দেশের বেশিরভাগ লোকের কাছে।

কেনো পৌঁছল না? দায়িত্বটা বর্তায় কার ওপর? সিম-সেটের মতো যন্ত্র ও সার্ভিসের ব্যবসায় যারা করছেন, তাদের কাছে মনে হতে পারে সরকারের উচিৎ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। এখন সমস্যা হচ্ছে সরকার তো আর নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়। ওখানে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন থাকারই কথা এবং নতুন প্রযুক্তি তাদের মনে নতুন ধারণা সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে ওই স্যারদের নিয়ে। আর কমপিউটার তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে কি না এবং পারলেও তা কেমন সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাদের নেই। তারাই আবার রাষ্ট্রীয় নীতি এবং কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেন কিংবা নেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এদের বেশিরভাগই ভাসাভাসাভাবে জানেন কমপিউটারের ক্ষমতা অনেক, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানে এরা দেখেন অফিসে টাইপরাইটারের বিকল্প আর মেইল দেয়া-নেয়ার মাধ্যম আর বাড়িতে ফেসবুক, ভিডিও আর অডিও ব্যবহারের যন্ত্রমাত্র। তথ্যের ক্ষমতা বা তথ্যের সর্বজনীনতা নিয়ে তেমন কোনো ধারণা এরা কখনও পাননি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও যেমন পাননি তেমনি কর্মক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ থেকেও পাননি।

সচ্ছল পরিবারের সন্তান কিংবা অভিজাতদেরকে যেমন বোঝানো হয়েছে কমপিউটার অনেক কাজ নিজে নিজেই করে দিতে পারে, যন্ত্রটা জ্ঞানও দিতে পারে, তাই একটা যন্ত্র সংগ্রহে রাখা যেতে পারে। তেমনি বেসরকারি সংস্থা ব্যাংক-বীমার কর্মীরা ছাড়া অন্যদেরও ওরকমই বোঝানো হচ্ছে। অনেকে কিনছেন, বাজার খানিকটা বাড়ছে, কিন্তু কমপিউটারের মালিকানা আছে এমন অনেকেরই জ্ঞান নেই কতটা শক্তি ধরে কমপিউটার।

এই সময়েও বাংলাদেশে অনেকেই কমপিউটারভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে বিলাসিতা মনে করছেন। তাদের আশপাশে যন্ত্রটা আছে কিন্তু জ্ঞান নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা এটা ঠিকমতো দিতে পারছে না, দিতে পারছে না পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলো। এই জ্ঞানটা যদি আমাদের না হয় তাহলে অন্য নতুন জিনিস নিয়ে আমরা ভাবতে পারব না। মনে রাখতে হবে প্রযুক্তির সাথে সাথে দিতে হবে জ্ঞান, জ্ঞানহীনতা প্রযুক্তিকে অসার করে তোলে।

আরেকটি বিষয়কে খুবই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, অন্তত যারা বুঝেছেন তাদের। বিষয়টা হচ্ছে এই আইসিটিকে ব্যবহারে কিছু নতুন ধারা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রযুক্তি নিয়ে নিজেদের কিছু কনট্রিবিউশন থাকা দরকার। না হলে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না। সমস্যার অনেক বয়ান আমরা প্রতিদিন দিতে পারি। একই সমস্যার পুনরাবৃত্তিও ঘটতে পারে, কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সমস্যা যা আছে তা মোকাবেলা করাই, যুগধর্ম, অন্তত এই ডিজিটাল যুগের। আর সে কারণেই তৃণমূলের দিকে আইসিটি এবং তার সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি উচ্চতর স্তরে প্রায়োগিক ধরনের কিছু গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অন্যদের গবেষণালব্ধ বাজারি সেবাগুলো যে ঠিকমতো সর্বক্ষেত্রে কাজ করছে না, তা বলাই বাহুল্য। এমনকি প্রচলিত আইকনভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলোও দুর্বোধ্যতার বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারছে না। এজন্য প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক কিছু সফটওয়্যার। এগুলো উদ্ভাবন ও বিকশিত হবে উচ্চতর পর্যায়ে, কিন্তু সুফল ফলাবে তৃণমূল পর্যায়ে। দারিদ্র্য নিরসনে টেকসই উন্নয়ন মডেল এখন আমাদের পেতে হবে এবং তা হতে হবে অবশ্যই আইসিটিভিত্তিক। নতুন প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করার জন্য এদেশের তরুণরা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের জন্য সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে, গবেষণার সুযোগ দিতে হবে–খ্যাপামি ধরনের কিছু যদি হয় তাকেও জানাতে হবে স্বাগত।

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com

আলো আধারিতে টেকনোলজি পার্ক

ইমদাদুল হক

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আইটি পার্ক বা হাইটেক পার্ককে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৯ সালে দেশের একমাত্র হাইটেক পার্ক তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ২৩১.৬ একর জমি অধিগ্রহণ করতে সময় লেগেছে প্রায় ১০ বছর। শেষ পর্যন্ত বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জমি অবৈধ দখলদারমুক্ত করে প্রশাসনিক ভবন তৈরি করা হয়েছে। তবে এরপর ফের মন্থর হয়ে এসেছে এর গতি। এর পাশাপাশি চলতি বছরেই শুরু হয়েছে নতুন আরেকটি প্রকল্প। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্কে রূপান্তরের কাজ। অপরদিকে আঞ্চলিক উন্নয়ন সমন্বয় করতে খুলনার ফুলতলায় ৩ একর, যশোরের বারান্দিয়ায় ২.২১ একর জায়গা কেনা হচ্ছে। একই সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টেকনোলজি পার্ক তৈরির জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে।

এক যুগ কেটে গেছে, তবুও চালু হয়নি গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নির্মীয়মাণ দেশের প্রথম হাইটেক পার্ক। টেন্ডার ঘোষণার দুই বছর পেরিয়ে গেলেও পার্ক নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো ঝুলে আছে। প্রকল্পের কার্যক্রম প্রলম্বিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কালিয়াকৈর প্রকল্প বাস্তবায়নে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড নিয়ে। সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশেও তাদের লুকোচুরি এবং অসহযোগী মনোভাবে পুরো প্রক্রিয়াটিই এখন ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। প্রকল্পটির দাফতরিক ওয়েবসাইটেও ফুটে উঠেছে এর দৈন্যদশা।

তবে নানা সংশয়ের দোলাচল শেষে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্কে রূপান্তরের কাজ। চলতি বছরের বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্কটি উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে। আর সে লক্ষ্যেই সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ধরে কাজ শুরু করেছে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেকনো পার্ক বাংলাদেশ লিমিটেড।

হাইটেক পার্কের পটভূমি

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক একুশ শতকের এই বিশ্বে অনেক দেশই তাদের অর্থনীতিকে প্রযুক্তিনির্ভর করাতে দেশের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক আলাদা জোন গড়ে তুলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির এসব জোনে বিশ্বের নামি-দামি সব প্রযুক্তি কোম্পানি তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে বিনিয়োগ করে থাকে। এতে একদিকে যেমন স্বাগতিক দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয় অন্যদিকে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি সংস্কৃতির প্রসার, দেশীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এরকম নানা ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। আমাদের দেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ জোন স্থাপনের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৯৯৯ সালে বিজ্ঞান এবং আইসিটি মন্ত্রণালয় দেশে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু করে। মন্ত্রণালয় তখন বুয়েটের বিআরটিসিকে (ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেশন) বাংলাদেশে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রিপোর্ট জমা দিতে দায়িত্ব দেয়। বিআরটিসি ২০০১ সালে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান করে একটি টিম তৈরি করে। তারা ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ঘুরে

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের নির্মিতব্য অফিস

হাইটেক পার্কের পরিকল্পনা, অপারেশনের দিকসমূহ এবং ব্যবস্থাপনার ধ্যান-ধারণা কী হতে পারে সে বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করে।

সফটওয়্যার পার্কের স্বপ্ন বুনন

২০১০ সালের ২৫ জুলাই। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিসের উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে আইসিটি শিল্প উদ্যোক্তাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আ ক ম মোজাম্মেল হক। মধ্যাহ্ন ভোজের পর হাইটেক পার্কের ৫ নং ব্লকে দেড় শতাধিক নারিকেল ও কাঁঠাল গাছের চারা রোপণ করেন বেসিস সদস্যরা। এসময় বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বৃক্ষরোপণ করেন।

বৃক্ষরোপণ শেষে 'আইসিটি শিল্পের বিকাশে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটরের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল বিষয় উপস্থাপন করেন বেসিসের হাইটেক পার্ক সংক্রান্ত প্রজেক্ট কমিটির আহ্বায়ক মুশফিকুর রহমান। আলোচনায় পাশের দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি ভুটানে হাইটেক পার্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশে হাইটেক পার্ককে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী করে অবিলম্বে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশ ও রফতানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকা শহরে একাধিক সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অথবা সেন্টার এবং বর্তমান আইসিটি ইনকিউবেটরের আদলে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে আইসিটি ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে বেশ কয়েকটি বেসিস সদস্য কোম্পানি হাইটেক পার্কে তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র চালু করবে বলেও আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। সেদিনই প্রথম কালিয়াকৈরের পাশাপাশি ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার, মিরপুরে বিসিকের ইলেক্ট্রনিক্স পার্ক এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে সফটওয়্যার টেকনোলজি সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।

'জনতা টাওয়ার'
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক : অমিত সম্ভাবনার এক দিগন্ত রেখা

প্রায় তিন দশক ধরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মতো নষ্ট হচ্ছিল শতকোটি টাকার জনতা টাওয়ার। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় নির্মিত হয় টাওয়ারটি। আশির দশকের শেষের দিকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ ▸

এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনতা পাবলিশার্স কর্তৃক জনতা টাওয়ার নির্মাণ করা হয়।

উত্তরা ব্যাংকের স্থানীয় শাখা থেকে মেসার্স জনতা পাবলিশার্স লিমিটেড তখন ৬ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে জনতা টাওয়ারের নির্মাণকাজ শুরু করে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই ক্ষমতা হারান এইচএম এরশাদ। কিন্তু ক্ষমতা হারানোর সাথে জনতা পাবলিকেশনের জন্য নির্মিত ভবনটি নিয়ে এরশাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। উল্টো অবৈধভাবে জায়গা দখল করে ভবন তৈরির দায়ে ১৯৯১ সালে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় সাজাভোগের জন্য এরশাদ ২০০১ সালের নির্বাচনে অযোগ্য হয়ে যান। আদালতের রায়ে জনতা টাওয়ার বাজেয়াপ্তের ঘোষণা দেয়া হয়। ভবনের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় গণপূর্ত বিভাগকে। সেই থেকে জনতা টাওয়ারটি সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

এরপর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালের ২৭ এপ্রিল ভবনটি পুনঃসংস্কার এবং অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য টেন্ডার দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং স্টারলাইট সার্ভিস লিমিটেড নামে দুটি কোম্পানি যৌথভাবে কাজ পায়। কাজ শুরুর পর রওশন এরশাদ কাজ বন্ধ রাখতে উকিল নোটিস দেন। সেই সময় ভবনটি মালিকানা স্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে মামলা বিচারাধীন থাকায় নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়। কাজ বন্ধ থাকায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তের কারণ দেখিয়ে গণপূর্ত বিভাগের নামে মামলা করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। ৪২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৩৭ টাকা আংশিক ব্যয় ধরে গণপূর্ত বিভাগের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এরপর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রাপ্য অর্থ বুঝিয়ে দেয়াসহ জনতা টাওয়ারের কাজ আবার শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়।

অবশেষে ২০১০ সালের ৩ অক্টোবর জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্স সভায় জনতা টাওয়ারকে প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সে পরিপ্রেক্ষিতে এটি তৎকালীন বিজ্ঞান ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না থাকায় এর উন্নয়ন কাজে বিঘ্ন ঘটে। তখন কালিয়াকৈরের প্রকল্পটি আশা জাগাতে না পারলেও জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্কে (এসটিপি) রূপান্তরের কাজ শুরুর দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে দেশের সফটওয়্যার ও আইটিইএস শিল্পের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস।

এরপর টাওয়ারটিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক তথা এসটিপি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য Expression of Interest (EoI) এবং তারপর Request for Proposal (RFP) আহবান করা হয়। বিগত কয়েক মাসে প্রাপ্ত অফারসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই বাছাই করে এবং যাবতীয় Verification করে একটি কোম্পানিকে নির্বাচন করা হয়। প্রকিউরমেন্ট রুল অনুযায়ী তা আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের (অনুমোদন) জন্য পাঠনো হয়। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি ডিজিটাল টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং অবিলম্বে কার্যাদেশ প্রদান করে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এরপর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হাইটেক পার্ক অথরিটির সভায় মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কার্যাদেশ দেয়া এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এটিকে সম্পূর্ণরূপে চালু করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রী নির্মাণাধীন পার্কটি পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। সবশেষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি বেসিস সফটএক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আগামী ৬ মাসের মধ্যে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কার্যকর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ার এখানে হতে যাচ্ছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

চড়াই-উৎরাই

দীর্ঘ দেড় বছর পর পার্কটি যখন আলোর মুখ দেখতে শুরু করে তখন ফের সামান্য হোঁচট খায় প্রকল্পটি। গত ১ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে জনতা টাওয়ারে দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নিজেদের হাতছাড়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বেসিসের সাবেক সভাপতি মাহবুব জামান। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, 'চূড়ান্ত পর্যায়ে জনতা টাওয়ারে মন্ত্রণালয়ের কার্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি অফিস স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারসংক্ষেপ পাঠানোর উদ্যোগ চলছে। এর ফলে বিগত ২০ মাসের সব প্রক্রিয়া নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' এমন পরিস্থিতিতে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শরণাপন্ন হন। অবশেষে গত ১০ জুন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও টেকনোপার্ক বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে পার্ক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। এতে দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা চুক্তিতে সই করেন। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ভবনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানাতে গত ১২ জুন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের তিনটি সংগঠনের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন টেকনোপার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত আলী। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি ফয়েজউল্লাহ খান, আইএসবি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু এবং বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান, টেকনোপার্কের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং তাদের বিনিয়োগ সহযোগী যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্রীনফিল্ড ডেভেলপারের চেয়ারম্যান এনামুল হক, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার এবং মুনির হাসান এ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এরপর গত ২১ জুন নিজ কার্যালয়ে আনন্দ সমাবেশ করে বেসিস।

যা থাকছে হাইটেক পার্কে

হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে আগামী ছয় মাসের মধ্যে জনতা টাওয়ারকে একটি এসটিপিতে পরিণত করবে টেকনোপার্ক লিমিটেড। সফটওয়্যার শিল্প বিকাশে বিনিয়োগ সহায়তার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে তৈরি করা হচ্ছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক। ১২ তলা জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার পার্ক হিসেবে রূপান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ভবনের পঞ্চম তলা থেকে নবম তলা পর্যন্ত নেটওয়ার্কিং, ক্যাবলিং ও ডাটা সেন্টার থেকে শুরু করে ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়রের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ জন্য ভবনে একাধিক (ব্রডব্যান্ড ও ওয়াইফাই) ইন্টারনেট সংযোগ, ৩ হাজার কেভিএ ক্ষমতার জেনারেটর স্থাপন করা হবে। পরিবেশবান্ধব হাইটেক পার্ক গড়ে তুলতে পুরো ভবনকে বিশেষভাবে র‍্যাপিং করা হবে। স্থাপন করা হবে ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল। ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে এসটিপি উপযোগী করে সজ্জিত করা হবে।

স্থাপন করা হবে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

কাজ শেষ হলে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হবে বলে

(বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

টেকনোলজি পার্ক

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন পার্ক স্থাপনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান টেকনোপার্ক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত আলী। একান্ত আলাপচারিতায় তিনি জানান, ভবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলায় চারটি সরকারি দফতর থাকায় আপাতত পঞ্চম তলা থেকে কাজ শুরু করা হচ্ছে। যখনই কোনো ফ্লোর পুরোপুরি প্রস্তুত হবে তখনই এটি প্রাপ্য সফটওয়্যার কোম্পানিকে বুঝিয়ে দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

শওকত আলী জানান, ভবনটিকে সফটওয়্যার পার্কে রূপান্তরের কাজ চলাকালেই এর ভাড়া বরাদ্দ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিরীক্ষার পর সফটওয়্যার ফার্মগুলোর মধ্যে তাদের প্রাপ্য স্থান বুঝিয়ে দেবে। দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদ উভয় ক্যাটাগরিতেই বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। জানা গেছে, ইতোপূর্বে যেসব সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হাইটেক পার্ক অথরিটির কাছে স্থান বরাদ্দের আবেদন করেছে তাদের আবারও বরাদ্দ কমিটির কাছে আবেদন করতে হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে টেকনোপার্ক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, বর্তমানে ভবনটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, যৌথ নদী কমিশন, মিরপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং পিডব্লিউডির দফতর রয়েছে। সরকারি এ দফতরগুলোর স্থান বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কেই থাকবে। জানা গেছে, পার্ক ভবনের ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় থাকবে সফটওয়্যার আউটলেটগুলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার মাঝামাঝি থাকবে ফুড কোর্ট। চতুর্থ তলায় থাকবে জিম। এসব কাজ শেষ হবে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই। এছাড়া দ্বিতীয় ফেজে দুই ও তিন তলা খালি হলে ভিডিও ক্যাফে ছাড়াও আউটসোর্সিং কাজের উপযোগী করে তোলা হবে। এগারো তলায় থাকবে ডাটা সেন্টার।

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com

তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণায় বেসরকারি গবেষণা অনুদান

ড. মো: সাইদুর রহমান

গত ২৬ জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিভাগের 'বাংলাদেশ-কোরিয়া ইনফরমেশন অ্যাক্সেস সেন্টার'-এ অনুষ্ঠিত হলো 'CodeCrafters Investortools Research Grant for CSE BUET'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আমেরিকার নাগরিক Ellis Miller প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি CodeCrafters International Ltd. ও তার আমেরিকার সহযোগী কোম্পানি Investortools Inc. যৌথভাবে এই গবেষণা অনুদান চালু করে। এর আওতায় বুয়েটের সিএসই বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা প্রবন্ধ বিদেশের খ্যাতনামা সম্মেলন ও কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য ভ্রমণ সহায়তা ও পূর্ণকালীন স্নাতকোত্তর ছাত্রদের স্কলারশিপ দেয়া হবে এবং প্রয়োজনে গবেষণা প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ

অনুষ্ঠানে বাঁ থেকে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক ড. মো: সাইদুর রহমান, অধ্যাপক ড. এএসএম লতিফুল হক, এলিস মিলার, জুয়েল ইওয়াশিগি এবং এম. এ. হক অনু

দেয়া হবে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুধু ভ্রমণ সহায়তা দেয়া হবে এবং ভবিষ্যতে অন্যগুলো বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়। গবেষণা অনুদানের বিস্তারিত www.codecraftersintl.com/researchgrant.html-এ পাওয়া যাবে। বুয়েটের সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. এএসএম লতিফুল হকের সভাপতিত্বে এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোডক্র্যাফটারসের ডিরেক্টর এলিস মিলার, ইনভেস্টরটুলসের সিনিয়র সফটওয়্যার প্রকৌশলী জুয়েল ইওয়াশিগি এবং কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ সিএসই বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরেন। এই গবেষণা অনুদান চালুর জন্য ইনভেস্টরটুলসের হেড অব ডেভেলপমেন্ট ড্যাস ড্যানিয়েলস প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

জানামতে, বেসরকারি পর্যায়ে এই ধরনের গবেষণা অনুদান কার্যক্রম বাংলাদেশে এটাই প্রথম এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণার মানদণ্ডে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, যা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‌্যাংকিং থেকে সহজেই অনুমেয়। গবেষণায় পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণের মধ্যে গবেষণা অনুদানের অপ্রতুলতা অন্যতম। সরকারি পর্যায়ে যে সীমিত অনুদান দেয়া হয়, তা মূলত গবেষণার অবকাঠামো তৈরিতে ব্যয় করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই অবকাঠামো ব্যবহার করে পরবর্তী পর্যায়ে ফলপ্রসূ গবেষণা করা হয়েছে এমন নজির খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণায় উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় প্রণোদনার অভাব এর অন্যতম একটি কারণ। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অভিভাবকদের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু স্নাতকোত্তর পর্যায়ের একজন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের ওপর নির্ভরশীল হওয়া চলে না। ফলে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন হয়ে দাঁড়ায়। আর খণ্ডকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গবেষণায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা। যুগোপযোগী গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপে অংশ নেয়া খুবই প্রয়োজনীয়, যেখানে একজন গবেষক তার গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খ্যাতনামা গবেষকদের সাথে তার গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ পান। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশ নেয়ার জন্য আর্থিক অনুদান নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির গবেষকদের এই অসুবিধা অনুধাবন করে কোডক্র্যাফটার্সইনভেস্টরটুলস রিসার্চ গ্রান্ট চালু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ।

উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও প্রচুর গবেষণা অনুদান দিয়ে থাকে। গবেষণা সহায়ক অনুদান দিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এ প্রচলন বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না। খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক Sponsor চোখে পড়ে, কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় স্পন্সর পাওয়া খুবই দুষ্কর। Therap Services, Vizrt-এর মতো হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গত কয়েক বছর যাবত তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে স্পন্সর করে আসছে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। CodeCrafters International Ltd., Therap Services, Vizrt-এর মতো অন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণাকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসবে বলে আশা করি।

ফিডব্যাক : dmsrahman@gmail.com

সবার কথা বলে রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২

ভাস্কর ভট্টাচার্য

যোগাযোগের একটি স্বীকৃত বড় মাধ্যম রেডিও। কমিউনিটি রেডিও এমন এক সম্প্রচার ব্যবস্থা, যা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত, তাদের মাধ্যমে পরিচালিত এবং তাদের কল্যাণে ব্যবহার হয়। এই জনগোষ্ঠী হতে পারে নারী, শিশু-কিশোর, প্রতিবন্ধী কিংবা গ্রামের কৃষক। কমিউনিটি রেডিওর সাথে জাতীয় পর্যায়ের রেডিওর পার্থক্য হলো : প্রচলিত রেডিওর অনুষ্ঠানগুলোতে সমাজের উচ্চবিত্তরাই শুধু অংশনেন। এমনকি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও অনুষ্ঠান প্রচার তারাই করে থাকেন যেখানে পরিবেশনায় জাতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অন্যদিকে কমিউনিটি রেডিওতে স্থানীয় পর্যায়ের যেকোনো ইস্যু বা জনগোষ্ঠীকে বেশি গুরুত্ব এবং সর্বস্তরের জনগণের সর্বোচ্চ অংশ নেয়া নিশ্চিত করা হয়। এর আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো, কমিউনিটি রেডিওর সব অনুষ্ঠান স্থানীয় ভাষায় পরিবেশিত হবে যেনো জনগণ সহজেই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারে।

সীতাকুণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইপসা উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে রেডিও কল সাইন S21AV, রেডিও লিসেনার্স ক্লাব, শ্রোতা সংঘ গঠন ও পরিচালন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হয়। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দাবি আদায় ও অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ইপসা স্বপ্ন দেখে কমিউনিটি রেডিওর। এলাকার যুবদের তথ্যপ্রযুক্তিতে সম্পৃক্ত করার জন্য ছোট্ট পরিসরে একটি কমপিউটার ও ইন্টারনেট প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু করে, যাতে যুবরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কমপিউটার শিক্ষা প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে তাদের অভিগম্যতার পথ প্রশস্ত করতে পারে। এছাড়াও নিচে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় :

* রিফ্লেক্ট অ্যান্ড আইসিটি সার্কেল; * রুরাল নলেজ সেন্টার (আরকেসি); * কমপিউটার প্রশিক্ষণ; * স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন; * অংশগ্রহণমূলক ভিডিও টিম গঠন; * ডকুমেন্টেশন প্রশিক্ষণ; * অংশগ্রহণমূলক ফোরাম থিয়েটার; * ফ্রিম ক্যাম্প; * ডিজিটাল স্টোরি ও ডিজিটাল টকিং বুক; * সীতাকুণ্ড তৃণমূল সাংবাদিক দল গঠন; * কমিউনিটি রেডিও সংক্রান্ত মতামত সংগ্রহ; * সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগের সাথে মতবিনিময়; * সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে রেডিও সাগরগিরির অনুষ্ঠান নির্মাণ; * উন্নয়ন বিষয়ক মুখপত্র ত্রৈমাসিক সোশ্যাল অ্যাকশন প্রকাশ।

সীতাকুণ্ডে কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের লক্ষ্য ইতোমধ্যে সংস্থার ওয়াইসিএমসির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরীক্ষামূলক সম্পাদন করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্টুডিও কক্ষ তৈরি, স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরদের সাথে চুক্তি, অনুষ্ঠান নির্মাণ ও ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে সম্প্রচার। ইতোমধ্যে সংস্থার স্টুডিওর কক্ষ থেকে প্রতিভার সন্ধানে নামে সংগীত ও নাচের অনুষ্ঠান দু'টি সরাসরি সম্প্রচার করা, বিভিন্ন বিষয়ে টক শো নির্মাণ এবং বিভিন্ন ইস্যুতে তথ্য সম্প্রচার অন্যতম। উক্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পর থেকে এলাকার জনগণের মধ্যে কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রচার বিষয়ে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতার আজকের সফল পরিণতি হচ্ছে রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২।

এ বিষয়ে স্থানীয় সাংবাদিক এবং রেডিও সাগরগিরির ফোকাল পারসন লিটন চৌধুরী বলেন, 'রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২-এর মূল উদ্দেশ্য হলো সম্প্রচার এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে তথা সার্বিক সমাজ উন্নয়নে জনগণের মাঝে সহজবোধ্য ও স্থানীয় ভাষার জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশ নেয়ার মাধ্যমে কৃষি, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, অধিকার, সেবাসহ নানা আর্থ-সামাজিক এবং সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ও সৃজনশীল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা।'

ইপসার প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান জানান, 'এই রেডিও এ অঞ্চলের প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তথা প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং কিশোর-কিশোরীদের অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করছে। সর্বোপরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবাগুলোর সমন্বয়ে ও সহযোগিতায় তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নিরন্তর কাজ করছে।'

সীতাকুণ্ডস্থ ইপসার মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের চতুর্থ তলায় রেডিও স্টেশনটি স্থাপন করা হয়েছে। শ্রোতারা এই কেন্দ্র থেকে ১৭ কিলোমিটারে মধ্যে যেকোনো মোবাইল ফোনসেট অথবা রেডিওতে প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে বিএনএনআরসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমান বলেন, 'গ্রামের মানুষের কাছে তথ্য পৌছাতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি কমিউনিটি রেডিওর অনুমতি দিয়েছে সরকার। এসব বেতার কেন্দ্র দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং অনগ্রসর জনপদ থেকে সম্প্রচার কার্যক্রম চালাবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোই কমিউনিটি রেডিওর মূল লক্ষ্য।'

চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে প্রথম সীতাকুণ্ড উপজেলায় একটি কমিউনিটি রেডিও চালু করার অনুমতি দিয়েছে সরকার। প্রাথমিকভাবে সীতাকুণ্ড উপজেলার ৭ টি, মীরসরাই উপজেলার ২টি ইউনিয়নের আংশিক এবং সীতাকুণ্ড পৌরসভার প্রায় সাড়ে চার লাখ শ্রোতা এ রেডিওর অনুষ্ঠান শুনতে পাবেন।

গত ২৪ অক্টোবর, ২০১১ সালে রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২-এর পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয় যা আনুষ্ঠানিক রূপ পায় ২৪ মার্চ, ২০১২-তে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ এ বি এম আবুল কাশেম এমপি 'রেডিও সাগরগিরি

(বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়)

রেডিও সাগরগিরি

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

এফএম ৯৯.২' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে সংসদ সদস্য বলেন, 'কমিউনিটি রেডিও বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে জনমানুষের নিজের ভাষায় নিজের মতো করে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।'

স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল বাকের ভূঁইয়া বলেন, 'রেডিও সাগরগিরি জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাঝে তথ্য দান ও প্রাপ্তির সেতুবন্ধ রচনা করছে। সহজে জনপ্রতিনিধিরা যেমন জনগণের কছে পৌঁছতে পারছেন তেমনি জনগণও তাদের বার্তা জনপ্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন।'

বিশ্বের অনেক দেশেই কমিউনিটি রেডিও ব্যবহার করে সুশাসনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার সাথে সাথে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশও সেই পথে হাঁটছে। ইপসা ও রেডিও সাগরগিরি এই অগ্রযাত্রায় শামিল হয়েছে। আগামীতে কমিউনিটি রেডিওকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের উপকারে এবং সবার জন্য তথ্য প্রবাহের গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হবে রেডিও সাগরগিরি ও ইপসার প্রত্যাশা ও লক্ষ্য।

http://sagorgiri.ypsa.org/?p=125#more-125

ফিডব্যাক : vashkar79@hotmail.com

বিরলপ্রজ এক কর্মবীর

আবীর হাসান

অধ্যাপক আবদুল কাদের

সেই দিনগুলোকে আর ফেরানো যাবে না। না ফেরার দেশে যিনি চলে গেছেন তাকেও আর ফেরানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু তার কৃতিত্ব আর স্বপ্নকে ধারণ করার ক্ষমতা কিছুটা হলেও তো আমাদের আছে!

অধ্যাপক আবদুল কাদের এমন একটা সময়ে তার মেধাকে এই জাতির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন যখন বাংলাদেশের সরকার পর্যন্ত বুঝতে পারছিল না, আইসিটি নিয়ে কী করবে?

কমপিউটার তখন অফলাইনে। বাংলাদেশে বসে অধ্যাপক আবদুল কাদের তখন যা বলতেন মনে হতো স্বপ্নেরই কথা। তারপর অনেক দিন কেটেছে, অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা, কিন্তু সেই স্বপ্নের কথা যে আর কেউ বলে না এখন। অনেক অতিকথন এখন আমাদের চারপাশে। কিন্তু ঠিক কী করলে সমৃদ্ধ একটা বাংলাদেশ আমরা পাবো, তা যেনো আমরা জানি না! নেতিবাচক কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না অধ্যাপক আবদুল কাদের, তিনি বলতেন মানুষই করবে, বিশেষত করবে এ দেশের তরুণ সমাজ। তাদেরকে পথনির্দেশ আর উৎসাহ দিতে পারলেই দেশ এগিয়ে যাবে। আর এই এগুনোর হাতিয়ারটা অবশ্যই কমপিউটার। কমপিউটার বা আইসিটির প্রতি তার এই টান আবেগের কিছু ছিল না। তবে প্রযুক্তির প্রতি তার কৌতূহলী আগ্রহ ছিল, যদিও ছাত্র ছিলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানের।

এদেশে যখন কমপিউটারের অল্পবিস্তর ব্যবহার শুরু হলো বিশেষ করে 'ফোর প্লাস-পার্সোনাল' কমপিউটার যখন কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা শুরু করল তখন অনেকটা মোহাবিষ্টের মতোই তিনি ঝুঁকে পড়লেন প্রযুক্তিটার দিকে। দ্রুতই নিজে আয়ত্ত করলেন প্রযুক্তির জ্ঞান। কিন্তু এতে সন্তুষ্টি এলো না। কারণ অধ্যাপক আবদুল কাদের বুঝেছিলেন কমপিউটারের অমিত শক্তি মানুষকে শক্তিশালী করতে পারে আর মুরস ল' মেনে কমপিউটার হবে ক্রমাগত শক্তিমান আর সস্তা।

বাংলাদেশের মতো দেশে কমপিউটার নিয়ে চিন্তাভাবনাও তখন বিলাসিতার মতো, সেই ১৯৮৯ সালে আজিমপুরে তিনি খুললেন কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র–'কমপিউটার লাইন'।

কমপিউটারের জগতে অ্যাপল তখন বিপ্লব ঘটিয়ে বসেছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে অধ্যাপক আবদুল কাদেরের পরিকল্পনায় এলো দেশের তরুণদের কমপিউটার সম্পর্কে সচেতন করার কথা। নানাভাবে যোগাযোগ আর আলাপ-আলোচনার অনেকটা মাঝপথেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন 'মাসিক কমপিউটার জগৎ' প্রকাশের। তখন তো ডেস্কটপ পাবলিশিং এত উন্নত হয়নি, তবু সীমিত সুযোগ সদ্ব্যবহার করেই দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো ১৯৯১ সালে।

একটা পত্রিকা হোক সে মাসিক, তাও আবার পুরো বিজ্ঞান বিষয়ক নয়, একটিমাত্র স্বল্পপরিচিত বিষয়ভিত্তিক। এর জন্য লেখা সংগ্রহ করাই তখন ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু অসম্ভব বলে কিছু আছে, তা হয়ত মানতেন না অধ্যাপক আবদুল কাদের। নিজের পেশাগত কাজের ফাঁকে ফাঁকে পত্রিকা অফিস, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হানা দিতেন। পেশাজীবী, শিক্ষক আর সাংবাদিক তার সাথে কিছু তরুণ কর্মী নিয়ে বেশ কষ্টে-সৃষ্টেই এগিয়ে নিলেন মাসিক কমপিউটার জগৎকে।

সে সময় নানারকম মজার ঘটনা ঘটত, দায়িত্বশীল লোকজন বিশেষত মন্ত্রী-আমলা-বিত্তশালীরা কমপিউটার নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। এমন না যে তারা কমপিউটার কিভাবে কাজ করে, তা তারা জানতেন। অথচ ভীতি ছড়াতেন, কমপিউটার ব্যবহার শুরু হলে লোকজন চাকরি হারাবে। কেউ বলতেন 'শয়তানের বাক্স'। ইন্টারনেটের সাবমেরিন ক্যাবলের কথা বললে এক মন্ত্রী তো বলেই বসেছিলেন, 'দেশের সব গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাবে–অতএব ওসব চলবে না।'

মাসিক কমপিউটার জগৎ এসব ঘটনাবলীর সাক্ষী এবং প্রত্যুত্তরদাতাও বটে। আইসিটির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে কমপিউটার জগৎ পুরো নব্বইয়ের দশকে ছিল দারুণ সোচ্চার। আর অনেকটা সে কারণেই পত্রিকাটিকে ঘিরে একদল লেখক-কাম-অ্যাক্টিভিস্টের দেখা মিলল। সেই সব অ্যাক্টিভিস্টের অনেকেই এখন আইসিটি পেশাজীবী, কেউ কেউ ব্যবসায়ী কেউবা বিশেষজ্ঞ। কেন্দ্রে তখন ছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। শিক্ষকতার পেশা থেকে একসময় চলে আসতে হলো সরকারি দফতরের পরিচালনার কাজে, দায়িত্ব বাড়ল–নাকি নিজেই বাড়ালেন! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কমপিউটারায়নের প্রাথমিক ধারণাটা তো প্রথম তিনিই দিয়েছিলেন। শুধু ধারণা দেয়া নয়, যে কাজগুলো করা দরকার– সেগুলোর প্রাথমিক পদক্ষেপও তারই নেয়া। শিক্ষক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে ডিজিটাল ক্লাস, অনলাইন উপকরণ ব্যবহার, ইংরেজির দুর্বলতা কাটানো এসব বিষয়কেও খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পত্রিকার বাইরে ছিল এসব কাজ।

আর পত্রিকা নিয়ে যে কাজগুলো করেছিলেন সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেমিনার-কর্মশালা তো হতোই, মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের আইসিটিবিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজনও করতেন। অনেক মেধাবী তরুণকে আমরা পেয়েছিলাম অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই, একাধিক বিস্ময়বালকও খুঁজে পেয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের।

মাসিক কমপিউটার জগৎ আসলে হয়ে উঠেছিল এদেশের আইসিটির কেন্দ্রশক্তি। কী ব্যবসায়ী মহল, কী একাডেমিক পর্যায়–সর্বত্র পত্রিকাটি আস্থার জায়গা করে নিয়েছিল। কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক রহিত করার আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল এ পত্রিকাটিরই। আর অধ্যাপক আবদুল কাদের এমন অনেক কিছুর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন–যা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে তার লেখা সম্পাদকীয়গুলো পড়লে। আর এদেশে প্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাও তো তিনি। শহর ছাড়িয়ে মফস্বলেও গেছেন বহুবার। আর মৃদু চিন্তার বিষয়গুলোকে অবলীলায় প্রকাশ্যে এনে ফেলার

(বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়)

বিরলপ্রজ এক কর্মবীর

(৪৭ পৃষ্ঠার পর)

দুর্দান্ত এক ক্ষমতা ছিল মিতভাষী এই ব্যক্তিটির। আবার নিজের চিন্তাকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ারও এক বিরল প্রতিভা ছিল তার। অল্প কথা বলেও যে যোগাযোগকে কার্যকর করে ফেলা যায় তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম অধ্যাপক আবদুল কাদেরের কাছ থেকে। এটা আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা–যা আমার কর্মজীবনের জন্য হয়েছে সহায়ক।

কিন্তু প্রশ্নটা আবারও তুলতে হচ্ছে–প্রাপ্য মর্যাদা বা সম্মান কী পেয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। নিজের চেয়ে বড় করে তোলা তার কীর্তি আর তার দ্বারা উপকৃত হওয়া এই দেশ কি ন্যায়সঙ্গত মূল্যায়নটাও করবে না?

তোমার শূন্যতা আজো টের পাই

গোলাপ মুনীর

প্রিয়-শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুল কাদের। তোমার সান্নিধ্যে আসার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তুমি যেনো অনেকটা হঠাৎ করেই আমাদেরকে পরম শূন্যতায় ভাসিয়ে দিয়ে মরহুম হয়ে গেলে। ২০০৩ সালের ৩ জুলাই তোমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে শূন্যতার সূচনা ঘটেছিল, সে শূন্যতার অবসান যেনো আজো ঘটেনি। এ শূন্যতা যেমনি মাসিক কমপিউটার জগৎ পরিবার ও তোমার নিজস্ব পরিবারের জন্য, তেমনি এ শূন্যতা এ দেশের গোটা তথ্যপ্রযুক্তি জগতের জন্য। তোমার মতো ক্ষণজন্মা রাশভারীজনেরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটিই ঘটেছে তোমার চলে যাওয়ার বেলায়। ২০০৩ সালের ৩ জুলাই তোমার চলে যাওয়ার সাথে সাথে ইতি টেনে গেলে তোমার ৫৩ বছর ৬ মাস ৩ দিনের এক কর্মমুখর যাপিত জীবনের। আজ টের পাই তোমার সেই যাপিত জীবনকে সবার কাছে সুন্দর ও অনুসরণীয় করে রাখার জন্য তুমি বরাবর ছিলে সচেতন-সচেষ্ট। তোমার কাজের মধ্য দিয়েই তুমি হয়ে উঠেছিলে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক অসমান্তরাল উদাহরণ। তাই তো আজ তুমি এ দেশের 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ' অভিধায় আখ্যায়িত হচ্ছে সবার মাঝে। সে স্বীকৃতি নাইবা এলো রাষ্ট্রীয় কোনো আনুষ্ঠানিক বা দালিলিক পর্যায়ে। তোমার তুলনা যে তুমি নিজে, তা তো কেউ অস্বীকার করে না। এ দেশের সবাই জানে– তুমি মনে করতে একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার। সেই উপলব্ধি নিয়ে আজ থেকে একুশ বছর আগে তুমি নানা ধরনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সূচনা করেছিলে 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর প্রকাশনা। আজ এর নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনার ২২ বছর চলছে। এর প্রথম ১২ বছরের প্রকাশনার যুগে এর প্রতিটি পাতায় ছিল তোমার সযত্ন প্রয়াসের ছাপ। এর প্রতিটি লেখালেখি যেনো এক অজানা তাগিদ নিয়ে হাজির হতো সংশ্লিষ্টদের কাছে। সে তাগিদ কেউ কানে তুলত, আবার কেউ কেউ শুনেও না শোনার ভান করত। তাদের ঘুম ভাঙাতে তোমাকে কখনো কখনো প্রচলিত সাংবাদিকতার ছক ভেঙে অবলম্বন করতে হতো ভিন্ন পথ। কখনো কখনো তোমাকে আয়োজন করতে হতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। কখনোবা ডাকতে হতো বিষয়-অবহতিকরণের জন্য সংবাদ সম্মেলন। এসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতি জানত তথ্যপ্রযুক্তির নতুন নতুন অপার সম্ভাবনার কথা। আবার এমনও দেখা গেছে, বৈশাখী মেলায় তুমি নিয়ে গেছো কমপিউটার পণ্য। এভাবেই কার্যত আরো অনেককে নিয়ে সূচনা করেছ এ দেশের প্রথম কমপিউটার মেলার।

নেপালে অধ্যাপক আবদুল কাদের

আমরা জানি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি এক অসাধারণ টান তোমার স্বভাবজাত। সেই স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় তোমার সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ১৯৬৪ সালে প্রকাশ করেছিলে এদেশের বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকা 'টরেটক্কা'। যদিও সে পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু পায়নি, তবুও তা ছিল এ দেশে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশে অন্যদের জন্য একটি প্রেরণার উৎস। তবে বলতেই হবে 'টরেটক্কা'র প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ব্যর্থতা তোমাকে বারবার আঘাত দিয়েছে। আর এ ব্যর্থতাকে সফলতায় রূপ দিতেই হয়তো মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশনায় তোমার হাত দেয়া। এবার বলতেই হবে, এ ক্ষেত্রে তুমি ষোলআনা সফল। কারণ, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে মাসিক কমপিউটার জগৎ আজ ২২ বছর ধরে নিয়মিত পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। এটি এদেশের সর্বাধিক পঠিত আইসিটি পত্রিকা। এর মাধ্যমে তুমি যে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের ধারা সূচনা করে গিয়েছিলে, সে ধারা আমরা ধরে রাখতে পেরেছি বলে সগর্ব দাবি করতে পারি।

তোমার জীবদ্দশায় তোমারই একান্ত অনুরোধে অত্যন্ত ভীরুমনে আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল মাসিক কমপিউটার জগৎ সম্পাদনার। হয়তো সেদিন ভেবেছিলাম–ভয় কী? তুমি তো পাশেই আছো। কিন্তু ২০০৩ সালের ৩ জুলাই হঠাৎ করেই তুমি যেদিন বিদায় নিলে, সেদিন যেনো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তোমার মৃত্যু সংবাদ যখন আসে, তখন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর শেষ ফর্মাটি ছাপা হচ্ছিল। তোমার মৃত্যু সংবাদে সবকিছুই যেনো এলোমেলো হয়ে গেল। নির্ধারিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বাদ দিয়ে আমাকে নতুন করে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করতে হলো তোমার ওপর। কারণ, কমপিউটার জগৎ পরিবার মনে করে সারা জীবন প্রচারবিমুখ তুমি চলে গেছো অন্যলোকে। তুমি এখন পার্থিব সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে। তোমার অবদান জাতির সামনে তুলে ধরতেই হবে। অনেকের কাছ থেকে পেলাম তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নানাধর্মী অনুস্মৃতিমূলক লেখা। সবার লেখার জায়গা দেয়াটাও হয়ে ওঠে মুশকিল। ফলে সে সংখ্যায় ছাড়া হলো মাত্র ৯ জন বিশিষ্টজনের লেখা। অনেকগুলো ছাপতে হলো পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায়।

সে ধাক্কা সামলে এবার মনোযোগ দিতে হলো অন্যান্য সাধারণ সংখ্যাগুলো প্রকাশের ব্যাপারে। পায়ে পায়ে ভয়, তুমি তোমার বর্তমানে সযত্ন প্রয়াসে যে মানে কমপিউটার জগৎকে রেখে গেছো, আমরা কি পারব সে মান ধরে রাখতে? সেই মান বজায় রাখতে আমরা আজো টের পাই তোমার শূন্যতা। তবে তোমার রেখে যাওয়া আদর্শিক তাগিদ ছিল আমাদের পাথেয়। সে তাগিদ বাস্তবায়নে আমরা ছিলাম বরাবর সচেতন। ফলে চারপাশে বলতে শুনেছি– মরহুম আবদুল কাদের সঠিকভাবেই কমপিউটার জগৎ পরিবারকে গড়ে গেছেন। তাই কমপিউটার জগৎ আজো জাতির কাছে, সমাজের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি যথার্থ অর্থেই পূরণ করে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ধরে রেখেছে সর্বাধিক পঠিত, নিয়মিত প্রকাশনা ও আন্দোলনের হাতিয়ার হওয়ার বরাবরের গৌরব। আজ তোমার এই স্মরণের দিনে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই– আমরা চলছি তোমার দেখানো আদর্শিক পথ ধরে। কমপিউটার জগৎকে আমরা নিছক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হিসেবে ভাববো না। আমাদের উপলব্ধিতে থাকবে, কমপিউটার জগৎ দেশকে এগিয়ে নেয়ার আন্দোলনের নাম। আর সে আন্দোলনের অনুষঙ্গ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

তোমার চাওয়া-পাওয়ার তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ আজ সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আজ সরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যেমনি প্রত্যয় ঘোষিত হচ্ছে, তেমনি কিছু কিছু উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে। যদিও প্রত্যাশিত মাত্রায় সবকিছু এগিয়ে যাচ্ছে না। তবুও তোমাকে আজ আশ্বস্ত করতে চাই, তোমার স্বপ্নের তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় আমরা সফল হবো, এমন আশা আমরা করতেই পারি। সে সফলতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য আজো এ দেশে অনেক বাধা কাজ করছে। সেসব বাধা অপসারণে তোমার সূচিত তাগিদ আজো আমরা জারি রেখেছি কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। সাংবাদিকতাবহির্ভূত উদ্যোগ

(বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়)

তোমার শূন্যতা আজো টের পাই

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে তোমার সূচিত সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন এবং গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদিও জারি রেখেছি আমরা। আবারো তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, কমপিউটার জগৎ আগামী দিনেও হবে তোমারই আদর্শের ধারক-বাহক। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্দোলনের সক্রিয় ইতিবাচক হাতিয়ার। আল্লাহ তোমার ও আমাদের সবার সহায় হোন, যাতে তোমার শূন্যতার মাঝেও পথ না হারাই।

স্মৃতিতে অমর প্রফেসর আবদুল কাদের

মিয়া মো: জুনায়েদ আমিন মানী

গত জুলাই ২০১২ ছিল প্রফেসর আবদুল কাদেরের নবম মৃত্যুবার্ষিকী। সঙ্গত কারণে বলতেই হয়, প্রফেসর আবদুল কাদের ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু আবদুল কাদেরদের মতো মানুষ স্মৃতিতে অমর। এদের মৃত্যু নেই। এরা কাজের মধ্যে শিক্ষাঙ্গনে, কর্মশালায় ও সর্বোপরি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে প্রফেসর আবদুল কাদেরের নাম নীরবে-নিভৃতে উচ্চারিত হয় সমাজ সচেতন সব মানুষের মুখে। তিনি যেনো সবাইকে হাতছানি দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে বলছেন। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন দেশ ও সমাজকে।

কমপিউটারকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার সম্পর্কে যারা জানেন, তারা নিঃসন্দেহে প্রফেসর আবদুল কাদেরকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তরে স্থান দেবেন। বিজ্ঞানমনস্ক এই ক্ষণজন্মা মানুষটিকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হলেও পেশাগত জীবনে ছিলেন অতি সৎ ও সাহসী। সহকর্মীদের প্রিয় পাত্র প্রফেসর আবদুল কাদের একটু বেশি আগেই যেনো চলে গেলেন। সদালাপী প্রচন্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রফেসর কাদের এ দেশকে কী দিয়ে গেলেন, দেশবাসীর কাছ থেকে কী পেয়েছেন, সে অঙ্ক কষা দরকার নেই। দেশের প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। অসামান্য দেশপ্রেম ছিল তার মাঝে। কিভাবে সরকারি অফিস-আদালতে কমপিউটারের ব্যবহার ব্যাপকতর করা যায়, সে বিষয়ে তিনি রীতিমতো আন্দোলন চালিয়ে গেছেন অনবরত। মনে পড়ে, তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের কাছে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। আইটি ও সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যাপারে তিনি সরকারকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি সে সময় সরকারের কোনো সহযোগিতাই পাননি। তবু তিনি থেমে থাকেননি। তিনি 'কমপিউটার জগৎ' পত্রিকাটি নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধে নেমে গেলেন। তার তাগিদ ছিল, উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশ কমপিউটারের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প-সাহিত্যসহ সবক্ষেত্রে কমপিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নিজের দুই ছেলেসহ আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে সংশ্লিষ্ট করলেন এ কাজে। তার দুই ছেলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। তাদের কর্মজীবন এক্ষেত্রেই। অধ্যাপক আবদুল কাদের নৌকা ও ভ্যানগাড়িতে করে কমপিউটার নিয়ে গ্রামগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শন করতেন। তাদের বলতেন, আমাদের সাহসিকতার সাথে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতা

করে যেতে হবে। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে কমপিউটার ছাড়া আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে। সে কথাটি জাতিকে জানাতে তিনি ভোলেননি। কমপিউটার জগৎকে হাতিয়ার করে তিনি গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি ঘরে কমপিউটার পৌছে দেয়া–এ মহান কাজে ব্রতী হয়ে সারাদেশ চষে বেড়িয়েছেন প্রফেসর আবদুল কাদের।

প্রফেসর আবদুল কাদের অনেক আইটি লেখক সৃষ্টি করেছেন। কমপিউটার জগতে বিশিষ্ট লেখক-গবেষকরা বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর লিখে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। বাংলা ভাষায় এই পত্রিকাটি পেয়েছে বিশ্বমানের অসামান্য মর্যাদা। কমপিউটারের ওপর প্রথম নিয়মিত বাংলা পত্রিকা। প্রফেসর আবদুল কাদেরকে একুশে পদক প্রদান করা হয়নি। মরণোত্তর একুশে পদকের কথা বিজ্ঞজনেরা অনেকেই বলে থাকেন। তবে কেনো দাবিদারদের আশা পূরণ হচ্ছে না, তা না হয় না-ই বললাম। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে প্রফেসর আবদুল কাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার যথাযোগ্য জাতীয় স্বীকৃতি হয়তো দিতেন। যাক সেটা বড় কথা নয়। প্রফেসর আবদুল কাদের দেশ থেকে কী পেলেন সে হিসাব কষে তাকে খাটো করতে চাই না। তিনি দেশ ও জাতিকে কী দিলেন এবং আরো কী দিতে চেয়েছিলেন, সেটাই এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিচার করবে–সে আশা অযৌক্তিক নয়।

প্রফেসর আবদুল কাদের ছোটদের খুব ভালো বাসতেন। তার পকেটে সব সময় চকলেট থাকত। ছোটদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য লটারি করে তাদের মধ্যে চকলেট বণ্টন করতেন, গল্প করতেন, ছোটদের সাথে তাদের মতো দুষ্টুমি করতেন। আর প্রকৃত মানুষ কিভাবে হতে হয়, সে সব গল্পের ছলে বলতেন। প্রফেসর আবদুল কাদের বেঁচে থাকলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আরো একধাপ এগিয়ে যেত বলে অনেকেই মনে করেন।

আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা তার প্রতি। সমগ্র দেশের মানুষের দোয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন তাকে জান্নাতবাসী করুন এই কামনা করছি।

অবশেষে দেশ ছেড়ে পালালেন ডুল্যান্সারের মালিক

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

বিগত কয়েক মাস ধরে এমএলএম ভিত্তিক আউটসোর্সিং (!!) মার্কেটপ্লেস ডুল্যান্সারের ব্যাপারে কমপিউটার জগৎ সবাইকে সচেতন করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে মে মাসে কমপিউটার জগৎ তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপে। এছাড়া বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এ বিষয়ে অনেক বার সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের পরও মানুষের অজ্ঞতা ও লোভকে কাজে লাগিয়ে ডুল্যান্সার তার গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়েছে। আউটসোর্সিংয়ের কথা বললেও মূলত কমিশন প্রথার মাধ্যমে এরা নতুন নতুন গ্রাহক তৈরি করত। একটি নতুন অ্যাকাউন্ট করতে প্রতিজনের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা নেয়া হতো। ক্লিকের মাধ্যমে প্রতিমাসে ২১০০ টাকা করে গ্রাহককে দেয়ার কথা থাকলেও প্রায়ই দেখা যেত তাদের সার্ভার বন্ধ থাকার কারণে গ্রাহকেরা ঠিকমতো কাজ করতে পারত না। ফলে তারা তাদের বিনিয়োগ করা টাকা তুলে আনতে আরো বেশি করে নতুন নতুন গ্রাহককে ডুল্যান্সারে রেজিস্টার্ড করতো কমিশনের আশায়।

রোকন ইউ আহমেদ

তাদের আরেকটি প্রতারণামূলক সার্ভিস ছিল ওয়েবসাইট লিজ। তারা ওয়েব সাইট লীজের নাম করে গ্রাহকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এসব সাইটের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর নাম করে তাদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হতো।

তাদের ব্যবসায়ের বিস্তৃতি শুধু রাজধানী ঢাকাতেই নয়। ঢাকা ছাড়িয়ে তা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত ৩ লাখ ছাড়িয়ে যায়। অনেকে অতিরিক্ত লাভের আশায় একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলে নতুন নতুন গ্রাহক জোগাড় করতে থাকে। এসব গ্রাহকের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র। ছাত্ররা পড়ালেখা বাদ দিয়ে সহজে বড়লোক হওয়ার এ নেশায় নিজেদের সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করে। অনেকে আবার বাড়ি থেকে পড়ালেখার কথা বলে বা বন্ধুদের কাছ থেকে ধার নিয়েও নতুন নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে থাকে।

যে কাজে কোনো দক্ষতার দরকার নেই বা দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ নেই তার পেছনে সময় দেয়ার অর্থ সময়ের অপচয়। এ বিষয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে 'রহস্যময় ডুল্যান্সার ও ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং' একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম কমপিউটার জগৎ-এ, যা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এই সংখ্যায় কেনো ডুল্যান্সার একটি প্রতারণামূলক সাইট সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু তারপরও সহজে অর্থ লাভের আশায় অনেকেই এই প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট 'ডুল্যান্সার' এর ফাঁদে পা দিয়েছে।

অবশেষে জুন মাসের মাঝামাঝি গ্রাহকের অগোচড়ে ডুল্যান্সারের মালিক, রোকন ইউ আহমেদসহ উচ্চপদস্থ সবাই দেশ থেকে পালিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে প্রায় কয়েকশ' কোটি টাকা নিয়ে তারা সিঙ্গাপুরে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রতারিত গ্রাহকেরা ডুল্যান্সার মালিকের শ্বশুরবাড়িতে তার শ্বশুর ও শাশুড়িকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরিস্থিতি বেশি খারাপের দিকে গেলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদের বিরুদ্ধে ফ্রিল্যান্সার সমাজ সব সময় সোচ্চার ছিল। এরা বিভিন্ন প্লাটফর্মে বিভিন্ন সময়ে এসব প্রতারণার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করে গেছেন। বিভিন্ন মিডিয়াও জোরালোভাবে এর বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে গেছে। এরপরও প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই প্রতারণার শিকার হলো।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে প্রতারক চক্রের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের নিজেদেরকেও আরো বেশি সচেতন হতে হবে। আমাদের নিজেদেরকেও এসব সহজে বড়লোক হওয়া বা কম পরিশ্রমে আয় করার চিন্তা বাদ দিয়ে কোনো দক্ষতা অর্জন করে আয় করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com

বেসিস এসব প্রতারণামূলক পিটিসি সাইটের একটি তালিকা তৈরি করেছে এবং মানুষকে এসব সাইটের ব্যাপারে সতর্ক করেছে। কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকের জ্ঞাতার্থে এ লেখায় তা দেয়া হলো।

1. Dolancer.com
2. Bdfreelancing.com
3. skylancers.com
4. skywalker.com
5. lancetech.com
6. adssourcing.com
7. newsheraton.com
8. visionaddworld.com
9. makegem.com
10. googleaddclick.com
11. newsherasion.com
12. diggnity.com
13. quickearns.com
14. workfordollar.info
15. adverview.com
16. airypal.com
17. clicksnetwork.com
18. midds.org
19. adslink-bd.com
20. eyelancer.com
21. alertpayclick.com
22. microbiz.com
23. adzzon.com
24. Uniquelancer.com
25. ptcbank.net
26. bestelance.com
27. lancingfore.com
28. freedesklancer.com
29. intadfoundation.com
30. paradiseusainc.com
31. earningsip.com
32. skywalkerltd.com
33. uniqsot.com
34. microclicker.com
35. onlineaddclick
36. onlinenet2work.com
37. esource.com.bd
38. bdsclickcenter.com
39. scamadviser.com
40. eclixsense.com
41. foxclicks.com
42. allictsolution.com
43. world4earn.com
44. dreamkite.com
45. megatypers.com
46. minutelancer.com
47. 3gclick.com
48. affaritrack.com
49. clixworld.com
50. microlancer.com
51. orkit-net.com
52. freelancerit.net
53. scamadviser.com
54. classicadsclick.net

ইল্যান্সে ফ্রিল্যান্সিং

শুরু করবেন যেভাবে

২য় পর্ব

মৃণাল কান্তি রায় দীপ

গত সংখ্যায় ফোন ভেরিফিকেশন পর্যন্ত উপস্থাপন ধরা হয়েছিল, এই সংখ্যায় বাকি অংশের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রোফাইল তৈরি : অন্য সব মার্কেটপ্লেসে যেভাবে প্রোফাইল তৈরি করতে হয় ইল্যান্সেও প্রোফাইল তৈরি একইভাবে করুন, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য খুঁজে পাবেন। গত সংখ্যায় বেসিক প্রোফাইল তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যা ইল্যান্সে অ্যাকাউন্ট খোলার পর অবশ্যই করতে হয়।

নিচে ইল্যান্সে প্রোফেশনাল ও ভালো প্রোফাইল তৈরির পন্থা বর্ণিত হচ্ছে।

০১. Login করার পর Overview-এর ডানে Edit লিঙ্কে ক্লিক করুন।

ক. YouTube Video URL অংশে আপনার কোনো ভিডিও ইউটিউবে থাকলে তার লিঙ্ক দিতে পারেন। যদি আগে অন্য কোথাও কাজ করে থাকেন এবং কোনো ঘনিষ্ঠ ক্লায়েন্ট থাকে তাহলে তাকে বলুন আপনার জন্য একটি ছোট ভিডিও তৈরি করতে, যা আপনি অথবা সে ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন। ওডেস্ক অথবা অন্য সাইটে একজন ক্লায়েন্টের সাথে কয়েকটি প্রজেক্ট অথবা কয়েক মাস কাজ করার পর অবশ্যই সে আপনার কোনো অনুগ্রহ গ্রাহ্য করবে। ইউটিউবে ভিডিও রাখলে সেটা আপনার জন্য কত উপকারী হবে তা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

খ. Overview অংশে আপনার কাজ, স্কিল, অভিজ্ঞতা এসব বিষয় নিয়ে লিখুন। ভালো হয় যদি এখানে আপনি যে কাজগুলো করবেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিলে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি লেখালেখির কাজ যেমন : Article Writing, Web Content Writing, Blogging করতে ইচ্ছুক হলে নিচের মতো করে লিখতে পারেন।

-I'm so passionate about writing. I'm highly trained and have developed myself to be the very best in what I do. I offer article writing, press releases, eBook writing and web content writing. I have also written articles on a wide variety of topics. I'm skilled in SEO and keyword research and placement, and I'm always very willing and ready to serve your needs.

ওপরের লাইনগুলো পুরোপুরি কপি না করে, আপনার কথাগুলো নিজের স্টাইলে লিখুন। ওপরের লাইনগুলো অনুসরণ করতে পারেন শুধু।

গ. Service Description অংশে যে কাজগুলো করবেন সেগুলো বিস্তারিত লিখুন। এখানে যত বেশি সম্ভব কাজগুলো কিভাবে সম্পাদন করবেন তার বিবরণ লিখুন। তা ছাড়া এখানে কাজ শেষে ক্লায়েন্টকে বাড়তি কী কী সুবিধা দেবেন তা উল্লেখ করুন। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি ওয়েব ডেভেলপার হন তাহলে প্রজেক্ট শেষ করার পর ক্লায়েন্ট যদি কোনো সমস্যায় পড়েন তাহলে আপনি যে তাকে ফ্রিতে তা করে দেবেন তা উল্লেখ করুন। ব্যাপারটা বিক্রয়োত্তর সেবার মতো। তাই আপনার সেবাগুলো এখানে উল্লেখ করুন।

ঘ. Payments Terms এই অংশে আপনার পেমেন্ট কিভাবে চান সেটি উল্লেখ করতে পারেন। Elance-এ দুই ধরনের পেমেন্ট সিস্টেম আছে–Hourly & Fixed Price।

ঘ-১. Hourly–এই পদ্ধতিতে ক্লায়েন্ট ঘণ্টা হিসেবে পারিশ্রমিক দেবে, আপনাকে Elance Tracker নামের একটি Software Download করে ইনস্টল করতে হবে। কাজ শুরুর সময় এটি অন করতে হবে আর কাজ শেষ হওয়ার পর এটি অবশ্যই অফ করতে হবে। এই সফটওয়্যারটি প্রতি ১২ মিনিট পরপর আপনার ডেস্কটপের স্ক্রিনশট নেবে, আপনি প্রতি স্ক্রিনশটে কমেন্ট যোগ করতে পারবেন, যার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট বুঝবে আপনি ওই সময়ে কী কাজ করেছেন। আপনি চাইলে পরে সেই স্ক্রিনশটগুলো দেখতে ও এডিট করতে পারেন। আবার কোনো অবাঞ্ছিত স্ক্রিনশট মুছে দিতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই স্ক্রিনশটের অধীনস্থ সময়গুলোও মুছে যাবে।

ঘ-২. Fixed Price–এই পদ্ধতিতে ক্লায়েন্ট কাজ শুরুর আগেই Escrowতে টাকা জমা করবে, যা দিয়ে আপনার পেমেন্ট নিশ্চিত হয়। কাজ শুরুর আগে Workroom→Billing & Invoices-এ ঢুকে Request to Escrow বাটনে ক্লিক করুন, যদি ক্লায়েন্ট কোনো কারণবশত Escrowতে টাকা জমা না করে থাকে। Escrow-তে টাকা জমা না হওয়া পর্যন্ত কাজ শুরু করবেন না। কাজ শেষ হওয়ার পর ক্লায়েন্ট পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলে Workroom→Billing & Invoices-এ ঢুকে Request Release বাটনে ক্লিক করুন।

কোনো কারণে ক্লায়েন্ট Escrow Release না করলে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, Final Deliverable অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার এক মাস পর Escrow "Auto Release" হয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হবে। এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে Elance Customer Care-এ সহায়তা নিতে পারেন।

ঙ. Keywords এই অংশে আপনার কাজ সম্পর্কিত ৫টি কিওয়ার্ড দিতে পারবেন। ক্লায়েন্টদের নতুন প্রজেক্টে আমন্ত্রণ পেতে এটি ম্যাজিক হিসেবে কাজ করে। যথাসম্ভব আপনার স্কিল সম্পর্কিত কিওয়ার্ড দিন।

চ. Save বাটনে ক্লিক করে প্রফেশনাল প্রোফাইল তৈরি সম্পন্ন করুন। পোর্টফলিও অংশে আগের কাজগুলো জমা দিতে পারেন। এটি কাজ পাওয়ার জন্য অনেক সহায়তা করবে। স্কিলস অংশে যে বিষয়ে দক্ষ তা উল্লেখ থাকবে। এগুলো নিজে নিজে লিপিবদ্ধ করতে পারেন বা Elance-এ পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। ওডেস্কের মতো Elance-এও পরীক্ষা ফ্রিতে দেয়া যায়। আপনার নিজের লিপিবদ্ধ করা বিষয়গুলো আকাশি রংয়ের ও Elance-এর মাধ্যমে দেয়া পরীক্ষাগুলো কমলা রংয়ের হয়ে থাকবে। ফ্রি মেম্বারশিপে আপনার দেয়া পরীক্ষার মাত্র ৫টি বিষয় অন্যরা দেখতে পারে।

কোনো বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দেয়ার জন্য Skills-এর ডান দিকে Edit লিঙ্কে ক্লিক করুন।

নতুন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে চাইলে Add Skills বাটনে ক্লিক করুন।

দুটি রেডিও বাটন দেখতে পাবেন "Take the skills test" এবং "Self-rate" নামে।

Take the skills test সিলেক্ট করুন যদি আপনি অনলাইনে Elance-এর লিপিবদ্ধ বিষয়গুলোতে পরীক্ষা দিতে চান।

Self-rate সিলেক্ট করুন যদি আপনার বিষয় নিজে নিজে লিপিবদ্ধ করতে চান কোনো পরীক্ষা ছাড়া।

নিজে নিজে লিপিবদ্ধ করার চেয়ে ইল্যান্সের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে আপনার বিষয়গুলোতে লিপিবদ্ধ করা কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য। এতে আপনার দক্ষতা প্রমাণিত হয়।

ইল্যান্স গ্রুপ : আপনার প্রোফাইলের ডান দিকে Elance Groups-এ যোগ দেয়ার লিঙ্ক পাবেন। Join Groups লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার পছন্দের গ্রুপের লিস্ট পেতে পারেন। সব গ্রুপের লিঙ্ক elance.com/groups/directory.

সব গ্রুপে যোগ দেয়ার জন্য এক বা একাধিক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। আবার কিছু ক্লায়েন্ট তাদের জবে Proposal দেয়ার জন্য জব সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট গ্রুপের আমন্ত্রণ দেয় এবং Proposal গ্রহণ করে।

এই পর্বে এই পর্যন্তই। আগামী পর্বে ইল্যান্সের মেম্বারশিপ প্ল্যান, বিশেষ কিছু ফিচার ও কার্যকর Proposal লেখার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইল্যান্স সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন থাকলে Elance BD Help নামের ফেসবুক গ্রুপে https://www.facebook.com/groups/elance.bd.help যোগদান করে অভিজ্ঞদের সাহায্য পেতে পারেন।

নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ইল্যান্স ওয়েবসাইটে প্রতিটি বিষয়ের ওপর রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা, যা একজন নতুন ফ্রিল্যান্সারকে সহজে আকৃষ্ট করবে। মূলত এই সাইটটিতে অন্যান্য ফ্রিল্যান্সিং সাইটের সব ভালো ভালো ফিচারের সমাহার দেখতে পাবেন। তবে ফ্রি মেম্বারদের জন্য মাসে মাত্র ১৫টি কানেক্ট প্রথম প্রথম কাজ পেতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করবে। তাই কয়েকটি কাজ করার পর অন্য আরেকটি মেম্বারশিপ প্ল্যানে পরিবর্তন করে নেয়াটাই ভালো।

ফিডব্যাক : mkrdip@yahoo.com

Cyber World

The New Fantasy World For Children

Nipa Saha

Now kids are using the social networking sites for a number of purposes, such as for chatting, playing games, blogging etc. These days, many kids can actually draw little distinction between real life and online life. They may use social websites designed for children : Webkinz or Club Penguin, or social websites designed for adults : Windows Live Spaces, YouTube, MySpace, Flickr, Twitter, Facebook, and others. Whatever they're doing, they should understand that many of these web pages can be viewed by anyone with access to the Internet. Unfortunately, some of the information kids post on their pages can also make them vulnerable to cyberbullying, and Internet predators. Here are several ways you can help your kids can use social websites more safely

With their limited capacity for self-regulation and susceptibility to peer pressure, children and adolescents are at some risk as they navigate and experiment with social media. Recent research indicates that there are frequent online expressions of offline behaviours: such as bullying, clique-forming, and sexual experimentation, that have introduces problems like cyberbullying, Privacy issues, and "sexting". There are some other problems which include Internet addiction and concurrent sleep deprivation.

Though many parents today are well aware about the advancement of technology and also feel comfortable and capable with the programs and online venues that their children and adolescents are using. Nevertheless, some parents may find it difficult to communicate to their digitally savvy youngsters online for several reasons. Such parents may require a basic perceptive of these new forms of socialization, which are integral to their children's lives.The end result is often a knowledge and technical skill gap between parents and youth, which creates a disconnect in how these parents

and youth participate in the online world together.

Children and the Cyber world

Social media using has becomes a risk for the children more often than most adults realize. Most risks fall into the following categories: peer-to-peer; inappropriate content; lack of understanding of online privacy issues; and lack of understanding the difference between advertisement and the programme or game contents.

Cyberbullying and Online Harassment

Cyberbullying refers to bullying through information and communication technologies,

mediums such as mobile phone text messages, emails, phone calls, internet chat rooms,

instant messaging – and the latest trend – social networking websites such as MySpace, Facebook and Bebo.

Cyberbullying is deliberately using digital media to communicate false, embarrassing, or hostile information about another person. It is the most common online risk for all teens and is a peer-to-peer risk. Although 'online harassment' is often used interchangeably with the term 'cyberbullying,' it is actually a different entity. Current data suggest that online harassment is not as common as offline harassment, and participation in social networking sites does not put most children at risk of online harassment. On the other hand, cyberbullying is quite common, can occur to any young person online, and can cause profound psychosocial outcomes including depression, anxiety, severe isolation, and, tragically, suicide.

Though the age requirement for creating a facebook account is 13 but there are many parents who are not at all aware of this fact and as a result children ages below 13 are also using facebook by registering with false information. Researchers have proposed a new phenomenon called "Facebook depression," defined as depression that develops when preteens and teens spend a great deal of time on social media sites, such as Facebook, and then begin to exhibit classic symptoms of depression. Acceptance by and contact with peers is an important element of adolescent life. The intensity of the online world is thought to be a factor that may trigger depression in some adolescents. As with offline depression, preadolescents and adolescents who suffer from Facebook depression are at risk for social isolation and sometimes turn to risky Internet sites and blogs for 'help' that may promote substance abuse, unsafe sexual practices, or aggressive or self-destructive behaviours.

Advertisers are targeting the children in order to establish 'brand name preference as early as possible. A very recent study by Cancer Council and the Heart Foundation of Australia of among ▸

12,000 students in years 8 to 11 across 237 schools in 2009 and 2010 shows excessive prevalence of overweight and obesity among students inadequate rates of physical activity, insufficient fruit and vegetable intake and a high proportion of students making food choices based on advertising. The study found food marketing is a driver of adolescents' purchase decisions, with over half of the students indicating they had tried a new food or drink product in response to seeing advertising. Currently advertisers are using many online techniques for the food advertisings. Advergame is the most popular technique which is used by the advertisers to attract children. It is a custom-built online game which is designed to promote a company's brand.

The majority of food brands which previously advertised on television are currently being promoted on internet and often includes online games which are heavily branded, i.e. 'advergames'. Advergame is advertiser-sponsored video games with embedded brand messages in colourful, fun and fast-paced adventures. Advergame is advertiser-sponsored video games with embedded brand messages in colour. Advertisers have chosen this venue because through internet rather than capturing children's attention for 30 seconds, the advertiser may now engage children for several minutes. Some studies suggest, for example, that visitors spend an average of 25 minutes on a gaming site fun and fast-paced adventures. Sites for children are designed in accordance to their taste and highly involving, with "brand immersion" as an essential objective.

Advergame has become a matter of concern as it is targeting children. If children face difficulty in distinguishing advertising messages from the content of television programming where the advertising break is distinct then they will face more difficulty in distinguishing advertising messages from the content of advergames, when advertising messages are often integrated into the story line of the game.

There is some advertising which obtain the personal information from the children. Some advertisers use the marketing techniques such as incentives, promising free gifts such as T-shirts, mouse pads, and screensavers, in exchange for such personal data as E-mail address, street address, purchasing behaviour and preferences, and information about other family members. And in case of many websites children require to fill up a form as well as the questionnaire to proceed into the site. Disclosures of personal information often are mandatory when a child wants to play a game, join a club, or enter a contest. For example

The KidsCom communications playground, aimed at children 4 to 15, uses such approach. Child is required to put all personal details and it is also mandatory to fill up a questionnaire, which includes questions about his/her favourite TV show, commercial and musical groups, as well as the name of the child who referred him/her to KidsCom. After entering the play ground then the child also has to disclose other personal information in order to win 'KidsCash,' a form of virtual money that can be used to purchase conspicuously-placed products (http://www.kidscom.com/).

Things parents can do

The American Academy of Pediatrics has suggested following guidelines for the parents to protect their children from above circumstances.

1. Parents should talk to their children and adolescents about their online use and the specific issues that today's online kids face.

2. Parents should work on their own participation gap in their homes by becoming better educated about the many technologies their youngsters are using.

3. Regular family meetings are also helpful to discuss online topics and checks of privacy settings and online profiles for inappropriate posts.

Supervising online activities via active participation and communication.

Writer : Doctoral Candidate, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology Sydney Sydney, Australia

Ultrabook With 3rd Generation Intel Core Processors Has Arrived

Aiming to enhance users' computing experience, on June 12, 2012 Intel launched its 3rd Generation Intel Core processor platforms. These processors would process information faster and offer better security features, while consuming lesser power. Rajiv Bhalla, Director, North and East India, Bangladesh, Intel South Asia and Zia Manzur, Country Business Manager for Intel in Bangladesh, introduced this new technology of Intel in Bangladesh at Ruposhi Bangla Hotel in Dhaka.

Zia Manzur Rajiv Bhalla

The next wave of ultra sleek Ultrabook systems inspired by Intel is now available. Powered by 3rd generation Intel Core processors, made with the world's most advanced 22nm 3-D tri-gate transistors, these new Ultrabook devices are responsive and more secure to better protect personal information. The new chips also offer increased media and graphics performance, long battery life and more choice in stylish designs.

This wave of Ultrabook devices brings Intel one step closer to delivering on the industry wide, multi-year endeavor to deliver a no-compromise, must-have computing experience.

Just about a month ago, Intel had introduced the quad-core 3rd generation Intel Core processors family, delivering dramatic visual and performance computing gains for gamers, media enthusiasts and mainstream users alike.

Rajiv Bhalla. He also said, "The innovation will continue in the coming years as Intel and the industry aim to raise the bar for personal computing experiences, evolving to more natural and intuitive interactions. Personal computing as we know it today will suddenly seem old fashioned. The new Ultrabooks are expected to have added features like increased durability, touchscreen and additional sensors."

"Ultrabooks, compared to laptops, are not only slimmer and more stylish, but they are also more responsive, protected and mobile. They offer increased media and graphics performance and a long battery life", Zia Manzur added.

Casio XJ-M155 3D Projector Now in Bangladesh

Oriental Services AV [BD.] Limited recently launched Casio XJ-M155 Signature Model LED and 3D compatible multimedia Projector in Bangladesh Market. CASIO developed Hybrid Light Source, which combines Laser and LED technology for amazing high brightness and can last up to 20,000 hours. It has resolution XGA (1024 x 768), Brightness: 3000 ANSI Lumens, Contrast Ratio: 1800:1, Light Source: Laser and LED hybrid Technology can last up to 20000 hrs. It support the latest 3D technology, wireless and USB facilities. The projectors also deliver excellent colour performance with no deterioration of brightness. Its Laser and LED hybrid Technology gives 20000 hrs lamp life which reduce the cost of lamp replacement significantly. For Details: 01715-347048 .

HP Gives a Splash of Reasons to Enjoy this Monsoon

HP in last june has announced promotional offer in this monsoon at the beginning of *Ashar* by offering gifts for its valued customers. Under the promotion, with purchase of selected Laserjet, Deskjet, Officejet & All-in-one printers and HP Laserjet & Inkjet Print Cartridges customers will get Water Filter, Dinner Set, Agora Voucher, Umbrella, Polo Shirt, Water Bottle, Water Proof Bag, Branded Glass or Monsoon Audio CD.

Shabbir Shafiullah, Country Manager of HP Bangladesh, IPG, announced the Monsoon Promo in a grand Partner Meet held at a local restaurant in Dhaka. Along with other HP officials, more than 200 HP resellers and premium partners attended the program. In this grand Partner Meet Mr. Shabbir

Shafiullah thanked HP Business partners and resellers for their sincere effort and dedicated drive to make HP as the leading brand in Bangladesh market and the number # 1 choice for majority of the users. He said, "HP is continuously providing best products and services to the market with the help of its partners."

Sydur Rahman, Market Development Manager of HP Bangladesh, IPG, focused on the new Ink Advantage Printers. He said, "New HP Ink Advantage Printers are built to give one an affordable printing experience."

The different models of HP Ink Advantage Printers are Deskjet Ink Advantage 2515 AiO, 3525 AiO, 5525 AiO, 4615 AiO, 4625 AiO and 3515 AiO.

Partner Business Manager of HP Bangladesh, IPG Ashaduzzaman, Enterprise Development Manager Md. Abdul Munnaf and Marketing Services Manager Quazi Shamim Hasan announced the HP Reseller Reword Program here.

Acer Launches Slim Range of Notebooks and Ultrabooks

Acer on 24th Jun, 2012 the world's 2nd largest notebook vendor has yet again redefined the market for notebooks with the launch of S, M V3, V5 & E series under its Aspire range. Acer has launched more than 15 models in the new range of notebooks that will meet the diverse requirements of its customers; be it a business executive, a gizmo geek, today's style conscious youth or the diligent learner. The new notebooks will focus on providing excellent performance combined with enhanced entertainment features and classy design.

Unveiling the new range of products, S Rajendran, Chief Marketing Officer, Acer India said, "Being true to our new brand tagline 'Explore Beyond Limits', the new range of notebooks will allow users to discover and experience new age computing. Over the last few quarters, we were focused on strengthening our product portfolio by leveraging the latest in technology. Acer yet again brings a rich suite of technological innovations - some unique to Acer and some unique to the industry, across this range of notebooks. Thus personifying Acer's diligence in blending features and benefits at compelling unmatched value proposition to its customers. Acer once again takes primacy in unleashing a wave of slim and powerful devices for the masses. With this Aspire range, we will comfortably address the requirements of both the premium and the value conscious customer. We expect this new range to significantly contribute to our overall business revenues."

The five new categories launched under the Aspire range including the S, M, V3, V5 & E series.

ASUS Products Win Six Computex 2012 Best Choice Awards

ASUS, a global leader in the new digital era, creates the finest consumer technology products in the world and brings endless possibilities with its incredible innovations. The company focuses on delivering the promise of 'Customer Happiness 2.0' by giving customers an incredible computing experience and is thrilled that its endeavors have been acknowledged by the Computex Best Choice committee, which has selected several ASUS products for its 2012 honors. The products and the winning categories are -

Golden Award, Computer & System: ASUS Transformer Pad Infinity Series, Golden Award, Smart Handheld Devices Innovation: ASUS PadFone, Green ICT Award: ASUS Nettop EB1033e, Display & Digital Entertainment Award: ASUS P1 Portable LED Projector, Display & Digital Entertainment Award: ASUS O!Play Smart TV Set Top Box, Communication Award: ASUS 3-in-1 Dual-band N450 Ethernet Adapter. By winning these awards, ASUS again proves that, they are pioneer of product quality, innovative IT technology, product design and overall consumer's satisfaction.

গণিতের অলিগলি

পর্ব : ৭৯

মজার সংখ্যা-সমীকরণ

যেকোনো সংখ্যা লিখতে আমরা ০ থেকে ৯ পর্যন্ত ১০টি অঙ্ক ব্যবহার করি। দেখা গেছে এই ১০টি অঙ্ক একবার করে ব্যবহার করে কমপক্ষে ২২টি সংখ্যা-সমীকরণ তৈরি করা যায়। এই সমীকরণের বামপাশে থাকে দুইটি সংখ্যার গুণফল এবং ডানপাশে থাকে একটি মাত্র সংখ্যা। নিচে এই ২২টি সংখ্যা-সমীকরণ উল্লেখ করা হলো :

৫৬৯৪ × ৩ = ১৭০৮২
৬৮১৯ × ৩ = ২০৪৫৭
৬৯১৮ × ৩ = ২০৭৫৪
৮১৬৯ × ৩ = ২৪৫০৭
৯১৬৮ × ৩ = ২৭৫০৪
৩৯০৭ × ৪ = ১৫৬২৮
৭০৩৯ × ৪ = ২৮১৫৬
৯১২৭ × ৪ = ৩৬৫০৮
৫৮১৭ × ৬ = ৩৪৯০২
৩০৯৪ × ৭ = ২১৬৫৮
৪০৯৩ × ৭ = ২৮৬৫১
৯৩০৪ × ৭ = ৬৫১২৮
৯৪০৩ × ৭ = ৬৫৮২১
৫৯২ × ২৭ = ১৬০৩৮
৪৯৫ × ৩৬ = ১৭৮২০
৪০২ × ৩৯ = ১৫৬৭৮
৩৯৬ × ৪৫ = ১৭৮২০
৭১৫ × ৪৬ = ৩২৮৯০
৩৬৭ × ৫২ = ১৯০৮৪
২৯৭ × ৫৪ = ১৬০৩৮
৯২৭ × ৬৩ = ৫৮৪০১
৩৪৫ × ৭৮ = ২৬৯১০

এখন ০ থেকে ৯ পর্যন্ত ১০টি অঙ্ক থেকে ০-কে বাদ রেখে বাকি ৯টি অঙ্ক দিয়ে যদি একইভাবে সংখ্যা-সমীকরণ করতে চাই, তবেই নিচের সংখ্যা-সমীরণগুলো পাব :

১৭৩৮ × ৪ = ৬৯৫২
১৯৬৩ × ৪ = ৭৮৫২
৪৮৩ × ১২ = ৫৭৯৬
২৯৭ × ১৮ = ৫৩৪৬
১৯৮ × ২৭ = ৫৩৪৬
১৫৭ × ২৮ = ৪৩৯৬
১৮৬ × ৩৯ = ৭২৫৪
১৩৮ × ৪২ = ৫৭৯৬
১৫৯ × ৪৮ = ৭৬৩২

সংখ্যার একটি মজার সম্পর্ক

দেখা গেছে, এমন কিছু বিশেষ সংখ্যা-জোড় রয়েছে, যেগুলোর যোগফলের বর্গ সহজেই বের করা যায়। জানা গেছে, আসলে সংখ্যা দুটি পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই সংখ্যা দুটির বর্গফল পাওয়া যায়। যেমন ২০ ও ২৫ মিলে এমন একটি বিশেষ সংখ্যা-জোড় তৈরি করি, যাদের সমষ্টির বর্গফল পেয়ে যাব ২০-এর পরপরই ২৫ বসিয়ে দিয়ে। অর্থাৎ নির্ণেয় বর্গফল হবে ২০২৫। গণিতের ভাষায় আমরা লিখি : (২০ +২৫)^{২} = ২০২৫। এমনি আমরা আরো বেশ কয়েকটি সংখ্যা-জোড় পেয়েছি। যেমন :

(২০ + ২৫)^{২} = ২০২৫
(৩০ + ২৫)^{২} = ৩০২৫
(৪৯৪ + ২০৯)^{২} = ৪৯৪২০৯
(২৪৫০ + ২৫০০)^{২} = ২৪৫০২৫০০
(২৫৫০ + ২৫০০)^{২} = ২৫৫০২৫০০
(৫২৮৮ + ১৯৮৪)^{২} = ৫২৮৮১৯৮৪
(৬০৪৮ + ১৭২৯)^{২} = ৬০৪৮১৭২৯

আবার, এমন কয়েকটি সংখ্যা-জোড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলোর বর্গের সমষ্টিফল পাওয়া যায় সংখ্যা দুটি পাশাপাশি বসিয়ে।

১২^{২} + ৩৩^{২} = ১২৩৩
৮৮^{২} + ৩৩^{২} = ৮৮৩৩
৯৯০^{২} + ১০০^{২} = ৯৯০১০০
৯৪১২^{২} + ২৩৫৩^{২} = ৯৪১২২৩৫৩

শেষে ১ এমন দুটি অঙ্কের সংখ্যার বর্গ

এখানে আমরা জানব, এমন দুই অঙ্কের সংখ্যা বর্গফল বের করার একটি বিকল্প নিয়ম, যে সংখ্যাটির শেষ অঙ্ক হবে অবশ্যই ১। আমরা জানি শেষে ১ আছে এমন দুই অঙ্কের সংখ্যা ৯টি। এগুলো হচ্ছে : ১১, ২১, ৩১, ৪১, ৫১, ৬১, ৭১, ৮১ এবং ৯১। আসলে আমরা এখানে এই ৯টি সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের একটি মজার নিয়ম জানব। নিয়মটি হচ্ছে :

এক : যে সংখ্যাটির বর্গ নির্ণয় করতে হবে, তা নিন।
দুই : নেয়া সংখ্যাটি থেকে ১ বিয়োগ করুন।
তিন : পাওয়া বিয়োগফলের বর্গ করুন।
চার : এই বর্গফলের সাথে দ্বিতীয় ধাপের বিয়োগফল দুইবার যোগ করুন।
পাঁচ : পাওয়া যোগফলের সাথে ১ যোগ করুন।
ছয় : সর্বশেষ ফলই হবে আমাদের নির্ণেয় বর্গফল।

উদাহরণ : ০১
এক : ধরি ৬১ সংখ্যাটির বর্গ করতে হবে।
দুই : ৬১ - ১ = ৬০।
তিন : ৬০ × ৬০ = ৩৬০০।
চার : ৩৬০০ + ৬০ + ৬০ = ৩৭২০।
পাঁচ : ৩৭২০ + ১ = ৩৭২১।
ছয় : অতএব ৬১ × ৬১ = ৩৭২১।

উদাহরণ : ০২
এক : ধরি ৩১ সংখ্যাটির বর্গ করতে হবে।
দুই : ৩১ -১ = ৩০।
তিন : ৩০ × ৩০ = ৯০০।
চার : ৯০০ + ৩০ + ৩০ = ৯৬০।
পাঁচ : ৯৬০ + ১ = ৯৬১।
ছয় : অতএব ৩১ × ৩১ = ৯৬১।

মজার কার্ড

নিচে দেয়া ৬টি কার্ডের মতো করে আলাদা আলাদা ৬টি কার্ড তৈরি করুন। কার্ডের সংখ্যাগুলো যেনো সঠিক ঘরে বসে, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

৩	৫	৭	৯	১১	১
১৩	১৫	১৭	১৯	২১	২৩
২৫	২৭	২৯	৩১	৩৩	৩৫
৩৭	৩৯	৪১	৪৩	৪৫	৪৭
৪৯	৫১	৫৩	৫৫	৫৭	৫৯

৩	৬	৭	১০	১১	২
১৪	১৫	১৮	১৯	২২	২৩
২৬	২৭	৩০	৩১	৩৪	৩৫
৩৮	৩৯	৪২	৪৩	৪৬	৪৭
৫০	৫১	৫৪	৫৫	৫৮	৫৯

৫	৬	৭	১৩	১২	৪
১৪	১৫	২০	২১	২২	২৩
২৮	২৯	৩০	৩১	৩৬	৩৭
৩৮	৩৯	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭
৫১	৫৩	৫৪	৫৫	৬০	১৩

১৭	১৮	১৯	২০	২১	১৬
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৩১

৯	১০	১১	১২	১৩	৮
১৪	১৫	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১	৪০	৪১
৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	১

৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩২
৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৪৬

এখন কারো হাতে এই সবকটি কার্ড দিয়ে বলুন এ কার্ডে থাকা যেকোনো একটি নম্বর বেছে নিতে। কোন নম্বরটি তিনি যেনো আপনাকে না জানান। তাকে বলুন, তিনি মনে মনে কোন নম্বরটি বেছে নিয়েছেন তা বলে দিতে পারবেন।

এবার তাকে বলুন তার বেছে নেয়া সংখ্যাটি যে যে কার্ডে আছে, সেগুলোর আপনার কাছে ফেরত দিতে। কার্ডগুলো হাতে নিয়ে এমন ভাব দেখান যেনো আপনি গভীর চিন্তা করে সেই কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটি জেনে নিতে চাইছেন। তবে আপনার আসল কাজ হবে আপনাকে দেয়া কার্ডগুলোর ডানদিকে ওপরের কোণায় থাকা সংখ্যাগুলো মনে মনে যোগ করে নেয়া। আসলে এই যোগ করে যে সংখ্যাটি যত, লোকটির বেছে নেয়া সংখ্যাটি তাই। এবার সেই সংখ্যাটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিন। সঠিক উত্তর জানতে পেরে অন্যরা অবশ্যই অবাক হবেন।

গণিতদাদু

কমপিউটারের ইতিকথা

পর্ব-০৩

মেহেদী হাসান

মূলত বিংশ শতাব্দীতেই কমপিউটার প্রযুক্তির সর্বোচ্চ উন্নয়ন ঘটে। আর বর্তমান আধুনিক কমপিউটারের প্রকৃত পূর্বসূরি তৈরি হয়েছে গত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে। সে সময় কমপিউটার শুধুই গণনার কাজে ব্যবহার করা হতো। পরিসংখ্যান বা গবেষণার কাজে কমপিউটারের ব্যবহার শুরু হলেও সামরিক বাহিনী ছিল সে সময়ের কমপিউটারের প্রধান ব্যবহারকারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এর পূর্ববর্তী সময়ে যখন পরাশক্তি দেশগুলোর মাঝে বৈরী সম্পর্ক বিরাজমান তখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানি তাদের যুদ্ধবাজ সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আধুনিক কমপিউটার নির্মাণে মনোনিবেশ করে। কিন্তু তাদের রণকৌশল অনুযায়ী কমপিউটারগুলো উদ্ভাবন ও উন্নয়ন দীর্ঘদিন পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। আবার কিছু কিছু কমপিউটার নির্মিত বা অর্ধনির্মিত অবস্থায় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কমপিউটারের ইতিকথার এই পর্বের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কমপিউটার প্রযুক্তির বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এমন তিনটি কমপিউটার (জেড ওয়ান, অ্যাটানাসফ-বেরি ও কোলোশাস) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে বা ধ্বংস করা হয়েছে।

জেড ওয়ান (Z1)

জার্মান কমপিউটার জেড ওয়ানের নকশা এবং নির্মাণ করেন জার্মানির কমপিউটার বিজ্ঞানী কনরেড জিউস। ১৯৩৫-৩৬ সালে নকশা করা এই মেকানিক্যাল কমপিউটারটি নির্মাণ করা হয় ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে। নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার মেটায় কনরেড জিউসের পরিবার। বুলিয়ান লজিক ও বাইনারি সংখ্যায় প্রোগ্রাম উপযোগী প্রথম কমপিউটার ছিল জেড ওয়ান। এটি তেমন নির্ভরযোগ্য ছিল না। তবে ১৯৩৮-এর সেই জেড ওয়ানে কন্ট্রোল ইউনিট, মেমরি ইউনিট, মাইক্রো সিকোয়েন্স, ফ্লোটিং পয়েন্ট লজিক ও ইনপুট-আউটপুট ডিভাইসের মতো আধুনিক কমপিউটারের প্রায় সব উপাদান ছিল। পাঞ্চড টেপ ও পাঞ্চড টেপ রিডারের সাহায্যে কমপিউটারটিতে প্রোগ্রাম করতে হতো। ১ হার্টজ ক্লকস্পিডের কমপিউটারটিতে মেমরি ছিল ২২ বিটের ৬৪ শব্দ। ১০০০ কেজির কমপিউটারটি ৫ সেকেন্ডে যোগ আর ১০ সেকেন্ডে গুণ করতে পারত। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিমান হামলায় সব নকশাসহ জেড ওয়ান ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালে প্রথমবারের মতো জিউসের কাজগুলো ইংরেজিতে প্রকাশিত হলে কমপিউটার বিশ্বে বেশ হইচই পড়ে যায় এবং আধুনিক কমপিউটারের প্রকৃত উদ্ভাবক কে তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে জিউস পুনরায় জেড ওয়ান তৈরির পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৮৯ সালে পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হয়। পুনর্নির্মিত রেপ্লিকাটি বর্তমানে বার্লিনের জার্মান মিউজিয়াম অব টেকনোলজিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

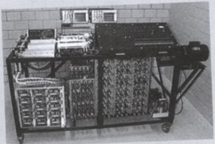

অ্যাটানাসফ-বেরি কমপিউটার

অ্যাটানাসফ-বেরি কমপিউটার বা এবিসি পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক ডিজিটাল কমপিউটার। প্রধান নির্মাতা আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন ভিনসেন্ট অ্যাটানাসফ ও তার ছাত্র ক্লিফোর্ড বেরির নামানুসারে কমপিউটারটির নামকরণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে প্রস্তাবিত কমপিউটারটি ১৯৪২ সালে সফলতার সাথে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়। আধুনিক কমপিউটারের অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও কমপিউটারটিতে প্রোগ্রাম করার কোনো উপায় ছিল না। আর এখানেই আধুনিক কমপিউটারের সাথে মূল পার্থক্য। কমপিউটারটি তৈরি করা হয়েছিল শুধু একমাত্র সমীকরণ সমাধানের জন্য এবং ১৯৪১ সালে এটি একই সাথে ২৯টি সমীকরণ সমাধান করতে সক্ষম হয়। এটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এর মেমরি। এটি প্রথম কমপিউটার ছিল যাতে ক্যাপাসিটরে চার্জের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করা যেত, যে পদ্ধতিতে আজও কমপিউটারের প্রধান মেমরি বা ডায়নামিক র‌্যামে তথ্য সংরক্ষিত হয়। কমপিউটারটিতে মেমরি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল একজোড়া ড্রাম, যার প্রত্যেকটিতে ১৬শ' করে ক্যাপাসিটর ছিল। ৬০ হার্টজ ক্লকস্পিডের কমপিউটারটি প্রতি সেকেন্ডে ৩০টি যোগ বা বিয়োগ করতে পারত। আইবিএমের তৈরি পাঞ্চ কার্ডের সাহায্যে ইনপুট দেয়া হতো এবং সম্মুখভাগের ছোট ডিসপ্লেতে ফল প্রদর্শিত হতো। উভয় প্রক্রিয়া সমাধা হতো ডেসিমেল পদ্ধতিতে। এটি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ২৮০টি ডুয়াল-ট্রায়োড ভ্যাকিউম টিউব এবং প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ তার। একটি ডেস্কের আকারের সমান কমপিউটারটির ওজন ছিল প্রায় ৩২০ কেজি। এটি নির্মিত হয়েছিল আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ভবনের নিচতলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাজের জন্য অ্যাটানাসফ আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গেলে অর্ধনির্মিত কমপিউটারটির আর অগ্রগতি হয়নি। এমনকি কমপিউটারটি সংরক্ষণের জন্যও কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভবনটিকে শ্রেণীকক্ষে রূপান্তরের সময় এটি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত অ্যাটানাসফ-বেরি কমপিউটার সম্পর্কে বিশদ জানা যায়নি। সে সময় এনিয়াক কমপিউটারকেই প্রথম সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক কমপিউটার হিসেবে ধরা হতো। কিন্তু অ্যাটানাসফ-বেরির কাজ প্রকাশিত হওয়ার পর ধারণা পাল্টে যায়। এমনকি ১৯৭৩ সালে এনিয়াকের প্যাটেন্ট স্বত্ব বাতিল করা হয় এই মর্মে যে এনিয়াকের নির্মাতারা তাদের পূর্ববর্তী কাজ অ্যাটানাসফ-বেরি কমপিউটার থেকে নিয়ে নকশা প্রণয়ন করেছে। জন গুস্তাফসনের নেতৃত্বে একদল গবেষক ১৯৯৭ সালে আবার এর একটি রেপ্লিকা তৈরি করেন। বর্তমানে এটি আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডারহাম সেন্টার ফর কমপিউটেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হয়।

প্রথম কমপিউটার 'বাগ'

মার্ক-১ কমপিউটারের অন্যতম একজন প্রোগ্রামার ছিলেন গ্রেস হপার নামের এক মহিলা। মার্ক-১-এ তিনি প্রথম ত্রুটি বা বাগ খুঁজে পান ১৯৪৫ সালে। মজার ব্যাপার হলো তার খুঁজে পাওয়া ত্রুটিটি আক্ষরিক অর্থেই একটি 'বাগ' বা পোকা ছিল। মার্ক-১-এর ভেতরে একটি মৃত পোকা পাওয়া গিয়েছিল, যার পাখাগুলো পেপার টেপের ছিদ্রগুলোতে বাধা সৃষ্টি করায় রিডিং নেয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। যদিও ১৮৮৯ সাল থেকেই কমপিউটারের ত্রুটি নির্দেশ করতে বাগ শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছিল, কিন্তু হপারের পাওয়া সেই বাগ থেকেই প্রোগ্রামিং ত্রুটি সারাতে 'ডিবাগিং' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

কোলোশাস কমপিউটার

অ্যাটানাসফ-বেরি কমপিউটারে প্রোগ্রামিং করার সুযোগ না থাকায় পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক ডিজিটাল প্রোগ্রামেবল কমপিউটারের খেতাব জোটে কোলোশাস কমপিউটারের ভাগ্যে। এর জন্যও হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনেই। সে সময় জার্মান নাৎসি বাহিনী লরেঞ্জ এস জেড ৪০/৪২ মেশিনের সাহায্যে ক্রিপ্টোগ্রাফিক বা সাঙ্কেতিক ভাষায় গুপ্তবার্তা দেয়া-নেয়া করত। সেই জার্মান ক্রিপ্টোগ্রাফিক বার্তাগুলো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর গোচরে আনার জন্য প্রকৌশলী টমি ফ্লাওয়ারসের নকশায় প্রথম কোলোশাস কমপিউটারটি ডলিস হিলের পোস্ট অফিস রিসার্চ স্টেশনে ১৯৪৩ সালে নির্মিত হয়। এগারো মাস সময় ব্যয়ে নির্মিত প্রথম কোলোশাসটির নাম ছিল কোলোশাস মার্ক-১। এরপর আরও ৯টি কোলোশাস নির্মাণ করা হয় যার সবগুলোর নাম দেয়া হয় কোলোশাস মার্ক-২। প্রথম প্রজন্মের এই কমপিউটারগুলো তৈরিতে ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৫শ' ইলেকট্রনিক ভালভের সাহায্যে নির্মিত কোলোশাস মার্ক-১ অপেক্ষা ২৪শ' বাল্বের মার্ক-২ ছিল ৫ গুণ বেশি দ্রুতগতির এবং অনেক বেশি সরল। টমি ফ্লাওয়ারস অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হলে মার্ক-২ প্রজেক্টের দায়িত্ব নেন অ্যালেন কুম্ব। কোলোশাস প্রতি সেকেন্ডে ৫ হাজার অক্ষর প্রক্রিয়া করতে পারত। কোলোশাসগুলো তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। সর্বোচ্চ গোপনীয়তা মেনে কমপিউটারগুলো নির্মাণ করা হয় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কমপিউটারগুলোর বেশিরভাগ হার্ডওয়্যার ধ্বংস করা হয় যাতে কেউ কোলোশাস সম্পর্কে না জানতে পারে। ফলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও বহু বছর কোলোশাস এবং এর নির্মাতারা কমপিউটার ইতিহাসে স্থান পাননি। নকশাসমেত কোলোশাসের অনেক যন্ত্রাংশ ধ্বংস করে দেয়ার পরও অনেক কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। তা ছাড়া নির্মাতাদের ডায়রি এবং অন্যান্য নোট থেকে কোলোশাসের নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরে ২০০৭ সালে টনি সেলের নেতৃত্বে একদল গবেষক কোলোশাসের রেপ্লিকা নির্মাণ করেন।

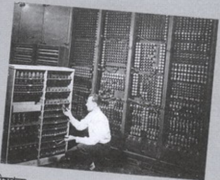

এনিয়াক (ENIAC)

ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর অ্যান্ড কমপিউটার বা সংক্ষেপে এনিয়াক ছিল প্রথম কমপিউটার যা একই সাথে বৈদ্যুতিক, ডিজিটাল এবং সাধারণ কাজের জন্য তৈরি অর্থাৎ পূর্বসূরি অন্যান্য কমপিউটারের মতো এটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত নয়। প্রোগ্রামিং করে এনিয়াককে বিভিন্ন কাজে লাগান যেত। কিন্তু এনিয়াক তৈরি করা হয়েছিল মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আর্টিলারি ফায়ারিং টেবিল তৈরির জন্য। ১৯৪৩ সালের ৫ জুন কমপিউটারটি প্রস্তুতের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। প্রধান স্থপতি ছিলেন জন মচলি ও জে. প্রেসপার একার্ট। মার্কিন সেনাবাহিনীর অর্থায়নে এনিয়াক গোপনে তৈরি করতে থাকে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর স্কুল অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। নির্মাণাধীন অবস্থায় কমপিউটারটির ছদ্মনাম ছিল প্রজেক্ট পিএক্স। সে সময় ৫ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে নির্মিত কমপিউটারটি ১৯৪৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জনসম্মুখে উন্মোচিত হলে পত্রিকাগুলোয় এনিয়াক সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'জায়ান্ট ব্রেইন'। বর্তমান কমপিউটারের অনুরূপ এনিয়াকে প্রতিটি যন্ত্রাংশ ছিল স্বতন্ত্র, যাদের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিল। যোগ-বিয়োগের পাশাপাশি কমপিউটারটি দশ অঙ্কের সংখ্যা সংরক্ষণ করে রাখতে পারত। সুবিশাল আর জটিল গঠনের এই কমপিউটারটিতে ১৭ হাজার ৪৬৮ ভ্যাকিউম টিউব, ৭ হাজার ২০০ ক্রিস্টাল ডায়োড, ১ হাজার ৫০০ রিলে, ৭০ হাজার রেজিস্টর এবং ১০ হাজার ক্যাপাসিটর ছিল। প্রায় ১ হাজার ৮০০ বর্গফুট আয়তনের কমপিউটারটি ওজন ছিল ৩০ টন এবং চালাতে প্রায় ১৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হতো। এনিয়াকের এমন বিশালত্বের জন্য একটি মজার গুজব ছড়িয়েছিল যে যখন এনিয়াক চালু করা হতো তখন ফিলাডেলফিয়ার বৈদ্যুতিক বাতিগুলোর আলো কমে যেত। এনিয়াকে ইনপুট দেয়ার জন্য আইবিএম কার্ড রিডার এবং আউটপুটের জন্য আইবিএম পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করা হতো। তবে কোনো গাণিতিক সমস্যাকে কমপিউটারটির উপযোগী করে ইনপুট দিতে এবং প্রোগ্রাম করতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগে যেত। বিভিন্ন সময় এনিয়াকের মেরামত ও উন্নয়ন করা হলেও দ্বিতীয় কোনো এনিয়াক তৈরি করা হয়নি। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এনিয়াক বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যায় সাহায্য করে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাদুঘরে এনিয়াকের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আলাদাভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ফিডব্যাক : contact@mhasan.me

সফটওয়্যারের কারুকাজ

পুরনো সিডি/ডিভিডি কপি করা

অনেক সময় সিডি/ডিভিডি পুরনো হয়ে গেলে বা বেশি চালালে ফাইলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেগুলো আর কপি হয় না।

এমন অবস্থায় একটি সফটওয়্যারের সাহায্যে সেই নষ্ট সিডি/ডিভিডির ফাইলগুলো কপি করতে পারেন। এর জন্য প্রথমে www.recoverytoolbox.com/cd.html ঠিকানা থেকে মাত্র ৬৫৫ কিলোবাইটের রিকভারি টুলবক্স সফটওয়্যারটি বিনামূল্যে নামিয়ে ইনস্টল করে ওপেন করলে আপনার সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি দেখা যাবে। এখন পরপর দু'বার Next-এ ক্লিক করলে সিডি/ডিভিডির ফাইলগুলো দেখা যাবে। এখন ফাইলগুলো কপি করতে চাইলে বা পাশ থেকে সব বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে Save-এ ক্লিক করুন।

অথবা নির্দিষ্ট কিছু ফাইল কপি করতে চাইলে বা পাশ থেকে নির্দিষ্ট বক্সগুলোতে টিক চিহ্ন দিয়ে Save-এ ক্লিক করলে। ফাইলগুলো কপি হওয়ার পর সি ড্রাইভে CD Restored ফোল্ডারে সেভ হয়েছে এবং সেগুলো ভালো আছে।

অপারেটিং সিস্টেম ঠিকভাবে কাজ করছে না?

কন্ট্রোল প্যানেলের Add or Remove Programs থেকে কোনো সফটওয়্যার Uninstall করার সময় বা ভুলবশত সি ড্রাইভ থেকে যদি অপারেটিং সিস্টেমের দরকারি কোনো ফাইল ডিলিট হয়ে যায়, কমপিউটার ঠিকভাবে কাজ করে না বা অপারেটিং সিস্টেমের ফাইল মিসিং দেখায় এবং সমস্যার সৃষ্টি– এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কমপিউটারকে আগের ভালো অবস্থায় নিয়ে যান। আনুমানিক যে তারিখে কমপিউটার ভালো ছিল, সেই তারিখে নিয়ে যায়।

আর এটি করতে হলে প্রথমে C:/Windows/System32/Restore-এ গিয়ে restnui.exe-তে ডাবল ক্লিক করে নতুন উইন্ডো এলে সেটাতে Restore my computer to an earlier time নির্বাচন করে Next-এ ক্লিক করুন। ফলে একটি ক্যালেন্ডার আসবে। এখন যে তারিখে আপনার কমপিউটার ভালো ছিল সেই তারিখ নির্বাচন করে (শুধু বোল্ড তারিখগুলো নির্বাচন করতে পারবেন) Next-এ ক্লিক করুন। নতুন উইন্ডোতে আবার Next-এ ক্লিক করুন। ফলে কমপিউটার অটো রিস্টার্ট নিয়ে কাজ শেষ করার পর সফলতার বার্তা এসেছে। আর ঠিক না হলে আবার অন্য কোনো তারিখ নির্বাচন করেও Restore করতে পারেন। এখন করা Restoreটি আবার আপনি Undo ও করতে পারবেন।

মো: শফিকুজ্জামান
খিলক্ষেত, ঢাকা

রিসাইকেল বিন কাস্টোমাইজ করা

রিসাইকেল বিন আইকনে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন রিসাইকেল বিন ফিচার কাস্টোমাইজ করার জন্য। পিসি ব্যবহারকারীরা ভুল করতে পারে এবং তারা তাদের মতও বদলাতে পারে। ডিলিট করা ফাইল ও ফোল্ডারের জন্য উইন্ডোজে সমন্বিত রয়েছে এক নিরাপদ ব্যবস্থা। তাই Computer বা My Computer বা উইন্ডোজ কমপ্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফাইল বা ফোল্ডার ডিলিট করলে চলে যায় রিসাইকেল বিন ফর্মে। এখান থেকে কোনো আইটেম রিস্টোর বা স্থায়ীভাবে ডিলিট করতে পারবেন।

উইন্ডোজ ভিস্তায় রিসাইকেল বিনের জন্য কনটেক্সট মেনুতে একটি ফাঁদ পাতা আছে। এতে Delete অপশন রয়েছে যা মূলত ডেস্কটপ থেকে রিসাইকেল বিন আইকন অপসারণ করে। ডেস্কটপে রিসাইকেল বিন আইকন রিস্টোর করার জন্য–

* ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে Personalize→Change desktop icon সিলেক্ট করুন।

* Recycle Bin-এ টিক দিয়ে Ok করুন।

এ প্রসিডিউরের পরে কখনো কখনো রিসাইকেল বিন আইকন যথাযথভাবে ডিসপ্লে করে না যখন এটি পূর্ণ বা খালি থাকে। এ সমস্যা সমাধান করার জন্য–

* ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে Personalize→'Change desktop icons' সিলেক্ট করুন।

* সিলেক্ট করুন 'Recycle Bin (full)' আইকন। এরপর 'Restore Default' বাটনে ক্লিক করুন।

* দুই নম্বর ধাপ আবার করুন রিসাইকেল বিন খালি করার জন্য।

* Ok-তে ক্লিক করুন।

একইভাবে এক্সপিতে পূর্ণ বা খালি আইকন রিস্টোর করতে পারবেন।

* ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন।

* Desktop ট্যাবে 'Customize Desktop' বাটনে ক্লিক করুন।

* General ট্যাবে Recycle Bin (full) আইকন সিলেক্ট করে 'Restore Default' বাটনে ক্লিক করুন।

* Recycle Bin (empty) আইকনের জন্য তিন নম্বর ধাপ আবার করুন।

* দুবার Ok-তে ক্লিক করুন।

আপনি রিসাইকেল বিনের তিন নম্বর ফিচার কনফিগার করতে পারবেন উইন্ডোজ ৭, ভিস্তা এবং এক্সপিতে ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করার মাধ্যমে।

* কোনো ফাইল ডিলিট করলে 'Are you sure' প্রম্পট আবির্ভূত হয়। এই প্রম্পট বাদ দিতে চাইলে 'Display delete confirmation dialog' অপশনে আনটিক করুন।

* ফাইল বা ফোল্ডার ডিলিট করার সময় শিফট কি চেপে ধরে রিসাইকেল বিন এড়িয়ে ফাইল বা ফোল্ডার ডিলিট করতে পারবেন।

পারভেজ
কালশী, চট্টগ্রাম

পাওয়ার ইফেসিয়েন্সি রিপোর্ট পাওয়া

যদি আপনি ল্যাপটপ ব্যবহারকারী হন তাহলে ব্যবহার করতে পারেন ইফেসিয়েন্সি ক্যালকুলেটর যাতে উইন্ডোজ ৭ জেনারেট করে এর পাওয়ার কনজাম্পশন তথ্য। এই ফিচার যথাযথভাবে ব্যবহার করলে ল্যাপটপের ব্যাটারির আয়ু ও পারফরমেন্স যথেষ্ট বাড়বে।

এ জন্য আপনাকে অবশ্যই কমান্ড ওপেন করতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে।

* Start Search বক্সে cmd টাইপ করে এন্টার করুন।

* cmd আইকনে ডান ক্লিক করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে Run সিলেক্ট করুন।

* কমান্ড লাইনে Powercfg-energy টাইপ করে এন্টার চাপুন।

* উইন্ডোজ ৭ সিস্টেম স্ক্যান করবে পাওয়ার ইফেসিয়েন্সি উন্নত করার উপায় বের করার জন্য।

* এতে এইচটিএমএল ফাইলে এর ফলাফল প্রকাশ করবে। সাধারণত তা প্রকাশিত হয় System32 ফোল্ডারে। এই পাথ অনুসরণ করুন রিপোর্ট খোঁজার জন্য।

সিস্টেম রিস্টোর করা

উইন্ডোজের আগের ভার্সনে সিস্টেম রিস্টোর ব্যবহার করে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা যায়। এখানে জানার কোনো উপায় ছিল না যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা ড্রাইভারকে প্রভাবিত করতে পারে। এজন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে–

* Computer-এ ডান ক্লিক করে Properties→System Protection→System Restore→Next-এ ক্লিক করুন এবং বেছে নিন রিস্টোর পয়েন্ট যা আপনি ব্যবহার করতে চান।

* নতুন 'Scan for affected programs' বাটনে ক্লিক করুন। এর ফলে উইন্ডোজ বলে দেবে কোন কোন প্রোগ্রাম এবং ড্রাইভার ডিলিট হবে বা রিকোভার হবে এই রিস্টোর পয়েন্ট সিলেক্ট করার মাধ্যমে।

তৈয়বুর রহমান
মিরপুর, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপ্স বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপ্স-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপ্স ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপ্স ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপ্স-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপ্স-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে মো: শফিকুজ্জামান, পারভেজ এবং তৈয়বুর রহমান।

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার মনে হচ্ছে আমার হার্ডডিস্কের ড্রাম মেমরিতে কোনো সমস্যা রয়েছে। এটি কি পরিবর্তন করা সম্ভব? হার্ডডিস্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডাটা ছিল, ডাটাগুলো কোনোভাবে রিকভার করা যাবে কি?

–মোস্তাফিজুর রিয়াদ

সমাধান : আপনার হার্ডডিস্ক সম্পর্কে বিশদভাবে কিছুই লিখেননি। হার্ডডিস্কের মডেল, ধারণক্ষমতা, কতদিন ধরে ব্যবহার করছেন, হার্ডডিস্ক কমপিউটারে শো করে কি না, হার্ডডিস্কে কোনো শব্দ করে কি না ইত্যাদি আরো ব্যাপার। আমার জানা মতে ড্রাম মেমরিতে সমস্যা হলে তা ঠিক করা হয় না আমাদের দেশে। তারপরও আপনি বিসিএস কমপিউটার সিটি, মাল্টিপ্ল্যান বা এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার সার্ভিস সেন্টারগুলোতে হার্ডডিস্কটি নিয়ে যেতে পারেন। যদি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডাটা হয় তবে তা হার্ডডিস্ক ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং দেশের বাইরে থেকে তা ঠিক করিয়ে আনতে হবে।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে–প্রসেসর AMD Bulldozer Fx4100 3.60GHZ, মাদারবোর্ড MSI 880Gm E41, 8GB transcend1333 bus ddr3 র‌্যাম। সেই সাথে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড। আমি উইন্ডোজ সেভেন ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি। কিন্তু আমার KM Player ঠিকমতো কাজ করে না, মাঝে মাঝে হ্যাং হয়ে যায় এবং কখনো বেশ স্লো হয়ে যায়। অন্য ভার্সন ইনস্টল করার পরও একই সমস্যা হচ্ছে। কি জন্য এমন হচ্ছে? আর আমার কি আলাদাভাবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দরকার আছে?

–তানভীর শিহাব

সমাধান : আপনার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের দরকার। ক্যাসিংয়ের সাথে যে সাধারণ মানের পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া থাকে তাতে পিসি চালাতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যখন কোনো ভারি কাজ করতে যাবেন এবং পিসির যন্ত্রাংশগুলো পুরোদমে কাজ করবে তখন পিসিতে বাড়তি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দরকার পড়বে। বাড়তি এ শক্তির জোগান সাধারণ পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারে না। এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পিসির কনফিগারেশনের সাথে মিল রেখে ভালোমানের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কেনা উচিত। এএমডি প্রসেসর পারফরম্যান্স ভালো দেয় কিন্তু একটু বেশি পাওয়ার খরচ করে। পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী আপনার দরকার হবে ৬৫০ ওয়াট ক্ষমতার পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। গ্রাফিক্স কার্ডের মডেল উল্লেখ করলে আরো ভালো পরামর্শ দেয়া যেত। যদি গ্রাফিক্স কার্ড বেশ পাওয়ারফুল হয় তবে ৭৫০-৮৫০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিতে হবে। বাজারে থার্মালটেক, ভিশন, গিগাবাইট, এ-ডাটা ইত্যাদি আরো কিছু ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যায়। এগুলোর দাম, ব্র্যান্ড ও মডেলভেদে ৫০০০-১৫০০০ হাজারের মতো হবে। পিসির সুরক্ষার জন্য কিছুটা খরচ করতেই হবে তা না হলে পুরো পিসির জন্য তা বেশ ক্ষতিকর হতে পারে।

সমস্যা : আমি এইচপির dv6-6107tx মডেলের ল্যাপটপ ব্যবহার করি। অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ সেভেন হোম প্রিমিয়াম (সার্ভিস প্যাক ১)। আমার পিসির হার্ডডিস্ক ৬৪০ গিগাবাইট (দৃশ্যমান জায়গা ৫৯৬.১৭ গিগাবাইট)। সমস্যা হলো আমি সপ্তাহে একদিন প্রথমে Disk analyze এবং পরে defragment করি। C:, Recovery(D:), NewVolume(F:), HP_TOOLS এদের defragment করার পর Run list-এ এদের সবাইকে 0%fragmented দেখালেও SYSTEM-কে defragment করার পর প্রতিমাসে ১% করে বাড়তে বাড়তে এখন ৭% fragmented দেখাচ্ছে। আমি কিভাবে আবার ০%-এ ফেরত আসতে পারি তার বিস্তারিত উপায় জানালে উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

–মনজুর রায়হান

সমাধান : উইন্ডোজের বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগমেন্ট সিস্টেম খুব শক্তিশালী কোনো প্রোগ্রাম নয়। আপনি থার্ড পার্টি ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। কয়েকটি ভালো মানের ফ্রি ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার হচ্ছে–Auslogics Disk Defrag, MyDefrag, Defragler, Smart Defrag,UltraDefrag ইত্যাদি। রেজিস্টারড কিছু ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার হচ্ছে–Diskeeper, PerfectDisk Pro, O&O Defrag ইত্যাদি। এছাড়া টিউন-আপ ইউটিলিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে–ইন্টেল সেলেরন ২.৬৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ১ গিগাবাইট ডিডিআর র‌্যাম, এলজি ডিভিডি রাইটার এবং অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আছে উইন্ডোজ সেভেন এন্টারপ্রাইজ। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি যখন কোনো ডিভিডি ভিডিও ডিস্ক ড্রাইভে প্রবেশ করাই তখন একটি বক্সে ৩টি অপশন আসে open with- windows media player, vlc media player, take no action, যদি আমি উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার সিলেক্ট করি তখন মিডিয়া প্লেয়ার চালু হয় কিন্তু ভিডিও চালাতে পারি না। নতুন করে পপ-আপ বক্স আসে যাতে লেখা থাকে "solve the problem to internet or close the programme"। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আমি মাই কমপিউটার থেকে ডিভিডি ড্রাইভে ঢুকে ডিভিডি ফাইলগুলোকে ভিএলসি প্লেয়ার দিয়ে ওপেন করে দেখে থাকি। কিন্তু আমার কমপিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবেডিভিডি ভিডিও চালু হয় না কেন?

–নাজমুল হুদা জান্নাত

সমাধান : আপনার সমস্যা আপনি খুব সহজেই দূর করতে পারেন k-lite কোডেক প্যাক ইনস্টল করে। এটি ইনস্টল করা থাকলে মিডিয়া প্লেয়ারে প্রায় সব ধরনের ভিডিও ফাইল চালাতে পারবেন। এটি মাত্র ১৮-২০ মেগাবাইটের ফাইল এবং এটি বিনামূল্যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। গুগলে k-lite লিখে সার্চ দিলেই এটি পাবেন। আর যদি আপনার ইন্টারনেট না থাকে এবং আপনি কারো কাছ থেকে কোডেক প্যাক সংগ্রহ না করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সাইবারলিংক পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি প্লেয়ার ইনস্টল করে নিতে পারেন। ডিভিডি প্রবেশ করালে ওপেন উইথ পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি অপশন পাবেন। এটি সিলেক্ট করলেই ডিভিডি পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি প্লেয়ারে চালু হবে। মূলত পাওয়ার ডিভিডি ও উইনডিভিডি প্লেয়ারগুলো ডিভিডি ভিডিও চালানোর জন্যই বানানো হয়েছে। এছাড়া Magic DVD Player, DVD X Player Standard ইত্যাদিও ডিভিডি চালানোর জন্য বেশ ভালো প্লেয়ার। যেহেতু আপনার পিসি সেলেরন প্রসেসরযুক্ত এবং পিসির র‌্যাম মাত্র ১ গিগাবাইট। তাই সাইবারলিংক পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি প্লেয়ারের নতুন ভার্সন ব্যবহার করতে পারবেন না। এগুলো আপনার পিসিকে স্লো করে দেবে। তাই সাইবারলিংক পাওয়ার ডিভিডি ৬ বা ৭ ব্যবহার করুন যা আপনার পিসির সাথে মানানসই হবে।

সমস্যা : আমার ল্যাপটপের ব্র্যান্ড এইচপি প্রো-বুক 4420s, এটি ১ বছর আগের কেনা। এটি কনফিগারেশন হচ্ছে– কোর আই ফাইভ ২.৬৭ গিগাহার্টজ, ৬ গিগাবাইট র‌্যাম, অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট-সার্ভিস প্যাক ১। আমি ব্রাউজার হিসেবে গুগল ক্রোমব্যবহার করি, কিন্তু এটি মাঝে মাঝে পিসি হ্যাং করে। গুগল ক্রোম আনইনস্টল করে আবার ইনস্টল করে দেখেছি কিন্তু আমার একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অপারেটিং সিস্টেম ৮ মাস আগে সেটআপ দেয়া হয়েছে, দয়া করে সমাধান দেবেন।

–আবদুল্লা হ আল-নুমান

সমাধান : আপনার অপারেটিং সিস্টেম ৩২ বিট নাকি ৬৪ বিট সেটা জানা অপারেটিং সিস্টেম বাধ্যতামূলক। কারণ ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম ৪ গিগাবাইটের ওপরের মেমরিযুক্ত র‌্যামকে পুরোপুরি ব্যবহার করে না। যার ফলে ৬ গিগাবাইট লাগানো থাকলেও আপনি ৪ গিগাবাইটের সমান পারফরম্যান্স পাবেন। আর যদি অপারেটিং সিস্টেম ৩২ বিটের হয়, তাহলে এটি পরিবর্তন করে ৬৪ বিটের উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট ভার্সন ইনস্টল করে নিন। এবার আসা যাক আপনার গুগল ক্রোমের সমস্যার সমাধানে। সাধারণত গুগল ক্রোম খুবই হালকা মনে হলেও যখন এটি ▸

চালানো হয় তখন এটি র‍্যামে বেশ জায়গা দখল করে। আপনি যত বেশি ট্যাব চালু করবেন এটি তত বেশি জায়গা দখল করবে। তাই এক সাথে বেশি ট্যাব ওপেন করা থেকে বিরত থাকুন। এছাড়া ভাইরাসের সমস্যা থাকলেও গুগল ক্রোমের এই সমস্যা দেখা দেয়। তাই ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করুন এবং নিয়মিত তা হালনাগাদ করুন। এছাড়া গুগল ক্রোম ও অন্যান্য ব্রাউজার অনেক কুকিস ও টেম্পোরারি ফাইল উইন্ডোজ ড্রাইভে জমা রাখে। আপনি চাইলে সেগুলো ক্লিন করে দেখতে পারেন। এটি করার জন্য সি-ক্লিনার (ccleaner) সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

সমস্যা : আমার সমস্যা হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখা নিয়ে। আমি যখন ইউটিউওবে কোনো ভিডিও দেখতে যাই এটি ৪-৫ মিনিট সময় নেয় চালু হতে এবং ১-২ মিনিট পর ভিডিও দেখাতে দেখাতে অফ হয়ে যায়। কিভাবে আমি কোনো ঝামেলা ছাড়া ইউটিউবে ভিডিও দেখতে পারি? সমাধান জানালে উপকৃত হব।

–জনি রনি

সমাধান : ইউটিউবে ভিডিও দেখতে চাইলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ থাকা জরুরি। ন্যূনতম ৩২ কিলোবাইট পার সেকেন্ড (২৫৬ কিলোবিট/সেকেন্ড) স্পিডের সংযোগ থাকলে ভালোভাবে ইউটিউবের ভিডিও দেখা সম্ভব। বর্তমানে ইউটিউবে হাইডেফিনিশন ভিডিও দেখতে চাইলে আরো বেশি গতির ইন্টারনেট স্পিড থাকা দরকার। আপনার ইন্টারনেট স্পিডের কথা উল্লেখ করেননি, তাই আপনার সমস্যা কম স্পিডের ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য কি না সেটি সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। আপনি ইচ্ছে করলে ভিডিও স্ট্রিমিং করার গতি বাড়াতে পারেন কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করে, এছাড়া ইউটিউবের ভিডিও ডাউনলোড করেও দেখতে পারেন। এমন কিছু সফটওয়্যার হচ্ছে TaterVideo, Save Tube Video 3.8, YouTube Downloader, Air Playit ইত্যাদি।

সমস্যা : আমার পিসির সময় এবং তারিখ ভুল দেখাচ্ছে। আমি সময় ও তারিখ ঠিক করে দেয়ার পরও আবার যখন নতুন করে পিসি চালু করি তখন ০০০০০০০০০০আবার একই সমস্যা দেখা দেয়। দয়া করে সমস্যাটির সমাধান দেবেন।

–রায়হান, টঙ্গী

সমাধান : এটি একটি সাধারণ সমস্যা। আপনার পিসির মাদারবোর্ডের সাথে একটি সিমোস ব্যাটারি লাগানো আছে। সেটি রিপ্লেস করে নিলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। সাধারণত এই ব্যাটারিটি মাদারবোর্ডে দেয়া থাকে তারিখ, সময় এবং পিসি রিস্টার্ট হওয়ার সময় সহায়ক হিসেবে। যখন পিসি বন্ধ থাকে তখন যেনো পিসির সময় ও তারিখ এবং অন্যান্য বায়োস সেটিংস এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই এই চাকতি আকৃতির ব্যাটারি সাথে দেয়া হয় পাওয়ার ব্যাকআপ দেয়ার জন্য। এটি পরিবর্তন করা তেমন কঠিন কিছু নয়। আপনি নিজেই এটি দোকান থেকে কিনে এনে লাগিয়ে নিতে পারবেন, আর লাগাতে না পারলে অভিজ্ঞ কারো সহায়তায় এটি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে নিন।

সমস্যা : আমি ব্রাউজার হিসেবে উইন্ডোজে ফায়ারফক্স ব্যবহার করি। মেইল অ্যাকাউন্টে এবং ফেসবুকে সাইন ইন করার জন্য বারবার ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড দেয়া লাগে, তাই আমি ব্রাউজারে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড অপশন ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে আমার পিসি আরো কয়েকজন বন্ধু শেয়ার করে। তাই আমি এখন এই পাসওয়ার্ড রিমেম্বারের ব্যাপারটা কিভাবে ব্রাউজার থেকে বাদ দিতে পারি?

–অন্তরা ইয়াসমিন, মোহাম্মদপুর

সমাধান : এটি করার জন্য আপনাকে ফায়ারফক্স ব্রাউজারের Toolsà Clear Recent History অপশনে যেতে হবে। সেখানে Details বাটনে ক্লিক করলে ৭টি অপশন পাবেন, সাধারণত ৭টিতেই টিক চিহ্ন থাকার কথা। তবে যেহেতু আপনি শুধু পাসওয়ার্ড মুছতে চান তার জন্য শুধু Active Logins লাইনে টিক চিহ্ন রেখে বাকিগুলোর টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিন। এখন Time range to clear লেখার পাশের ড্রপ-ডাউন বক্স থেকে Everything সিলেক্ট করে Clear Now বাটনে ক্লিক করুন। তারপরে দেখুন আপনার মেইল অ্যাকাউন্ট ও ফেসবুক লগ-ইন করার জন্য ম্যানুয়ালি ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দেয়া লাগছে।

সমস্যা : আমার পিসির ইউপিএস ১২০০ ওয়াটের। এটি ব্যবহার করছি প্রায় দেড় বছর হলো। এখন সমস্যা হচ্ছে হঠাৎ করেই ইউপিএস ব্যাকআপ দিচ্ছে না। আমি ভালোভাবে চার্জ করে দেখেছি কিন্তু তা কারেন্ট চলে যাওয়ার পর ৩-৪ সেকেন্ডের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ইউপিএসের কি সমস্যা তা জানাবেন। যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে থাকে তা কি কিনে লাগানো যাবে বা নষ্ট হলে তা ঠিক করানো যাবে কি?

–হাসান, ঝিগাতলা

সমাধান : ইউপিএসের ব্যাটারির আয়ু শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আগের দিনে যেসব ইউপিএস ছিল সেগুলো অনেক বেশি টেকসই ছিল যা ৪-৫ বছরেও কিছু হতো না। কিন্তু এখনকার ইউপিএসগুলোতে ২-৩ বছরের মধ্যেই সমস্যা দেখা দেয়। ইউপিএসের ব্যাটারি রিপ্লেস করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ১২০০ ওয়াট কথাটি ঠিক নয়, কারণ তা হবে ১২০০ ভিএ বা ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার। ১২০০ ভিএ ইউপিএসের ক্ষমতা ওয়াটে প্রকাশ করতে গেলে তা ৬৫০-৭৫০-এর মধ্যে হতে পারে ব্র্যান্ডভেদে। ১২০০ ভিএ ইউপিএসে সাধারণত ২টি ব্যাটারি লাগে। তাই আপনাকে দুটি ব্যাটারি কিনতে হবে। ঝিগাতলা আপনার বাসা তাই আপনি ওখান থেকে এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার মার্কেটে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন আপনার ইউপিএসের জন্য ব্যাটারি পাওয়া যায় কিনা। ব্যাটারির দাম সাধারণত ১১০০-১২০০ টাকার মতো হয়। নিজে লাগাতে না জানলে যে দোকান থেকে ব্যাটারি কিনবেন তাদের বলুন তা লাগিয়ে দিতে। তাহলেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যা : আমি আমার পিসিতে দুটি মনিটর একসাথে লাগিয়ে গেম খেলতে চাই। এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে?

–তৌফিক, চট্টগ্রাম

সমাধান : দুটি মনিটর ব্যবহার করার জন্য গ্রাফিক্স কার্ডে দুটি আলাদা গ্রাফিক্স পোর্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে একটি ভিজিএ ও একটি ডিভিআই অথবা এইচডিএমআই হতে হবে। ডিভিআই ও এইচডিএমআই একসাথে কাজ করতে পারে না। তাই দুটি ভিজিএ, দুটি ডিভিআই বা দুটি এইচডিএমআই পোর্ট ব্যবহার করতে হবে। ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ডে একের অধিক গ্রাফিক্স পোর্ট দেয়া থাকে যা দিয়ে অনায়াসে ডুয়াল মনিটর ব্যবহার করে গেম খেলা যায়। ডুয়াল মনিটর ব্যবহার করার জন্য গ্রাফিক্স কার্ডের যে ব্র্যান্ডের ব্যবহার করবেন সে ব্র্যান্ডের (এএমডি বা এনভিডিয়া) ওয়েবসাইটে ডুয়াল মনিটর চালানোর জন্য সফটওয়্যার দেয়া আছে তা ব্যবহার করতে হবে। মনিটর যুক্ত করার কাজে ভালো মানের ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে ডিসপ্লে ভালো আসবে না।

সমস্যা : আমি বাংলালায়ন ওয়াইম্যাক্সের ইউএসবি মডেম ব্যবহার করি। স্পিড বেশ ভালোই পাই কিন্তু মাঝে মাঝে স্কাইপিতে ভিডিও চ্যাট করার সময় আমার ওয়েবক্যামের ছবি অপর পাশ থেকে দেখা যায় না। এটা কি ওয়েবক্যামের সমস্যা না কি মডেমের?

–আহাদুর রহমান

সমাধান : আপনি যখন মডেম কানেক্ট করে স্কাইপিতে চ্যাট করবেন তখন খেয়াল করবেন আপনার ইন্টারনেট স্পিড ও সিগন্যাল স্ট্রেনথ কত? যখন স্পিড কমে যায় তখন আপনার ওয়েবক্যামের ভিডিও স্ট্রিমিং করার ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভিডিও আপলোড নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মডেম এক্সটেনশন ক্যাবল দিয়ে ব্যবহার করুন এবং কোন স্থানে রাখলে বেশি সিগন্যাল পায় তা দেখে সেখানে মডেম রেখে কাজ করুন।

ফিডব্যাক : jhutjhamela@comjagat.com

উইন্ডোজ ৭ নেটওয়ার্ক ট্রাবলশুটিং

কে এম আলী রেজা

আগের ভার্সনগুলোর সাথে তুলনায় উইন্ডোজ ৭-এ নেটওয়ার্ক ট্রাবলসুটিংয়ের কাজ অনেক সহজ। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রাবলশুটার উইজার্ড। এর সাহায্যে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিরসন করে নেটওয়ার্ক অপারেশন সচল রাখতে পারেন। উইন্ডোজ ৭ নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ট্রাবলশুটিং উইজার্ড ব্যবহারের সুবিধা দেয় :

ইন্টারনেট কানেকশন : আপনার কমপিউটার থেকে microsoft.com বা অন্য কোনো পছন্দের ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবে ইন্টারনেট সংযোগ যথাযথভাবে কাজ করছে কি না।

শেয়ারড ফোল্ডার : নেটওয়ার্কভুক্ত কোনো কমপিউটারে রক্ষিত ফোল্ডার শেয়ার করা যাচ্ছে কি না।

হোমগ্রুপ : হোমগ্রুপের মধ্যে কোনো ইউজার সৃষ্টি করে তাতে যোগদান বা কোনো রিসোর্স শেয়ার করার সুযোগ দেবে।

নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার : কমপিউটারের নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের কোনো সমস্যা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

ইনকামিং কানেকশন : বাইরে থেকে আসা ইনকামিং সংযোগ আপনার কমপিউটারে স্থাপনের বিষয়ে ফায়ারওয়াল বা এ ধরনের সিকিউরিটি সফটওয়্যার কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলে তা চিহ্নিত করবে।

ওপরে বর্ণিত উইজার্ডগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য আপনাকে Network and Sharing Center-এর অধীনে Troubleshoot problems লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে (চিত্র-১)।

কমপিউটারে Start → Control Panel → Find and fix problems → Network and Internet-এ ক্লিক করে উইজার্ডে অ্যাক্সেস করতে পারেন। এ উইজার্ডগুলো কিছু ইনপুট যেমন সাইট, শেয়ারড ফোল্ডার ইত্যাদি কাছে চাইবে। ইনপুট দেয়ার পর উইজার্ডগুলো সাধারণ উইজার্ডের মতোই দেখাবে। উইজার্ড রান করার এর ফলাফল হিসেবে পেতে পারেন নেটওয়ার্ক সমস্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হওয়া, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু

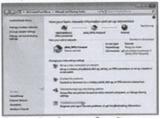

চিত্র-১ : নেটওয়ার্ক এবং শেয়ারিং সেন্টারের মাধ্যমে ট্রাবলশুটিং সেন্টার অ্যাক্সেস করার প্রক্রিয়া

সুপারিশ, কোনো সমস্যা নিরূপণ না হওয়া এবং এর ফলে ইভেন্ট ট্রেসিং লগ ফাইলের বিস্তারিত তথ্য দেখার অ্যাক্সেস সুবিধা পাওয়া ইত্যাদি।

ট্রাবলশুটিং উইজার্ডের ব্যবহার : উইন্ডোজ ৭-এ যেসব ট্রাবলশুটার উইজার্ড রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার এখানে দেয়া হয়েছে :

শেয়ারড ফোল্ডার ট্রাবলশুটিং : শেয়ারড ফোল্ডারের সমস্যা নিরূপণের জন্য ট্রাবলশুটিং উইন্ডোর Shared Folders অপশনটি সিলেক্ট করা মাত্র চিত্র-২ উইন্ডোটি আপনার সামনে চলে আসবে।

উইন্ডোর Next-এ ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটি দেখা যাবে। এখানে একটি নেটওয়ার্ক লোকেশনের জন্য লোকাল পাথ (যেমন \\networkname\folder) টাইপ করার জন্য বলা হবে। নেটওয়ার্ক সংযোগ ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার কাজে এ তথ্যাদি ট্রাবলশুটার ব্যবহার করবে। নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনে কোনো সমস্যা হলে ট্রাবলশুটার সেটি খতিয়ে দেখবে ও সমস্যা নিরসনের জন্য পরামর্শ দেবে।

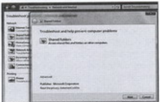

চিত্র-২ : শেয়ারড ফোল্ডার ট্রাবলশুটার উইজার্ড

হোমগ্রুপ সংক্রান্ত সমস্যার ট্রাবলশুটিং : উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমে কোনো নতুন হোমগ্রুপ তৈরি বা ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে এমন কোনো হোমগ্রুপে যুক্ত হতে কোনো সমস্যা হলে এ ট্রাবলশুটারটি কাজে লাগাতে হবে।

হোমগ্রুপ ট্রাবলশুটার উইন্ডোর Next বাটনে ক্লিক করলে প্রম্পটের মাধ্যমে জানতে চাইবে কী ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন। কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোনো নতুন হোমগ্রুপ তৈরি ও বিদ্যমান হোমগ্রুপের সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়া। অ্যাকশন রিকোয়েস্ট সম্বলিত উইন্ডোটি চিত্র-৩-এ দেখানো হলো।

নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার সংক্রান্ত সমস্যার ট্রাবলশুটিং : এর পরের ট্রাবলশুটারটি হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার সম্পর্কিত। ট্রাবলশুটারটি ওপেন করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে একটি প্রম্পটের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার সিলেক্ট করতে বলবে। যে অ্যাডাপ্টারটি সমস্যা আক্রান্ত হয়েছে বা হতে পারে মনে করেন সেটি প্রম্পট থেকে সিলেক্ট করুন। সমস্যা আক্রান্ত অ্যাডাপ্টার নির্ণয় করতে অসুবিধা হলে সব অ্যাডাপ্টার ডায়াগনসিসের জন্য সিলেক্ট করতে পারেন।

নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার সিলেক্ট করলেই ট্রাবলশুটার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের পরীক্ষা করে

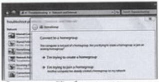

চিত্র-৩ : হোমগ্রুপ উইজার্ড অ্যাকশন অপশন

দেখে জানাবে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার যথাযথভাবে কাজ করছে কি না। নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের কোনো সমস্যা ধরা পড়লে তা সমাধানের জন্য ট্রাবলশুটার কিছু পরামর্শ দেবে। নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারকে ঠিকমত কাজ করানোর জন্য পরামর্শগুলো অনুসরণ করুন।

ইনকামিং সংযোগ ট্রাবলশুটিং : অনেক সময় কমপিউটারে নেটওয়ার্কভুক্ত অন্যান্য কমপিউটার সংযোগ স্থাপন করতে সমস্যা হয়। এসব ক্ষেত্রে আপনার কমপিউটারে অন্যান্য কমপিউটার কর্তৃক রিসোর্স শেয়ারিংয়ের কাজটি সহজ করতে ইনকামিং কানেকশন ট্রাবলশুটারটি কাজ লাগাতে হবে।

ইনকামিং কানেকশন ট্রাবলশুটারটি চালু করে নেক্সটে ক্লিক করলে একটি প্রম্পটের মাধ্যমে জানতে চাইবে কোন রিসোর্সে সংযোগ পেতে বাইরের কমপিউটারের অসুবিধা হচ্ছে। সমস্যা আক্রান্ত রিসোর্সটি এখান থেকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। রিসোর্স সিলেকট করার পরপরই ট্রাবলশুটার এর কনফিগারেশন পরীক্ষা করে দেখবে। কনফিগারেশনে কোনো সমস্যা ধরা পড়লে তা সমাধানের জন্য কিছু পরামর্শ দেবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে রিসোর্সের ইনকামিং সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

ট্রাবলশুটিং হিস্ট্রি প্রদর্শন

প্রতিটি ট্রাবলশুটিং সেশন ডায়াগনস্টিক উইজার্ড রেকর্ড ও সংরক্ষণ করে। এ রেকর্ড দেখার জন্য Start→Control Panel→Find and fix problems-এ গিয়ে প্রধান ট্রাবলশুটিং উইন্ডোর বাম দিকের View history লিঙ্কে ক্লিক করলে প্রতিটি ট্রাবলশুটিং সেশনের এন্ট্রিগুলো দেখতে পাবেন।

ট্রাবলশুটিং উইজার্ড রান করার পর View detailed information লিঙ্কে ক্লিক করলে ওপেনিং সেশনে একই তথ্য দেখতে পাবেন। এখান থেকে ইভেন্ট ট্রেসিং লগ (ETL) ফাইলটিও অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং নেটওয়ার্ক সমস্যা সমাধানের জন্য তা কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন।

উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমের নেটওয়ার্ক ট্রাবলশুটার উইজার্ড ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের ছোটখাটো যেকোনো সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। উইজার্ড অ্যাক্সেস পদ্ধতিও অনেক সহজ করা হয়েছে। ডেস্কটপের নোটিফিকেশন এরিয়াতে গিয়ে নেটওয়ার্ক আইকনে ডাবল ক্লিক করে অথবা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের এরোর (Error) পেজে গিয়ে উইজার্ডটি অ্যাক্সেস করতে পারেন। নেটওয়ার্কের সুনির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য উইজার্ডটি আপনি কন্ট্রোল প্যানেল বা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং সেন্টার থেকেও অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবেন।

ফিডব্যাক : kazisham@yahoo.com

ইন্টারনেট ও কমপিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য কিছু টিপস

মোহাম্মাদ ইশতিয়াক জাহান

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পছন্দ করেন না এমন ব্যবহারকারী বর্তমানে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ, ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ খুব সহজেই করতে পারেন এবং নিমিষেই একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে তথ্য, মেইল, ছবিসহ গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পাঠাতে পারেন। তাই ব্যবহারকারীরা প্রায় সময় ইন্টারনেটের ওপর বিভিন্ন টিপ ও ট্রিকসহ বিভিন্ন ধরনের টিউটরিয়াল খুঁজে থাকেন, বিভিন্নভাবে নিজেকে আপগ্রেড করে নেন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য এমন কিছু টিপ ও ট্রিক নিয়ে নিচে আলোচনা করা হয়েছে, যা ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট ব্যবহারকে আরো সহজ ও সমৃদ্ধ করাসহ শ্রম ও সময় দুটিই বাঁচাবে। অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা গতানুগতিকভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন বছরের পর বছর। কিছু দরকারি টিপ ও ট্রিক এবং শর্টকাট জানা না থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারে বেশ কিছু সময় ব্যয় করে থাকেন। যেসব ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রোগ্রামার রয়েছেন তাদের এসব ট্রিক জানা থাকলে কোডিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার সময় ও কষ্ট দুটিই বাঁচাবে।

http:// এবং www বাদ দেয়া : আমাদের মধ্যে অনেকেই কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করার সময় http:// এবং www এই দুটি বা যেকোনো একটি ব্যবহার করে ডোমেইন নেম টাইপ করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে ব্রাউজারে শুধু ডোমেইন নেম দিয়ে এন্টার চাপলেই ওই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে http:// এবং www ব্যবহার করতে হবে না। আর যদি ডটকম কোনো ডোমেইনে ভিজিট করতে চান, তাহলে ডোমেইন নামটি টাইপ করে Ctrl+Enter চাপলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডোমেইনের আগে ও পরে http://www এবং .com চলে আসবে। যেমন অ্যাড্রেসবারে google টাইপ করে Ctrl+Enter চাপলে আউটপুট দেখতে পারবেন। এটি শুধু .com ডোমেইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দ্রুততার সাথে ফিল্ড ভিজিট করা : ওয়েবসাইটে ভিজিটের ক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ডের পাশাপাশি মাউস বেশি ব্যবহার করে থাকি। ফলে এক মেনু থেকে অন্য মেনু বা ফর্মের এক ফিল্ড থেকে অন্য ফিল্ডে যাওয়ার জন্য মাউস ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু বারবার মাউস ও কিবোর্ড ব্যবহার সময় নষ্ট করে এবং এটি একটু বিরক্তিকরও বটে। আবার অন্যদিকে যাদের কোনো কারণে মাউস নষ্ট হয়ে যায়, তারা শুধু কিবোর্ড ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ট্যাব কি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের আইকন, পেজ, ফর্ম ফিল্ড, মেনু থেকে মেনু ভিজিট করতে পারেন। আবার উল্টোপথে ফিল্ডগুলো সিলেক্ট করার জন্য Shift+Tab কি ব্যবহার করতে পারেন।

ইন্টারনেট ব্রাউজার শর্টকাট : ইন্টারনেট ব্রাউজারের জন্য প্রচুর শর্টকাট কি রয়েছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় শর্টকাট এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

০১. ওয়েবসাইট ভিজিট করার কোনো এক সময় উক্ত উইন্ডোতেই অন্য ইউআরএল টাইপ করার প্রয়োজন হয়ে থাকলে আমরা মাউস ব্যবহার করে অ্যাড্রেস বারটি সিলেক্ট করে নতুন ইউআরএলটি টাইপ করে থাকি। কিন্তু Alt+D কি ব্যবহার করে সহজেই উক্ত অ্যাড্রেস বারকে সিলেক্ট করা যায়। এর জন্য আলাদাভাবে মাউস দিয়ে অ্যাড্রেস বারে ক্লিক করতে হবে না।

০২. পেজের ফন্ট সাইজ বড় বা ছোট করার জন্য "Ctrl+" বা "Ctrl–" ব্যবহার করতে পারি। অথবা Ctrl Key-তে চাপলে মাউসের স্ক্রল ব্যবহার করেও ফন্ট ছোট-বড় করতে পারি।

০৩. ওয়েবসাইট ভিজিট করার ক্ষেত্রে যদি আগের পেজে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে ব্যাক বাটনে ক্লিক করে থাকি। কিন্তু Alt key + left arrow ব্যবহার করেও ব্রাউজারের পেছনের পেজে যেতে পারবেন।

০৪. কাজের প্রয়োজনে ওয়েবসাইট রিফ্রেশ করার প্রয়োজন হতে পারে। শুধু F5 কি ব্যবহার করে ওয়েবপেজকে রিফ্রেশ করতে পারেন।

০৫. F11 ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্রাউজারকে ফুল স্ক্রিনে কনভার্ট করা যায়।

০৬. কোনো ওয়েবসাইট বুকমার্ক করার জন্য Ctrl+B চাপুন বা ওয়েবপেজে কোনো কিছু সার্চ করার জন্য Ctrl+F ব্যবহার করুন।

ট্যাব ব্রাউজিং : ব্রাউজারের ক্ষেত্রে এক ট্যাব থেকে অন্য ট্যাবে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ এক ট্যাব থেকে সামনের ট্যাবে যাওয়ার জন্য Ctrl+Tab চাপুন এবং পেছন দিকের ট্যাব সিলেক্ট করার জন্য Shift+Ctrl+Tab কি ব্যবহার করতে হবে।

ওপেন কমান্ড উইন্ডো : কাজের প্রয়োজনে অনেক সময় বিভিন্ন ফোল্ডারের লোকেশনে কমান্ড মোডে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়। তখন রানে ক্লিক করে cmd টাইপ করে কমান্ড মোড অন করে ওই লোকেশনে ভিজিট করতে হয় এবং লোকেশনটি সঠিকভাবে টাইপ করতে হয়। এ ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্তির জন্য প্রথমে ওই ফোল্ডারের লোকেশনে গ্রাফিক্যাল মোডে প্রবেশ করুন। এবার Shift কি চেপে মাউসের ডান ক্লিক করুন। এতে যে মেনু বের হবে ওখান থেকে Open command window here অপশনটি সিলেক্ট করুন। এতে যে লোকেশনের ফোল্ডারে আছেন উক্ত ফোল্ডারটির লোকেশনসহ কমান্ড মোডটি চালু হবে।

কমান্ড লাইনে ক্লিপবোর্ড ক্লিয়ার করা : কমান্ড লাইন ব্যবহার করে উইন্ডোজ ক্লিপবোর্ড পরিষ্কার করতে পারেন। কমান্ড লাইনে echo off clip ব্যবহার করার পর ক্লিপবোর্ড থেকে সব কনটেন্ট মুছে যাবে।

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার প্রিভিউ প্যান : উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের প্রিভিউ প্যান ব্যবহার করা হয় কোনো ছবি ওপেন না করে শুধু সিলেক্ট করে ছবিটির প্রিভিউ দেখার জন্য। উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের প্রিভিউ প্যান চালু বা বন্ধ করার জন্য Alt+P শর্টকাট কি ব্যবহার করুন।

কমান্ড লাইন ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ভিজিট করা : ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য আমরা সাধারণত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স মজিলা, অপেরা ইত্যাদি ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অনেকেই কমান্ড মোড থেকে ওয়েবসাইট ভিজিট করার টেকনিকটি জানেন না। কমান্ড লাইনে থেকে ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য start http://www.google.com/ অথবা start www.google.com টাইপ করে এন্টার কি চাপুন। এতে আপনার ডিফল্ট ওয়েব ব্রাউজারে ওই ওয়েবসাইটটি প্রদর্শিত হবে।

ফিডব্যাক : rony446@yahoo.com

মাইক্রোসফট সোশ্যাল
সামাজিক যোগাযোগ ক্ষেত্রের কি নতুন কিছু?

হাসান মাহমুদ

মাইক্রোসফটের নতুন নেটওয়ার্কিং সাইট www.So.cl–যাকে অভিহিত করা হয় সোশ্যাল বলে, শেষ পর্যন্ত তার বেটা ভার্সন বের করেছে। এটি মূলত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে বলে বলা হচ্ছে। কেননা ব্রাউজিং, সার্চ এবং আরো অনেক সুবিধা রয়েছে এই সাইটটিতে। তবে ফেসবুক, গুগল প্লাস, টুইটারের সাথে পাল্লা দিয়ে এটি কী পারবে নিজের জায়গা করে নিতে?

সোশ্যাল বের হওয়ার আগেই এর তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া

গত জুলাইয়ে মাইক্রোসফটের বেয়ার-বনস ভার্সনের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক 'টিউলেলিপ' নিয়ে ভুলবশত খবর প্রকাশ হয়। সোশ্যালের নামকরণের আগে এর নাম ঠিক করা হয় 'টিউলেলিপ'। তখন খবরে প্রকাশ, এর সেবা টুইটার ও ফেসবুকের মাধ্যমে লগইন হয়। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে মাইক্রোসফট দ্রুত সাইটটি সরিয়ে ফেলে এবং বিষয়টি সম্পর্কে করা পোস্টগুলোও উঠিয়ে নেয়।

ফেসবুকের সাথে এ সাইটের ইন্টারফেসের রয়েছে খুবই সামঞ্জস্য। পাশাপাশি রয়েছে গুগল প্লাস ইলিমেন্টের সংমিশ্রণ।

সোশ্যালের নীরব যাত্রা

অনেকটা নীরবেই মাইক্রোসফট সোশ্যালের মুক্তি দেয় এ বছরের মে মাসে। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য বেটা ভার্সনে রাখা হয়েছিল এই সাইটটি। এসও ডট সিএল বা সোশ্যাল নামের সাইটটিতে ফেসবুক বা গুগল প্লাসসহ অন্য সামাজিক সাইটের মতো যোগাযোগ সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। সাইটটিতে আরো রয়েছে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়সহ ভিডিও চ্যাট সুবিধা।

মাইক্রোসফটের ফিউচার সোশ্যাল এক্সপেরিয়েন্স তথা ফিউজ ল্যাব সাইটটি তৈরি করে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, অনলাইন তথ্য বিনিময়ের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া সাইটটি শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেও সাইটটিতে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রাথমিকভাবে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন, সাইরাকাস ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এবং কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ সাইটটি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। অবশেষে এই বছরের মে মাসে সবার জন্য উন্মুক্ত করা দেয়া হয় সাইটটি।

সোশ্যালের উদ্দেশ্য

মাইক্রোসফট সোশ্যাল বের করার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করে, এটি শিক্ষার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল সার্চের একটি নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে। কেননা এটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এবং সার্চের সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ওয়েবপেজ শেয়ার করতে, যেভাবে ছাত্রছাত্রীরা একসাথে কোনো কাজ করে সেভাবেই এটি করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের এক মুখপাত্র জানান, এটি বর্তমানে নেটওয়ার্কিং এবং সার্চের যেসব সাইট রয়েছে সেগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নয় বরং কিভাবে সর্বনিম্ন উপাদান ব্যবহার করে নেটওয়ার্কিং এবং সার্চকে মিলিয়ে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় তার ওপরই একটি গবেষণার ফসল।

কিভাবে এলো এই সোশ্যাল

মাইক্রোসফটের নতুন সাইট সোশ্যাল–যা একত্রিত করেছে নেটওয়ার্কিং এবং সার্চ। এটি ছাত্রছাত্রীদের ওয়েবের মাধ্যমে বিভিন্ন খবর, ছবি এবং তথ্য সংগ্রহ এবং শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সোশ্যালে মূলত ইন্টারনেট অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে পোস্ট তৈরি এবং শেয়ার করতে পারবেন, তবে এতে আরো অনেক কিছু যেমন টেক্সট, ছবি এবং ভিডিও ইত্যাদিও শেয়ার করা যাবে। মাইক্রোসফটের ফিউজ ল্যাব ফেসবুক, টুইটার এবং বিংয়ের ডাটাগুলোর ওপর বিশ্লেষণ করে তার ওপর ভিত্তি করে এই সাইটটি ডেভেলপ করে।

ফিউজ ল্যাবের ব্যবস্থাপক লিলি চেং জানান, আমরা চেষ্টা করেছি এমন একটি সাইট তৈরি করতে যেখানে খুব সহজে সমৃদ্ধ ও সুন্দর পোস্ট শেয়ার করার অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এখানে ব্যবহারকারী খুব সহজেই নিজের প্লাটফর্ম দাঁড় করাতে পারবে, অন্যদের অনুসরণ করতে পারবে, ফিড সেটআপ করতে পারবে, জনপ্রিয় চলতি বিষয় সার্চ করতে পারবে। এখানেও ব্যবহারকারীদের জন্য বোর্ড তৈরির সুযোগ রয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত এর ব্যবহার শুধু কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। এ ছাড়া এর নিউজ ফিড গুগল প্লাসের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবে সোশ্যালের কিছু ফিচারে নতুনত্ব রয়েছেই। যেমন–এর পার্টি ফিচারটি যেখানে আপনি কোনো মিউজিক ভিডিও অথবা 'টু অ্যান্ড হাফ মেন'-এর কোনো পুরনো পর্ব দেখে নিতে পারেন খুব সহজেই এবং চাইলে ভিডিও ফুটেজটির ব্যাপারে আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই নেটওয়ার্ক একই কমিউনিটির সদস্যদের ভালোলাগা, পছন্দের বিষয় ইত্যাদি বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেমন পছন্দের খাবার, ব্যান্ড ইত্যাদি। এর ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগের একটি পথ তৈরি হয়। যেহেতু এটি একটি ওপেন কমিউনিটি, তাই এখানে অনেক সময়ই এমন ছবি প্রকাশিত হতে পারে যা অনেকের বিরক্তির কারণ হতে পারে। আপনি চাইলে ওইসব ব্যবহারকারীর কার্যক্রম আনফলো করে দিতে পারবেন। সোশ্যালে সাইন ইন করতে হলে আপনাকে ফেসবুক অথবা উইন্ডোজ লাইভের মাধ্যমে তা করতে হবে।

কারা রয়েছে এর পেছনে

সোশ্যাল তৈরি করেছে ফিউজ ল্যাব নামের একটি ছোট্ট দল, যার সদস্য মাত্র ২৩ জন। ফিউজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রে অজি। লিলি চেংয়ের ▸

আগে তিনিই মাইক্রোসফটের ক্রিয়েটিভ পরিচালক ছিলেন যা পরে লিলি চেংকে হস্তান্তর করা হয়।

কী আছে এতে

মাইক্রোসফটের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর পরীক্ষার একটি ফসল হলো সোশ্যাল। এটি ডিসেম্বরে শুধু ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হলেও বর্তমানে যেকেউই এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এটি জনপ্রিয় সাইট ফেসবুক, গুগল প্লাস অথবা টুইটারের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম নয় বরং এটি বিং সার্চ থেকে ওয়েব কনটেন্ট নিয়ে সাজানো হয়েছে এবং পিন্টারেস্টের মতো করে ইমেজ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।

সাইনিং আপ

আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা উইন্ডোজ লাইভ আইডি ব্যবহার করেই সোশ্যালে যেতে পারবেন। তবে অনেক সময়ই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাইন ইন করতে চাইলে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সাইন ইনের পর একটি উইন্ডো দেখতে পাবেন, যেখানে আপনাকে কিছু সাধারণ আগ্রহের বিভাগ দেয়া হবে, যা সাধারণত মানুষ অনুসরণ করে থাকে। তবে সবসময় এটি কাজ করে না, তখন আপনার নিজের পছন্দমতো বিভাগ বেছে নিতে পারেন।

এক্সপ্লোর

একবার সোশ্যালের প্রাথমিক ধাপ পার করার পর পরবর্তী পর্যায়ে পাবেন এক্সপ্লোরের পেজ। এর মূল কলামটি জেনারেল ইন্টারেস্ট দিয়েই পূর্ণ থাকবে যা আপনি চাইলে অনুসরণ করতে পারেন। এর বামপাশে আরেকটি নেভিগেশন কলাম রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনার ফিডে কী দেখতে পারেন অথবা আপনার পেস্টে কী ধরনের বিষয়বস্তু শেয়ার করতে চান তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

ফিড

আপনার প্রোফাইলে নির্দিষ্ট কিছু পছন্দের বিভাগ যুক্ত করার পরবর্তী ধাপ হলো 'ফিড'। এটি অনেকটা ফেসবুক এবং গুগল প্লাসের মতোই। আপনার ফিডে দেখতে পাবেন অন্যান্য সোশ্যাল ব্যবহারকারীদের শেয়ার করা পাবলিক পোস্টগুলো। ফিডের নিচে 'কনভারসেশন' নামে আরেকটি বিভাগ রয়েছে, যেখানে অন্য সোশ্যাল ব্যবহারকারীদের সরাসরি মেসেজ পাঠাতে পারেন।

পোস্ট

এরপর নজর দেয়া যাক 'পোস্ট' বিভাগটিতে। এখানে কোনো বাহ্যিক বিষয়বস্তু পোস্ট করতে হলে আপনাকে প্রথমে কোনো একটি বিষয় পছন্দ করে এই পেজটির ওপরে বিংয়ের সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করতে হবে। সার্চের ফল পাওয়ার পর যে লিঙ্কটি আপনার পেস্টে যুক্ত করতে চান সেটির নিচে 'অ্যাড টু পোস্ট' বাটনটিতে ক্লিক করলেই হবে। এরপর কোনো মেসেজ যুক্ত করতে চাইলে লিখে ডানে ক্লিক করলেই হবে।

এ ছাড়া লিঙ্কটি ওয়েবসাইট থেকে গ্র্যাব করে এনে মেসেজ এন্ট্রি বক্সে দিয়ে 'অ্যাড লিঙ্ক'-এ ক্লিক করে পোস্ট করতে পারেন। যেমন কমপিউটার জগৎ-এর কোনো পোস্ট যদি শেয়ার করতে চাইলে ওই পোস্টটির লিঙ্কটি গ্র্যাব করে আপনার পোস্টে পেস্ট করে দিন, একটি কমেন্ট লিখুন। অন্যান্য ব্যবহারকারী চাইলে আপনার পোস্টের নিচের স্মাইলিতে ক্লিক করে আপনার শেয়ার করা লিঙ্কটি লাইক করতে পারে। অথবা তারা চাইলে এতে কমেন্ট করতে পারবে, এমনকি ই-মেইল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার পোস্টটি শেয়ারও করতে পারে। এ ছাড়া আপনার পোস্টটি কেউ ট্যাগও করতে পারবে।

রিফ

গুগল প্লাস এবং ফেসবুকের মতো সোশ্যালে আপনি কমেন্ট করতে পারবেন কোনো পোস্টের ওপর এবং সেই পোস্টকে রি-শেয়ার করতে পারবেন। এখানে রিফ্লিং আপনাকে একটু ভিন্ন মাত্রা দেবে। রিফ করার মাধ্যমে আপনার শেয়ারকে কোলাবরেট করতে পারবেন এর আসল পোস্ট, কমেন্ট এবং এর সাথের সব লিঙ্কসহ।

প্রোফাইল

সোশ্যাল ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে তার নাম, তার ফেসবুক অথবা উইন্ডোজ লাইভের প্রোফাইল ছবি, ব্যবহারকারীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপ প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া এর ফেসবুকের মতো একটি কভার ফটো বিভাগও রয়েছে।

ভিডিও পার্টি

এখানে ইউটিউবের যেকোনো ভিডিও দেখতে পারবেন। এতে কমেন্ট করতে পারবেন, প্লে-লিস্টে ভিডিও যোগ করতে পারবেন, প্লে-লিস্টের শীর্ষে যেকোনো ভিডিওকে সরিয়ে নিতে পারবেন এবং কোন ভিডিওটি সবচেয়ে কার্যকর ও উপাদানসমৃদ্ধ তা আপনি মার্ক করে দিতে পারেন, যাতে অন্যান্য ব্যবহারকারী সহজেই বুঝতে পারে।

ইন্টারেস্ট

এই বিভাগটি আপনার অনুসরণ করা মজার বিষয়গুলোকে তালিকাভুক্ত করে। প্রতিটি ইন্টারেস্টের নিজস্ব একটি পেজ রয়েছে, যেখানে ওই বিষয়ের ওপর অন্যদের পোস্টগুলোও পাবেন। এতে একটি কুইক সার্চ লিঙ্কও থাকে, যা নতুন ইন্টারেস্টের বিষয় খুঁজে পেতে এবং প্রোফাইলে যোগ করতে সাহায্য করে।

এখনই সোশ্যালের রিলিজ কেনো

বিংয়ের সার্চ ইঞ্জিনকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সোশ্যালের রিলিজ। বিংয়ের সার্চ ইঞ্জিনকে আরো গতিময় করে তোলার জন্য এবং গুগলের সাথে প্রতিযোগিতায় আসার জন্য এই রিলিজ। সোশ্যালের সাথে সাথে বিংয়ের সার্চ ইঞ্জিন আরো নতুন আঙ্গিকে এসেছে। এখন বিংয়ের সার্চ তিন কলামে রেজাল্ট দেখায় যা কি না ব্যবহারকারীদের জন্য আরো সহজ হয়ে গেছে। সোশ্যালের মূল থিমেই প্রাধান্য পেয়েছে সার্চ। এখন শুধু এটিই দেখার বিষয় গুগলের সাথে প্রতিযোগিতায় কতটুকু টিকে থাকতে পারে সোশ্যাল এবং বিং।

সোশ্যাল কি সফল হবে?

এটি সত্যিই ভাবার বিষয়। কেননা মাইক্রোসফট বলছে, এটি এখনো তাদের গবেষণাধীন রয়েছে। এটি এখন সবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয়। যারা ফেসবুক, পিন্টারেস্ট ও বিং ব্যবহারকারী আছেন তাদের এই সাইটটি ব্যবহারের আগ্রহ না দেখানোই স্বাভাবিক। এ ছাড়া আমরা যদি অন্যান্য সোশ্যাল সাইটের সাথে তুলনা করি, তবে দেখা যায় গুগল প্লাসের যাত্রার প্রথম দিকে তারা খুব তাড়াতাড়ি তাদের ব্যবহারকারীর ভিত্তি তৈরি করে নিতে পারলেও এখন পর্যন্ত তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার এই বাজারের সিংহাসন দখল করে রাখলেও এখনও কঠিন যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তা ধরে রেখেছে। সুতরাং মাইক্রোসফটের জন্য তা আরও কঠিন হয়ে পড়বে, কেননা সময় এবং নতুনত্ব দুই দিক দিয়েই তারা পিছিয়ে আছে।

যেসব ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন

ব্যবহারকারীদের সিকিউরিটি এবং গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে মাইক্রোসফটের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মাইক্রোসফটকে ভাবতে হবে মোবাইল ফিচার দিয়ে। এই মোবাইলের যুগে শুধু কমপিউটারভিত্তিক কোনো সাইট নিয়ে নেতৃত্ব দেয়ার কথা ভাবাই যায় না। যেহেতু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ফোনের সাথে একটি ভালো অবস্থানে আছে, তাই এটি তাদের জন্য কোনো বড় সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

মাইক্রোসফট সোশ্যালকে 'খোলা অনুসন্ধানের ওপর একটি পরীক্ষা' বলে অভিহিত করেছে। কেননা এখানে আপনি যাই সার্চ করেন না কেনো তা অন্যান্য ব্যবহারকারী দেখতে পাবেন। যার ফলে একে সহজেই গুগল প্লাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। সোশ্যালের আরেকটি ফিচার আছে 'ভিডিও পার্টি' নামে, যা তারা নতুন বললেও মূলত এটি ইউটিউবের প্লে-লিস্টের মতোই। সুতরাং এই প্রতিযোগিতায় একই রকম সেবা নিয়ে এসে মাইক্রোসফট কতটুকু সফল হবে, তা সত্যি ভাবনার বিষয়।

ফিডব্যাক : *faisalb01@gmail.com*

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

জেনে নিন জেড ৭৭ মাদারবোর্ড সম্পর্কে

মো: তৌহিদুল ইসলাম

ইন্টেলের নতুন চিপসেট জেড ৭৭-এর কোড নেম প্যান্থার। কিছুদিন আগেই ইন্টেল বাজারে আইভি ব্রিজ প্রসেসর অবমুক্ত করেছে। আর এর জন্য পরিবর্তন করতে হয়েছে চিপসেট ও প্রসেসর ধারণকারী সকেট। যদিও ইন্টেলের জেড ৬৮ চিপসেট থেকে আর্কিটেকচারের দিক দিয়ে জেড ৭৭-এর খুব সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। জেড ৭৭-এ পরিবর্তন আনা হয়েছে পিসিআই এক্সপ্রেস থ্রি, ইউএসবি থ্রি এবং সাটা সাপোর্টে। নতুন জেড ৭৭ চিপসেটে আছে চারটি ইউএসবি থ্রি, দশটি ইউএসবি টু পোর্ট। এ ছাড়া আছে চারটি, তিনটি ও দুটি ৬ জিবিপি/সে. সাটা পোর্ট।

জেড ৭৭ চিপসেটের মূল ধরন দুটি। একটি ল্যাপটপের ও অন্যটি ডেস্কটপের উপযোগী। ল্যাপটপের জন্য মোট ছয় ধরনের এবং ডেস্কটপের জন্য দুই ধরনের চিপসেট তৈরি করেছে ইন্টেল। ডেস্কটপের চিপগুলো ৬.৭ ওয়াট ও ল্যাপটপের চিপগুলো ৪.১ ওয়াটে চলবে। পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে এবারই প্রথম ইন্টেল তাদের এ চিপে ক্ষতিকর হ্যালোজেনের ব্যবহার বাদ দিয়েছে। ডেস্কটপ ও ল্যাপটপের চিপসেটের প্রধান পার্থক্য হলো-ডেস্কটপের চিপসেটে ইউএসবি ৩ এবং পিসিআই এক্সপ্রেস পোর্ট আছে, যা ল্যাপটপ চিপে অনুপস্থিত।

আর ডেস্কটপের এক্স ৭৯ চিপসেটের সাথে জেড ৭৭-এর প্রধান পার্থক্যগুলো-এক্স ৭৯-তে গ্রাফিক্সের জন্য ব্যবহার হওয়া বাই ডিরেকশনাল লেনগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ফলে জেড ৭৭-এ প্রসেসরের ওপর চাপ কমে যাবে। অন্যদিকে তিনটি স্বাধীন ডিসপ্লে কার্ড একত্রে একটি পিসিতে কাজ করবে। আগে মেমরির জন্য চারটি আলাদা চ্যানেল ছিল। তার পরিবর্তে জেড ৭৭-এ দুটি চ্যানেল করা হয়েছে। এক্স ৭৯-এ প্রসেসরের সাথে চিপসেটের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ডিএমআই। নতুন জেড ৭৭-এ ডিএমআইর সাথে এফডিআই যুক্ত করা হয়েছে। এক্স ৭৯-এর রেপিড স্টোর টেকনোলজি ছাড়াও জেড ৭৭-এ নতুন যোগ করা হয়েছে স্মার্ট রেসপন্স, রেপিড স্ট্যাটি, স্মাট কানেক্ট, এক্সট্রিম টিউনিং সাপোর্ট।

ইতোমধ্যেই বাজারে বেশ কিছু জেড ৭৭ চিপসেটযুক্ত মাদারবোর্ড পাওয়া যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত যে কয়টি মাদারবোর্ড বাজারে এসেছে তার মধ্য থেকে ভালো কিছু মাদারবোর্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ লেখায়। নিচের সব মাদারবোর্ডেই ব্যবহার করা হয়েছে এলজিএ সকেট ১১৫৫ এবং সব মাদারবোর্ড ইন্টেল কোর আই সেভেন

ইন্টেল ভিজ্যুয়াল বায়োস

উপযোগী। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত ইন্টেলের ইন্টেল ডিজেড ৭৭-জিএ-৭কে, আসুসের ম্যাক্সিমাম ভি-জিনি এবং সাবির টুথ জেড ৭৭, গিগাবাইটের জিএ-জেড ৭৭ এক্স-ইউডি ৫ এইচ এবং এমএসআইর জেড ৭৭-জিডি ৬৫ অন্যান্য মাদারবোর্ডের তুলনায় এগিয়ে আছে।

গিগাবাইট জিএ-জেড ৭৭ এক্স-ইউডি ৫ এইচ

আসুসের ভি-জিনি মাদারবোর্ডের সাথে বেশ প্রতিযোগিতা চলছে এ মাদারবোর্ডের। যদিও আসুসের মাদারবোর্ডের তুলনায় এ মাদারবোর্ড দামি। গিগাবাইটের এ বোর্ডটি ফুল এটিএক্স সাইজ এবং বোর্ডের পুরুত্ব আগের বোর্ডগুলোর তুলনায় মোটা। এ বোর্ড গ্রাফিক্সের জন্য ক্রসফায়ার এবং এসএলআই মাল্টি জিপিইউ সাপোর্ট করে। বোর্ডটিতে গ্রাফিক্সের জন্য রয়েছে তিনটি পিসিআই-ইথ্রি স্লট। যার একটি ১৬ এক্স, দুটি ৮ এক্স এবং তিনটি (৮+৪+৪) গ্রাফিক্সকার্ড ব্যবহার করা যাবে। ফলে তিনটি গ্রাফিক্সকার্ড একত্রে একটি মাদারবোর্ডে ব্যবহার করা যাবে। পিসিআই ৩ স্লট ছাড়াও এতে দুটি পিসিআই-ই স্লট এবং একটি পিসিআই স্লট রয়েছে। পেছনের প্যানেলে আছে চারটি ইউএসবি ৩ পোর্ট, দুটি এক গি.বা./সে.-এর ল্যান পোর্ট, ই-সাটা, ফায়ারওয়্যার পোর্ট। ডিসপ্লের জন্য যুক্ত আছে ডিভিআই, ভিজিএ, এইচডিএমআই পোর্ট। ক্যাসিংয়ের ভেতরে আছে তিনটি ইউএসবি পোর্ট, চারটি তিন গি.বা./সে. সাটা পোর্ট ও দুটি ছয় গি.বা./সে. সাটা পোর্ট। ছয় গিগাবাইটের সাটা পোর্ট দুটি পুরোপুরি জেড ৭৭-এ চলে। একেবারে বোর্ডের মাঝামাঝিতে আছে এম-সাটা পোর্ট। যার সাহায্যে যেকোনো এসএসবি সহজেই যুক্ত করা যাবে। যদিও এটি ব্যবহারে একটি তিন গি.বা. সাটা পোর্ট ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। সাটা পোর্টগুলোর পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য কিছু পোর্টকে ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বোর্ডে রাখা হয়েছে। অডিও প্রসেসর হিসেবে এ বোর্ডে ব্যবহার করা হয়েছে রিয়েলটেকের এএলসি৮৯৮ চিপ। ভালো সিগন্যাল বহন করার জন্য বোর্ডটিতে ২× কপার ব্যবহার করা হয়েছে। যার কপার লাইনের পুরুত্ব আগের অন্যান্য বোর্ড থেকেও দ্বিগুণ মোটা। আর্দ্রতা থেকে বোর্ডটির সুরক্ষার জন্য গিগাবাইট একটি চিপ ব্যবহার করেছে। আর পুরো বোর্ডের পিসিভির ওপর ব্যবহার করা হয়েছে নতুন গ্লাস ফেব্রিক। স্থির বিদ্যুৎ প্রতিহত করার জন্য এতে যুক্ত করা হয়েছে একটি আইসি।

মাদারবোর্ডটির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ব্যবহার হয়েছে পিডব্লিউএম (পার্লস উইথ মডুলেশন/পার্লস ডিউরেশন মডুলেশন), যাকে গিগাবাইট নাম দিয়েছে থ্রিডি পাওয়ার টেকনোলজি। এ পদ্ধতিতে মাদারবোর্ডের যে যন্ত্রাংশের যতটুকু বিদ্যুৎ প্রয়োজনই ঠিক ততটুকু বিদ্যুৎ দেয়া হয়। অন্যদিকে ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশন ব্যবহার করায় এর মাধ্যমে মাদারবোর্ডের যন্ত্রগুলো বেশি বিদ্যুৎ নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। ব্যবহারকারী খুব সহজেই মাদারবোর্ডের কোন যন্ত্রাংশ কত ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফেস ব্যবহার করছে তা একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখতে পাবে। এ ছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রাংশের উপযোগী বিদ্যুৎ সরবরাহ এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবর্তনও করতে পারবে। আগের মাদারবোর্ডগুলোর মতোই গিগাবাইট এ মাদারবোর্ডেও দুটি বায়োস ব্যবহার করেছে।

এমএসআই জেড ৭৭ মাদারবোর্ড

বোর্ডটি ডিডিআর ৩-এর ২৪০০ মেগাবাইটের সর্বোচ্চ ৩২ গিগাবাইট র‍্যাম সাপোর্ট করে। লুসিড ভার্চু টেকনোলজি যুক্ত করায় ব্যবহারকারী সহজেই বিল্ট ইন গ্রাফিক্সকার্ড থেকে পিসিআই এক্সপ্রেস কার্ডে স্থানান্তর করতে পারবেন। অসি-পেজ মাদারবোর্ডটির একটি বাড়তি সুবিধা, যা থ্রিওয়ে গ্রাফিক্সকার্ড যুক্ত করলে অতিরিক্ত বিদ্যুতের জোগান দেয়।

গিগাবাইট অন/অফ চার্জ একটি ব্যতিক্রমী সুবিধা, যেকোনো আইফোন, আইপড, আইপ্যাড সহজেই এর মাধ্যমে দ্রুত চার্জ করা যায়। এর বাইরে ইন্টেল র‍্যাপিড স্ট্যাট, স্মার্ট কানেক্ট, ডিরেক্ট এক্স ১১, ল্যান অপটিমাইজেশন সুবিধা বোর্ডটিতে পাওয়া যায়।

আসুস ম্যাক্সিমাম ভি-জিনি

এই কোম্পানির এ মাদারবোর্ডটি সিরিজের পঞ্চম মাদারবোর্ড। এ জন্যই আসুস নামের মাঝে রোমান অক্ষর পাঁচ ব্যবহার করেছে। এ ▸

মাদারবোর্ডটি এগিয়ে আছে এর গেমিং পারফরম্যান্সের জন্য। এ জন্য আসুস ব্যবহার করেছে 'গেম ফার্স্ট' লোগো। এতে ব্যবহার হওয়া টেকনোলজি গেমকে প্রাধান্য দেয়। একই সাথে কমপিউটারে চলমান গেম ও অন্য কোনো সফটওয়্যার চললে মাদারবোর্ড প্রথম প্রাধান্য দেবে গেমকে। মাদারবোর্ডটি আয়তনে মাইক্রো এটিএক্স, তাই গিগাবাইটের মাদারবোর্ডের তুলনায় আসুসের এ বোর্ডটি ছোট। এ বোর্ডে মোট ছয়টি সাটা পোর্ট আছে, যার চারটি পোর্ট ৬ গি.বা./সে. গতির এবং অন্য দুটি ৩ গি.বা./সে. গতির। ৬ গি.বা.র চারটি পোর্টের দুটি পোর্ট সরাসরি জেড ৭৭ চিপসেট এবং দুটি পোর্ট এসমিডিয়ার ১০৬১ চিপ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য ৬ ও ৩ গি.বা.র কানেক্টরের রং ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করা হয়েছে। জেড ৭৭ চিপসেটের চেয়ে এসমিডিয়ার কান্ট্রোলরের স্পিড কম, ফলে ৬ গি.বা.র দুটি পোর্ট দ্রুতগতিতে এবং দুটি পোর্ট নিম্নগতিতে কাজ করে। ইন্টেলের ব্যবহার হওয়া চিপের পোর্ট দুটিতে রিড ও রাইট স্পিড যথাক্রমে৫৪২ ও ৫১১ মেগাবিট/সে. পাওয়া যায়। এসমিডিয়ার দুটি পোর্টে রিড ও রাইট স্পিড ৩৯৫ ও ৩৭০ মেগাবিট/সে. পাওয়া যায়। ব্যাক প্যানেলে ব্যবহারকারীর জন্য আছে চারটি ইউএসবি ২ পোর্ট, চারটি ইউএসবি ৩ পোর্ট। ইউএসবি ৩ পোর্টগুলোর এক জোড়া জেড ৭৭ দিয়ে এবং এক জোড়া এসমিডিয়া ১০৪২ চিপ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এ মাদারবোর্ডেও গিগাবিট মাদারবোর্ডের মতোই যুক্ত করা হয়েছে লুসিড ভার্চু প্রযুক্তি। বোর্ডটিতে আছে ইন্টেলের গিগাবিট ল্যান, ক্রিয়েটিভের হাই-ফাই অডিও হার্ডওয়্যার। ফলে কার্ডটি গেমারদের সাউন্ড ইফেক্টে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। এটি ২৮০০ মেগাহার্টজের সর্বোচ্চ ৩২ গি.বা. র‍্যাম সাপোর্ট করে।

আসুস সাবের টুথ জেড ৭৭

এ মাদারবোর্ডটি দেখলেই এর নতুনত্ব চোখে পড়বে যে কারো। সব মাদারবোর্ডের ব্যবহার হওয়া পোর্ট, স্লট ছাড়া অন্যান্য অংশকে এমনভাবে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে তাপ থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে রক্ষার জন্য ৪০ মি.মি.র দুটি ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও আসুস জিনি থেকে দামি। তথাপি এর উন্নত প্লাস্টিক থার্মাল সিস্টেম ও ভিআরএস কুলিং ফ্যান একে আধুনিকত্ব দিয়েছে। একটি ফ্যান বোর্ডের ওপরের দিকে ভিআরএমএ এবং অন্যটি বোর্ডের প্রায় মাঝামাঝি চিপসেটের ওপরে লাগানো থাকে। দুটি পিসিআই-ই৩ স্লট (যার একটি ১৬ এক্স অথবা দুটি ৮ এক্স গ্রাফিক্সকার্ড ব্যবহার করা যায়) আছে। এ ছাড়া একটি ১৬ এক্স পিসিআই-ই ২ স্লট এবং তিনটি ১ এক্সের পিসিআই সফটওয়্যারের সাহায্যে বোর্ডের তাপমাত্রা এবং বোর্ডের সাথে যুক্ত ফ্যানের স্পিড নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পেছনের প্যানেলের জন্য একটি ১ গি.বা./সে. ল্যান, চারটি ইউএসবি ৩ পোর্ট আছে। বোর্ডটিতে সিমস ক্লিয়ারের জন্য কোনো রিসেট সুইচ নেই। অন্যান্য সুযোগসুবিধা গিগাবিট মাদারবোর্ডের থেকে কম হলেও বোর্ডটির প্রসেসর ওভারক্লকিং স্পিড খুবই বেশি। মাত্র ১.৩৪ প্রসেসর কোর ভোল্টে প্রসেসরটি সর্বোচ্চ ৪.৮ গিগাবাইট ওভার ক্লকস্পিডে চলতে পারে।

গিগাবাইট জেড ৭৭ মাদারবোর্ড

ইন্টেল ডি জেড ৭৭-জিএ-৭০কে

শুধু অতিরিক্ত দামের জন্য প্রতিযোগী অন্যান্য মাদারবোর্ডের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে ইন্টেলের জেড ৭৭ চিপসেটযুক্ত এ মাদারবোর্ড। ইন্টেলের আগের অন্যান্য মাদারবোর্ডের তুলনায় এ মাদারবোর্ডটি অনেক স্মার্ট। এর ভিআরএম কুলিং সিস্টেমও আগের চেয়ে অনেক উন্নত। ক্রসফায়ার এক্স, এসএলআই সাপোর্টেড দুটি পিসিআই-ই ৩ স্লট আছে, যেখানে একটি ১৬ এক্স অথবা দুটি ৮ এক্স গ্রাফিক্সকার্ড ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া দুটি পিসিআই স্লট, একটি ৪ এক্স পিসিআই-ই ৩ স্লট, দুটি ১ এক্স পিসিআই-ই ২ স্লট আছে। যদিও পেছনের প্যানেলে ডিসপ্লে পোর্ট হিসেবে শুধু এইচডিএমআই পোর্ট আছে। দুটি ১ গি.বা./সে. ল্যান পোর্ট, ই-সাটা ও একটি পিএস/২ পোর্ট আছে। ভেতরে দুটি ইউএসবি ৩ পোর্ট আছে। মার্বেল ও ইন্টেল চিপসেট সমর্থিত সাটা পোর্টগুলো আলাদা রং দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। মাদারবোর্ডটি ডিডিআর ৩-এর ১৬০০ মেগাহার্টজ গতির সর্বোচ্চ ৩২ গি.বা. মেমরি সাপোর্ট করে। ব্যাক প্যানেলে চারটি ইউএসবি ৩ পোর্ট, চারটি ইউএসবি ২ পোর্ট আছে। চারটি সিরিয়াল এটিএ ৬ গি.বা./সে. পোর্ট, একটি ই-সাটা পোর্ট আছে। এ মাদারবোর্ডেও গিগাবিট মাদারবোর্ডের মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রসেসরের তাপমাত্রা, মেমরির তাপমাত্রা, বায়োস আপডেটসহ আরো কিছু ইন্টেল ভিজ্যুয়াল বায়োস সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারবেন।

এমএসআই জেড ৭৭-জিডি ৬৫

তাইওয়ানের এ কোম্পানির ঘোষণা অনুযায়ী তাদের এ মাদারবোর্ডটি জেড ৭৭ চিপসেটযুক্ত পৃথিবীর অদ্বিতীয় মাদারবোর্ড। এ বোর্ডটি এমএসআইর জিডি ৪০ বোর্ডের সাথে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ। এক অর্থে জিডি ৪০ মাদারবোর্ডের আপগ্রেড বলা যায় জিডি ৬৫ বোর্ডকে। এ বোর্ডে নতুন যুক্ত হয়েছে ইন্টেলের থান্ডারবোল্ড টেকনোলজি। এপিএস অ্যাকটিভ ফেস শিটিং) টেকনোলজি ব্যবহার করায় মাদারবোর্ডটি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী। লাইভ আপডেট সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বায়োস ও ড্রাইভার সহজেই আপডেট করা যায়। গিগাবিট, আসুসের মতো এটিও ক্রসফায়ার ও এসএলআই সাপোর্ট করে। পেছনের প্যানেলে দুটি ইউএসবি ৩, চারটি ইউএসবি ২, গ্রাফিক্সের জন্য ডিভিআই, ডি-সাব, এইচডিএমআই পোর্ট রয়েছে। ভার্চু এমভিপি টেকনোলজি ব্যবহার করে গেমিং পারফরম্যান্স অনেক বাড়িয়ে দেয় এ মাদারবোর্ড। মজার ব্যাপার এ মাদারবোর্ডেও পিএস/২ পোর্ট রয়েছে, যা বেশিরভাগ জেড ৭৭ যুক্ত মাদারবোর্ড অনুপস্থিত। চারটি ৬ গি.বা./সে., চারটি ৩ গি.বা./সে.-এর সাটা পোর্ট আছে। প্রসেসর সকেটের পাশে দুই সারিতে দুটি হিট সিঙ্ক রয়েছে। গিগাবাইটের মতো এ মাদারবোর্ডেও সুপার চার্জিং অপশন যোগ করা হয়েছে। ফলে অনায়াসে আইপড, আইপ্যাড চার্জ করা যায়।

ফিডব্যাক : tohid0@gmail.com

পোর্টেবল ডিসপ্লে টেকনোলজি

শাহিন রহমান

মোবাইল কিংবা স্মার্টফোন পকেটে পুরে নিমিষেই চলাফেরা করতে পারছি আমরা। যদিও সাইজে বড় ট্যাব পকেটে নিয়ে চলাফেরা করা যায় না; সেখানে কমপিউটার মানে ল্যাপটপ বা নেটবুকের কথা তো ভাবাই যায় না। তার ওপর স্মার্টফোন বা ট্যাব দিয়ে কি আর কমপিউটারের কাজ করা যায়। বিষয়টি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। কিন্তু বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীনির্ভর সিনেমার মতো কমপিউটার পকেটে পুরে চলাফেরা করা গেলে মন্দ হতো না। আসলে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আর সবক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে এমন কমপিউটার মানুষের চাহিদা। তাই গবেষকেরাও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের কল্যাণেই ডিভাইসগুলো ছোট থেকে আরো ছোট আকারে রূপান্তরের পাশাপাশি সব কিছু হালকা আর পাতলা আকার ধারণ করছে। হালকা আর পাতলা আকারের ডিভাইসের জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রযুক্তির ডিসপ্লে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আর কিছু দিনের মধ্যেই বিশাল এক কমপিউটারকে ভাঁজ করে হয়তো পকেটে পুরে রাখতে পারব আমরা। কিন্তু গবেষকেরা এবার চেষ্টা চালাচ্ছেন এমন একটি ডিসপ্লে প্রযুক্তির, যা প্রয়োজনে ভাঁজ করে ব্যাগ বা পকেটে রাখা যাবে; আবার প্রয়োজনে পকেট থেকে বের করে ভাঁজ খুলে কাজ করা সম্ভব। কিছুটা কল্পনার মতো মনে হলেও সেসব প্রযুক্তির ব্যবহার আর খুব বেশি দিন দূরের ঘটনা নয়।

প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং এ ধরনের এক ভবিষ্যৎ ডিসপ্লে টেকনোলজি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি অ্যামোলেড স্ক্রিন, স্ক্রিন ফ্লেক্সিবিলি, ডিসপ্লে ট্রান্সপারেন্সি এবং আরও বেশ কিছু তাক লাগানো উদ্ভাবনের প্রোটোটাইপ দেখিয়ে প্রযুক্তিবিশ্বে ইতোমধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। স্যামসাংয়ের ফোল্ডেবল ডিসপ্লে প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছে, যাতে ডিসপ্লে ফোল্ড বা ভাঁজ করা যায়। এ টেকনোলজিতে দুটি অ্যামোলেড ডিসপ্লের মাঝখানে ব্যবহার করা হয়েছে হাইপার-ইলাস্টিক মেটেরিয়াল (সিলিকন রাবার) এবং ওপরে প্রটেকটিভ লেয়ার দিয়ে তা সুরক্ষিত করা হয়েছে। হাইপার ইলাস্টিক মেটেরিয়ালের কারণে পাতলা অ্যামোলেড ডিসপ্লে দুটি বাঁকানো সক্ষম হবে। ১ মিলিমিটার কব্জার ওপর ভর করে ডিভাইসটির পাল্লা ১৮০ ডিগ্রি কোণে ঘুরিয়ে তা ফোল্ডারের মতো বন্ধ করে রাখা যাবে। ভাঁজ করা অবস্থাতে তা দেখতে ছোট একটি ডায়রির মতো মনে হলেও আসলে একটি ট্যাবলেট পিসি। ৫.৩ ইঞ্চি ডিসপ্লের এ ফোল্ডেবল ডিভাইস ৯৬০ বাই ৮০০ রেজ্যুলেশন সাপোর্ট করে, যা প্রতি ইঞ্চিতে ২৩৫ পিক্সেল দেখাতে সক্ষম। গবেষকেরা ১০০০০০ বার ডিভাইসটি ফোল্ড করে পরীক্ষা করে দেখেছেন এতে কোনো সমস্যা হয় না।

একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি ফ্লেক্সিবল ডিসপ্লে নামে আরও একটি ডিসপ্লে প্রদর্শন করে, যা ফ্লোল্ডেবল ডিসপ্লের মতোই। তবে এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইচ্ছেমতো বাঁকিয়ে বা ভাঁজ করে রাখা সম্ভব। বাঁকা অবস্থাতেই ডিসপ্লেতে দেখা যাবে স্থির বা চলমান চিত্র। বেশ কয়েকটি আকারে এ ডিসপ্লে বানানো হয়েছে, তবে মেলাতে প্রদর্শন করা হয়েছে ২.৮ ইঞ্চি WQVGA (Wide Quarter Video Graphics Array), যা ২৪০ বাই ৪০০ রেজ্যুলেশন এবং ১৬৬ পিপিআই প্রদর্শন করতে সক্ষম। কালার ডেপথ, ব্রাইটনেস ও কালার গ্যামুট সাপোর্ট অন্যান্য অ্যামোলেড ডিসপ্লেগুলোর মতোই। ডিভাইসগুলো দেখলে মনে হবে ক্যান্ডি বার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েক ধরনের ডিসপ্লে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তারা।

ট্রান্সপারেন্ট ডিসপ্লে এর অন্যতম। ১৪ ইঞ্চি নোটবুক প্রোটোটাইপে ট্রান্সপারেন্ট ডিসপ্লেতে কোনো কিছু প্রদর্শিত বা চলাকালে নোটবুকের লিডের পেছনে থাকা সব কিছু দেখা যাবে। নোটবুকের লিডটিকে সামনে থেকে মনে হবে কাচের বানানো, যা দিয়ে অপর পাশের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায় এবং উল্টো পাশ থেকে দেখলে লিডটিকে আয়না মনে হবে। অসাধারণ এ ডিভাইসটি ১৪ ইঞ্চি আকারের হলেও তার রেজ্যুলেশন খুব একটা বেশি নয়, মাত্র ৯৬০ বাই ৫৪০ এবং তা ৭৮ পিপিআই প্রদর্শন করে। তবে ছবির কোয়ালিটি কিছুটা খারাপ মানের হবে।

আরও একটি অস্বাভাবিক পাতলা ও নমনীয় প্লাস্টিক ডিসপ্লে যা ঘাতসহ। এটিকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেও ভাঙবে না বা ফেটে যাবে না। এক্স-রে ফিল্মের মতো পাতলা এ ডিসপ্লে মোবাইল ডিভাইসে ব্যবহার করা শুরু হলে ডিভাইস হাত থেকে পড়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

তবে সবচেয়ে চমক লাগানো ডিসপ্লে হলো ভার্চুয়াল হলোগ্রাফিক্স ডিসপ্লে, যা সায়েন্স ফিকশন মুভিগুলোতে যেমন দেখা যায় একটি ডিসপ্লে ডিভাইস যাতে মানুষের প্রতিমূর্তি সামনে তুলে ধরে তার সাথে কথোপকথন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি এক ব্যাপার তুলে ধরতে যাচ্ছে স্যামসাং। থ্রিডি ইফেক্ট আরও নিখুঁত ও প্রাণবন্ত মনে হবে এ হলোগ্রাফিক্স ডিসপ্লের সাহায্যে। এতে কোনো চশমার প্রয়োজন পড়বে না।

অপরদিকে নিউইয়র্কভিত্তিক ডিসপ্লে গ্লাস গবেষণা এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠান করনিং সূত্র জানিয়েছে, অচিরেই মোড়ানো যাবে এমন প্রযুক্তিপণ্য তৈরির কৌশল উদ্ভাবনের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি এ ধরনের গ্লাসের একটি প্রোটোটাইপ দেখানো হয়েছে, যা ইতোমধ্যে বেশি সাড়া জাগিয়েছে। এটি স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা টেলিভিশন প্রযুক্তির চেহারাই বদলে দেবে। এ বিষয়ে করনিংয়ের উইলো গ্লাস প্রকল্পের পরিচালক দিপক চৌধুরী জানান, গ্লাস যতটা পাতলা এবং হালকা হবে প্রযুক্তিপণ্যের চেহারা ততটাই সূক্ষ্ম আর পাতলা অবয়বে নিয়ন্ত্রণে আসবে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিপণ্যের অবয়ব ভোক্তাবান্ধব হয়ে উঠবে। অচিরেই গ্লাসের আকৃতি একটি কাগজের পুরুত্বের মতো হয়ে যাবে। অঙ্কের হিসাবে তা হবে মাত্র ০.০৫ মিলিমিটার। আর দৃশ্যপটে থাকবে ০.৫ মিলিমিটার ডিসপ্লে। এরই মধ্যে এ নির্মাতা এ ধরনের পাতলা গ্লাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহও করতে শুরু করেছে। অচিরেই টাচ প্রযুক্তিতে নিত্যনতুন পণ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে এ গ্লাস প্রযুক্তি বিশেষ অবদান রাখবে।

তবে এমন প্রযুক্তি সঠিক কবে নাগাদ বাজারে আসবে সে বিষয়ে দিন-তারিখ নির্ধারণ করা না গেলেও আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ ধরনের প্রযুক্তির ফোল্ডেবল বা পোর্টেবল নোটবুক কমপিউটার বাজারে আসবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন।

ফিডব্যাক : rex_shaheen@yahoo.com

ফটোশপ দিয়ে ফ্লেমিং স্কাল ইফেক্ট

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

মুভি দেখতে সবাই পছন্দ করেন। আজকাল অ্যাকশন মুভিতে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। সেই ইফেক্ট হতে পারে ভৌতিক বা ম্যাজিকাল বা অতিমানবের। এ লেখায় দেখানো হয়েছে, কিভাবে ফটোশপ দিয়ে ফ্লেমিং স্কাল ইফেক্ট দেয়া যায়। অবশ্যই এটি ম্যাজিকাল বা ভৌতিক ইফেক্টের মাঝে পরে।

প্রথমে একটি নিউ ফাইল (1400px×1300px) তৈরি করুন। এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি কালো কালার দিয়ে পূর্ণ করুন। মূল ইমেজ হিসেবে চিত্র-১ ব্যবহার করা হয়েছে। এবার আপনার তৈরি করা ক্যানভাসের সেন্টারে ছবিটি কপি করে পেস্ট করলে ছবিটির দুই পাশে কালো কালার থাকবে। এবার এই লেয়ারে একটি লেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন এবং একটি সফট কালো পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে ছবিটি থেকে মানুষের মাথা মুছে ফেলুন। তাহলে মুছে ফেলা অংশে পেছনের কালো লেয়ার দেখা যাবে। লক্ষ করুন চিত্র-১-এর নিচে বাম দিকে একটি স্কাল বা খুলি পড়ে আছে। এটি দূর করার জন্য ল্যাসো টুল ব্যবহার করে স্কালটি ঘিরে একটি মোটামুটি সিলেকশন তৈরি করুন। জেনে রাখা ভালো ল্যাসো টুল হলো সিলেকশনের জন্য অত্যন্ত উপকারী এক টুল। যদি ফটোশপ ৫ ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে কন্টেন্ট এরিয়া ফিল করার সুবিধাটি পাবেন। স্কালটি সিলেক্ট করে এডিট→ফিল→কন্টেন্ট এরিয়া অপশনটি সিলেক্ট করুন। ফলে সহজেই এবং দ্রুত স্কালটি মুছে যাবে। তবে কন্টেন্ট এরিয়া অপশনটি ব্যবহার করতে হলে মূল ছবির সাথে একটু বাড়তি অংশ সিলেক্ট করতে হয়, যাতে আশপাশের ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো করে মাস্কের অংশটুকু ফটোশপ ফিল করতে পারে। আর যদি আপনি পুরনো কোনো ভার্সনের ফটোশপ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে ক্ল্যান স্ট্যাম্প টুল ব্যবহার করে স্কালটির আশপাশের এরিয়া ক্লোন করে তা দূর করতে পারেন। তবে কন্টেন্ট ফিল অপশন ব্যবহার করতে চাইলে সিলেকশনের ব্যাপারটি একটু খেয়াল রাখতে হবে।

গথিক ছবির মাথা মাস্ক অফ করে মুছে দেয়া হয়েছে। কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে। জায়গাটি ছবির সাথে মিলছে না। কারণ যে জায়গা মাস্ক অফ করা হয়েছে বা মুছে ফেলা হয়েছে, সেখানে ১০০% কালো কালার আছে। আর তার আশপাশে পুরোপুরি কালো কালার নেই। এটি দূর করার জন্য একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন। লেয়ারটির অবস্থান হবে মূল কালো লেয়ারের ওপরে, কিন্তু কপি করা গথিক ছবিটির নিচে। লেয়ারটির নামকরণ করুন 'head area lighting'।

এবার আই ড্রপার টুল ব্যবহার করে আশপাশের ঘিরে থাকা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার স্যাম্পল হিসেবে নিন এবং একটি কালো সফট পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে মুছে ফেলা মাথার অংশ পেইন্ট করুন। এটি খুব ভালো হওয়ার দরকার নেই, কারণ পরে এ স্কালেই বেশিরভাগ জায়গায় অন্য ইমেজ দিয়ে ফিল করা হবে, তাই মোটামুটি হলেই চলবে। চেষ্টা করুন যেনো জায়গাটি আশপাশের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলে যায়।

ছবিতে মাথা ভালোভাবে মুছে ফেলা গেলেও এখন দেখতে একটু অন্যরকম লাগবে, কারণ জ্যাকেটের ভেতরের কোনো অংশ দেখা যাচ্ছে না। তাই এ জায়গাটি নিজে পেইন্ট করতে হবে। আরেকটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম দিন 'shadow neck area' এবং একটি কালো এরিয়া তৈরি করুন, যেটি জ্যাকেটের ভেতরে থাকার কথা।

চিত্র-১

চিত্র-২

এবার ইন্টারনেট থেকে আগুনের একটি ছবি ডাউনলোড করে এখানে তা পেস্ট করুন। খেয়াল রাখুন আগুনের ইমেজটি যেনো সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় অর্থাৎ এর সাইজ যেনো মানানসই হয় (চিত্র-২)। এমনভাবে আগুনের ইমেজটির পজিশন ঠিক করুন যাতে তা দেখে মনে হয় মানুষটির ঘাড় থেকে আগুন জ্বলছে। এবার লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করে 'screen' সিলেক্ট করুন যাতে কালো ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে।

এবার ইমেজটির মাঝ বরাবর কিছু কালো কালার আছে যা দূর করতে হবে। এই সাইড এরিয়াগুলো ফিল করার জন্য মূল ইমেজটির ডানপাশের অর্ধেক ছবি সিলেক্ট করুন। কপি করে তা একটি নতুন ল্যারে পেস্ট করুন। এবারে এডিট→ট্রান্সফর্ম→ফ্লিপ হরাইজন্টাল অপশন সিলেক্ট করুন। এবার ফ্লিপিং ইমেজটি নড়িয়ে ছবির ডান পাশ কাভার করুন। খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে ফ্লিপ করা ইমেজটি এখনও মানুষটির পায়ের কিছু অংশ দেখাচ্ছে। এটা দূর করার জন্য কন্টেন্ট এওয়ার ফিল টুল আবার ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে মূল ছবির বাম পাশও ফিল করুন। এবার ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করার জন্য এই নতুন লেয়ার দুটিকে মাস্ক করতে পারেন।

এবার 'shadows background' নামে একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন। একটি সফট কালো পেইন্ট ব্রাশ ব্যবহার করে ছবির কিনারা/ধারগুলো পেইন্ট করুন।

এবারে ইন্টারনেট থেকে একটি স্কালের ইমেজ ডাউনলোড করুন। চিত্র-৩-এর নিচের দিকে এটি দেয়া হলো। এবার স্কালটিকে এর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সরিয়ে নিন এবং তা মানুষটির ডান পায়ের কাছে রাখুন। এবার এই লেয়ারে একটি কালার অভারলে ব্লেন্ডিং অপশন (ব্লেন্ড মোড : সফট লাইট, কালার ১৭১৯১৯, অপাসিটি : ৬৫%) প্রয়োগ করুন। এবার একটি লেভেলস, কালার ব্যালান্স এবং হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার প্রয়োগ করুন। সেটিংসগুলো দেয়া হলো, লেভেলস অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার : ৪৬/০.৭৩/২৫৫, কালার ব্যালান্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার : হাইলাইটস- (-১৩)/০/০, মিডটোন্স- ৯/০/৪, শ্যাডো- (-১১)/০/(-৪), হিউ/স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার : হিউ- ০, স্যাচুরেশন- (-১০০), লাইটনেস- (-৬২)।

এবার একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম দিন 'lightning animal skull'। একটি সফট কালো পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে আনিমাল স্কালের বামপাশে এবং ফ্লোরে পেইন্ট করলেই ওই জায়গাগুলোতে একটি শ্যাডোর ইফেক্ট পড়বে। একটি সফট এবং কম অপাসিটির সাদা পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে স্কালের ওপরের দিকে পেইন্ট করলে জায়গাগুলো কিছুটা উজ্জ্বল হবে অর্থাৎ লাইটের ইফেক্ট পড়বে। লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করে অভারলে করুন, যাতে লাইটের ইফেক্টগুলো আরও প্রাকৃতিক মনে হয়।

ইন্টারনেট থেকে একটি মানানসই স্কালের ইমেজ ডাউনলোড করুন। এই স্কালটি মাথার জায়গায় বসবে। স্কালটিকে আগের মতো তার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করুন এবং প্রয়োজনে রিসাইজ করুন, তারপর এটি জ্যাকেটের ঠিক ওপরে বসিয়ে দিন (চিত্র-৪)। লক্ষ রাখুন স্কালের লেয়ারটি আগুনের লেয়ার থেকে ওপরে থাকবে, যাতে মনে হয় জ্যাকেট থেকে আগুন এসে স্কালের ভেতরে ঢুকছে। এবার এ স্কালটিতেও একটি লেভেল এবং কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার প্রয়োগ করুন। লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার : ২৩/১.০০/২৪৩, কালার ব্যালান্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার : হাইলাইটস- ▸

চিত্র-৩

চিত্র-৪

চিত্র-৫

০/০/০/, মিডটোন্স- (-৮)/৮/১৫, শ্যাডো- ০/০/০।

এবার একটি নতুন লেয়ার খুলুন এবং নাম দিন 'skull shading' এবং লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড ওভারলেতে সেট করুন। একটি সফট, কম অপাসিটির কালো পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে স্কালের চারপাশে পেইন্ট করুন যাতে শ্যাডোর ইফেক্ট পাওয়া যায়। তাহলে স্কালটি আরও বাস্তব মনে হবে।

এবার আরও কিছু আগুন সেট করার সময়। আগুনের ছবিটি আবার পেস্ট করুন এবং তা স্কালের ওপরে নিয়ে আসুন (চিত্র-৫)। এবার লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করে 'screen' সিলেক্ট করুন, যাতে তার কালো ব্যাকগ্রাউন্ড হাইড হয়ে যায়। একটি লেয়ার মাস্ক অ্যাড করুন এবং একটি কালো সফট পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে আগুনের নিচের দিকে মাস্ক অফ করুন যাতে মনে হয় আগুনটি স্কালের চোখ থেকে বের হচ্ছে। এই পদ্ধতি বারবার প্রয়োগ করুন যাতে স্কালের চারপাশে আগুনের ইফেক্ট আরও বেশি হয়।

এবার কিছু ধোঁয়ার ছবি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করুন। একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম দিন 'smoke' এবং সাদা পেইন্ট ব্রাশ ব্যবহার করে স্কালের আগুনের ওপরে কিছু ধোঁয়া অ্যাড করুন। তাহলে মনে হবে ধোঁয়াটুকু স্কালের আগুনের থেকে আসছে। এবারে স্মক লেয়ারের অপাসিটি কমিয়ে ২০%-এ নিয়ে আসুন।

এবার ছবির নিচে অর্থাৎ পায়ের কাছে আরও কিছু আগুনের ইফেক্ট দিয়ে দিন। একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম দিন 'floor lighting'। এবারে ল্যাসো সিলেকশন টুল (30px feather) ব্যবহার করে পায়ের নিচে সফট এরিয়া তৈরি করুন। এবার এই এরিয়াটি d74c00 (কমলা) কালার দিয়ে ফিল করুন। লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করে ওভারলে সিলেক্ট করুন এবং অপাসিটি কমিয়ে ৩০%-এ নিয়ে আসুন। সবশেষে ছবিটি দেখতে চিত্র-৬-এর মতো হবে।

চিত্র-৬

আধুনিক চিত্র/চলচ্চিত্র শিল্পের বিরাট একটি স্থান দখল করে আছে ফটোশপ। বিভিন্ন ছবি বা মুভিতে যত ইফেক্ট দেখা যায় তার সবই মূলত ফটোশপ দিয়ে তৈরি করা। তবে প্রফেশনাল কাজের জন্য ফটোশপ একটু অন্যভাবে ব্যবহার করা হলেও পদ্ধতি মূলত একই থাকে।

ফিডব্যাক : *wahid_cseaust@yahoo.com*

সহজ ভাষায় প্রোগ্রামিং সি/সি++

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

লুপিং নিয়ে আগের দুটি সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। শুধু কন্ডিশন এবং লুপিং পদ্ধতিতে প্রায় সব ধরনের সমস্যা সি দিয়ে সমাধান করা যায়, আর তাই সি-তে লুপিংয়ের গুরুত্ব এত বেশি।

সি-তে কয়েক ধরনের লুপিংয়ের পদ্ধতি আছে, যার কয়েকটি নিয়ে আগের সংখ্যাগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। এবার লুপিংয়ের বাকি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

do while স্টেটমেন্ট : সি-তে লুপিংয়ের আরেকটি পদ্ধতি হলো do while ব্যবহার করা। এটি একটি স্টেটমেন্ট এর মাধ্যমে একটু ভিন্নভাবে লুপিং করা হয়। অনেক সময় এমন কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে যেগুলো প্রথমে একবার সম্পাদন করার পর পাওয়া ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় যে, আবার তা সম্পাদন করা হবে কি না। এ ধরনের কাজ করার জন্য do while স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি while লুপিংয়ের আরেক রূপ। এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে একটি ছোট উদাহরণ দেয়া হলো।

```
printf(Òpress any key to print and ÔqÕ to quit:\nÓ)
char ch;
do
{
        ch=getch();
        printf(Ò%c\nÓ,ch);
}while(ch!=ÔqÕ)
```

উপরের খুবই সাধারণ একটি প্রোগ্রামে ইউজারকে বলা হয়েছে q ছাড়া যেকোনো লেটার ইনপুট দিতে এবং q ইনপুট দিলে প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে। ওপরের প্রোগ্রামটি যদি সাধারণ while লুপ দিয়ে করা হতো, তাহলে ইউজার যেই লেটার ইনপুট দেবে মনিটরে তাই প্রিন্ট হবে। কিন্তু q ইনপুট হিসেবে দিলে প্রোগ্রাম সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এমন যদি হয় যে, ইউজার q ইনপুট দিলে তা প্রিন্ট করার পর প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে তা শুধু while লুপ দিয়ে হতো না। কারণ while লুপে প্রোগ্রাম ঢোকার সময়ই চেক করবে, ইনপুট কি q ছাড়া অন্য কোনো লেটার কি না। অন্য কোনো লেটার হলে তা লুপে ঢুকবে এবং প্রিন্ট করবে। আর ইনপুট q হলে প্রোগ্রাম লুপে ঢুকবেই না। এজন্য do while লুপ ব্যবহার করা হয়েছে। এ লুপের বৈশিষ্ট্য হলো প্রোগ্রাম প্রথমে কন্ডিশন চেক না করেই লুপে ঢুকবে। তারপর লুপের ভেতরে যা যা কমান্ড দেয়া আছে, তা এক্সিকিউট করবে। তারপর প্রোগ্রাম চেক করবে কন্ডিশন সত্য কি না, সত্য হয় তাহলে লুপ আবার এক্সিকিউট হবে আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রোগ্রাম লুপ থেকে বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রোগ্রাম শুধু প্রথমবার লুপটি চালানোর জন্য কোনো কন্ডিশন চেক করবে না, কিন্তু পরের প্রত্যেকবার চালানোর জন্য কন্ডিশন চেক করবে। যদিও এই প্রোগ্রামটি শুধু while লুপ দিয়ে চালানো সম্ভব, কারণ ওপরের সমস্যাটি সাধারণ একটি সমস্যা। কিন্তু কখনো কখনো এমন সমস্যা হতে পারে যার জন্য do while লুপ ব্যবহার করাই সব থেকে ভালো।

for loop : সি-তে for লুপকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লুপিং কমান্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা for লুপের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। for লুপ নিয়ে আলোচনা করার আগে আগের মতো আরও একটি প্রোগ্রাম উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো।

```
int i=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
        printf(Ò%d\nÓ,i);
}
```

এটি for লুপ দিয়ে লেখা একটি প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামটি দেখলে ধারণা করা যায়, for লুপের কাজ কী। আমরা এর আগে যত লুপের কাজ দেখেছি তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট যে লুপ কতবার ঘুরবে তা প্রোগ্রাম আগে থেকে জানত না। প্রতিবার লুপে ঢোকার পর প্রোগ্রাম চেক করত যে কন্ডিশন সত্য না মিথ্যা, মিথ্যা হলে লুপ থেকে বের হয়ে আসত। কিন্তু for লুপ এমন একটি লুপ যাতে প্রোগ্রামকে আগে থেকে বলে দেয়া হয় লুপটি কতবার ঘুরবে। এক্ষেত্রেও প্রোগ্রামকে বারবার চেক করতে হয় প্রদত্ত শর্তটি সত্য না মিথ্যা, এক্ষেত্রে ইউজারকে অনেক কম কোড লিখতে হয় এবং এই লুপ দিয়ে অনেক সহজে কন্ডিশনিং, ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্টকরা যায়।

এবার for লুপের সিনটেক্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর সাথে ওপরে প্রদত্ত for লুপটি মিলিয়ে নিলে সহজে এর কাজ করার প্রক্রিয়া বোঝা যাবে। for লুপের কিওয়ার্ড হলো for এবং এটি লেখার নিয়ম হলো :

for (initialization; condition; increment/decrement)

for লুপের ভেতরে তিনটি অংশ। এগুলো হলো ইনিশিয়ালাইজেশন, কন্ডিশন এবং ভেরিয়েবলের মান কমানো বা বাড়ানো অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট। লুপের কন্ডিশন চেক করার জন্য এক/একাধিক ভেরিয়েবলের প্রয়োজন। সে সব ভেরিয়েবলের লুপের প্রথম অংশে ডিক্লেয়ার করা বা ইনিশিয়ালাইজ করা হয়। প্রোগ্রামের শুরুতে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার না করে for লুপের প্রথম অংশে ডিক্লেয়ার করলেও হয়। দ্বিতীয় অংশের কাজ হলো কন্ডিশন চেক করা। এখানে যেকোনো ধরনের কন্ডিশন থাকে এবং প্রোগ্রাম লুপটি প্রতিবার চালানোর সময় এই কন্ডিশন চেক করে। লুপটি একবার ঘোরার পর ওই ভেরিয়েবলের মান বাড়ানো বা কমানোর কাজ হলো তৃতীয় অংশের উদ্দেশ্য। এখানে কোড অনুসারে ভেরিয়েবলের মান পরিবর্তন করা হয়। এবার ওপরের প্রদত্ত কোডের সাথে মিলিয়ে দেখা যাক। লুপের প্রথমে একটি ভেরিয়েবল i-এর মান শূন্য করা হয়েছে। এই ভেরিয়েবলটি আগেই ডিক্লেয়ার করা হয়, চাইলে এখানেও ডিক্লেয়ার করা যেত এবং সেক্ষেত্রে i=0 না লিখে int i=0 লিখতে হতো। দ্বিতীয় অংশে কন্ডিশন হিসেবে i<10 দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ i-এর মান যতক্ষণ না পর্যন্ত ১০ হচ্ছে ততক্ষণ লুপটি চলবে। এর পরে i-এর মান ১ করে বাড়ানো হচ্ছে অর্থাৎ i=i+1 করা হচ্ছে। আর লুপের ভেতরে প্রতিবার i-এর মান প্রিন্ট করা হচ্ছে। এবার দেখা যাক প্রোগ্রাম কিভাবে এই লুপটি নিয়ে কাজ করবে। প্রোগ্রাম প্রথমে for লুপটিতে ঢুকবে এবং i=০ করবে। তারপর প্রোগ্রাম লুপটির কন্ডিশন চেক করবে এবং দেখবে যে তা সত্য, কারণ i-এর মান এখনো ০। তাই প্রোগ্রাম লুপের ভেতরে ঢুকবে এবং ও এর মান প্রিন্ট করবে। এবার প্রোগ্রাম লুপটির তৃতীয় অংশে যাবে এবং i-এর মান বাড়িয়ে ১ করবে। তারপর প্রোগ্রাম আবার কন্ডিশন চেক করবে এবং সত্য পাবে কারণ i-এর মান এখন ১। তাই প্রোগ্রাম আবার i-এর মান প্রিন্ট করবে এবং আবার এর মান বাড়াবে। এভাবে i-এর মান ১০ না হওয়া পর্যন্ত লুপ চলতে থাকবে এবং ১-৯ প্রিন্ট হবে। তারপর i-এর মান যখনই ১০ হবে তখন প্রোগ্রাম দেখবে কন্ডিশন মিথ্যা, কারণ কন্ডিশনে বলা আছে যে i-এর মান ১০-এর থেকে ছোট হবে অর্থাৎ ১০ হওয়া যাবে না। তাই প্রোগ্রাম এখন লুপ থেকে বের হয়ে আসবে।

for লুপের ক্ষেত্রে কিছু কথা মনে রাখা ভালো। for লুপে প্রোগ্রামের ইনিশিয়ালাইজেশন অংশে শুধু একবারই এক্সিকিউট করে, কিন্তু অন্য অংশে দুটি বারবার এক্সিকিউট করে। সম্পূর্ণ লুপ একবার ঘোরাকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় iteration বলে। for লুপের তিনটি অংশ দিয়েই যে হবে এমন কোনো কথা বাধ্যবাধকতা নেই। ইউজার ইচ্ছা করলে কোনো অংশ ফাঁকাও রেখে দিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল নাও পেতে পারেন, পরে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন : ওপরের লুপকে এভাবেও লেখা যায় for (;i<10;i++)। এভাবেও কাজ করবে, কারণ ব্যবহার হওয়া ভেরিয়েবল আগেই ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে এভাবে ব্যবহার করলে ভেরিয়েবলকে যেনো আগে থেকে ইনিশিয়ালাইজ করা হয় অর্থাৎ ভেরিয়েবলের মান আগে থেকেই যেনো দেয়া হয়, তা না হলে ভেরিয়েবলের মান হিসেবে গারবেজ ভ্যালু থাকবে এবং লুপ ঠিকমতো কাজ করবে না। গারবেজ ভ্যালু হলো প্রোগ্রামের দেয়া ইচ্ছেমতো একটি ভ্যালু। কোডে যদি int i; লেখা হয় তাহলে প্রোগ্রাম র‍্যামের ভেতরে i নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে এবং এর একটা ইচ্ছেমতো ভ্যালু দিয়ে রাখে। এ কারণে for লুপে ইনিশিয়ালাইজ করা জরুরি।

ওপরের লুপকে for (i=0;;i++) এভাবেও লেখা যায়। এর মানে হলো এই for লুপে কোনো কন্ডিশন নেই। এটি একটি অসীম লুপ। আরেকটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে for লুপের তিনটি অংশ সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করা হয়। অংশ তিনটি লেখা হোক বা না হোক প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা আলাদাভাবে সেমিকোলন অবশ্যই দিতে হবে।

ফিডব্যাক : *wahid_cseaust@yahoo.com*

অ্যান্নো ২০৭০

যারা রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি ও সিটি বিল্ডিং গেম পছন্দ করেন তাদের জন্য ইউবিসফট নিয়ে এসেছে একটি অসাধারণ গেম, যার নাম হচ্ছে অ্যান্নো ২০৭০। যারা সিমস গেমের অন্তভক্ত তারা চাইলে এটি খেলে দেখতে পারেন। এটি কোনো অংশেই সিমস গেম সিরিজের থেকে কম আনন্দদায়ক নয়। গেমটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শিল্প বনাম পরিবেশবাদ। বর্তমানের যেখানে আমরা সবাই পরিবেশ রক্ষার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, সেখানে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ দূষণ করে চলেছে নির্বিকারভাবে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর অবস্থা কী হবে সেটি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এই গেমটি তাই তৈরি করা হয়েছে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কী অবস্থা হবে তার ওপর নির্ভর করে। তাই গেমের পটভূমি হচ্ছে ২০৭০ সাল। যেখানে দেখানো হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে মেরুর বরফ গলে পৃথিবীর বেশিরভাগ নিচু অঞ্চল পানির নিচে তখন সাগরের বুকে নতুন ভূখণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। গেমারকে সেখানে বসতি স্থাপন করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে লোকালয়। গেমটি যৌথভাবে তৈরি করেছে রিলেটেড ডিজাইন এবং ইউবিসফট বু বাইট প্রতিষ্ঠান।

গেমটিতে তিনটি আলাদা সংগঠন বা ফ্যাকশন নিয়ে খেলা যাবে। ফ্যাকশনগুলো হচ্ছে–ইডেন ইনিশিয়েটিভ (সংক্ষেপে Ecos), গ্লোবাল ট্রাস্ট (সংক্ষেপে Tycoons) এবং S.A.A.T. বা Tech. ইডেন ইনিশিয়েটিভ সাধারণত পরিবেশবাদী দল। এরা টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শহর নির্মাণে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তারা টেকনোলজির ব্যবহারের দিক নিয়ে অদক্ষ এবং এদের নিয়ে খেললে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব, কিন্তু শহরের সম্প্রসারণ হবে খুব ধীরগতিতে। অন্যদিকে গ্লোবাল ট্রাস্ট দল নিয়ে খেলা শুরু করলে শহরকে দ্রুত প্রসারিত করা সম্ভব, কিন্তু পরিবেশ দূষণের হার হবে বেশি। গেমের তৃতীয় দলটি হচ্ছে S.A.A.T., এটি টেকনোলজির দিক দিয়ে পারদর্শী। এই দলটি বাকি দুই দলকে সাহায্য করার জন্য রাখা হয়েছে। এটি দুই দলকেই তাদের চাহিদামতো বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা ও গবেষণার কাজে সাহায্য করে থাকে।

গেমের শুরুতে গেমার ইচ্ছে করলে স্টোরি মোড বা সিঙ্গেল মিশন মোডে গেমটি খেলতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে যেকোনো একটি ফ্যাকশন নিয়ে খেলতে হবে। ধরা যাক, যদি গেমার ইডেন ইনিশিয়েটিভ দলকে নিয়ে খেলা শুরু করেন তাহলে প্রথমেই তাকে একটি বিশাল সমুদ্রসীমা দেয়া হবে সেখানে অনেকগুলো দ্বীপ থাকবে, তবে শুরুতে একটি নির্দিষ্ট দ্বীপ থেকে খেলা শুরু করতে হবে। গেমারকে প্রথমেই সমুদ্র তীরে একটি বন্দর তৈরি করতে হবে তারপর একটি সিটি সেন্টার এবং মানুষের থাকার জন্য ঘর বানিয়ে দিতে হবে। কোন কাজের পরে কোন কাজ করতে হবে সেটি গেমে থাকা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট বলে দেবে। কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে বা ঠিকমতো না হলে রোবট সেই ব্যাপারে জানাবে। শহরে অন্যান্য স্থাপনা গড়ে তোলার জন্য শহরের জনসংখ্যা বাড়াতে হবে। ইডেন ইনিশিয়েটিভ পরিবেশ সচেতন বলে তাদের বেশিরভাগ স্থাপনা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব। যেমন এরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য বায়ুকল ব্যবহার করে, এ ছাড়া সোলার এনার্জিও ব্যবহার করে। লোকজনদের থাকার জন্য ঘরগুলোও এমনভাবে বানানো হয় যাতে করে আলো-বাতাসের জন্য বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার না হয়। এছাড়া দ্বীপের কয়লা, লোহা, তামা আহরণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন– লোহার পাইপ, নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র, মোবাইল ফোন ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কলকারখানা বানাতে হবে। প্রতিটি স্থাপনা ও কারখানা তৈরির আগে দেখে নিতে হবে সেগুলো বানালে পরিবেশের ভারসাম্য কতটুকু নষ্ট হচ্ছে। গেমারকে সবসময় একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রেখে খেলতে হবে। গেমে শহরের লোকদের জন্য চাল, চা, শাকসবজির চাষ করতে হবে এবং সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করতে হবে। প্রতিটি সিটি সেন্টারের জন্য একটি করে ইনফরমেশন সেন্টার তৈরি করতে হবে এবং লোকজনকে পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া ফায়ার স্টেশন বানাতে হবে যাতে করে কোনো স্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সেটি নেভানো যায়। যদি ভারসাম্য কমে যায় তাহলে আবহাওয়া ভবন এবং ওজোন গ্যাস বানানোর কারখানা বানাতে হবে। ফলে ভারসাম্য আবার আগের স্থানে এসে যাবে।

যদি গেমার গ্লোবাল ট্রাস্ট দল বা সংগঠনকে নিয়ে খেলা শুরু করেন তাহলেও একইভাবে খেলতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্যের দিকে বেশি জোর দিতে হবে না। গ্লোবাল ট্রাস্ট সাধারণত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা ও নিউক্লিয়ার প্লান্ট ব্যবহার করে। ভারসাম্য বেশি কমে গেলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রিজার্ভার এবং ওয়াস্ট কম্প্যাক্টর বানিয়ে দিলেই হবে। গেমে অন্যান্য দ্বীপে গড়ে ওঠা শহরের সাথে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে হবে। কিছু পণ্য গেমারের দ্বীপে উৎপাদন করা সম্ভব নয়, তখন সেগুলো অন্য দ্বীপ থেকে আমদানি করতে হবে। আবার যেসব পণ্য গেমারের দ্বীপে বেশি উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো রফতানি করতে হবে। অনেক সময় গেমারের দ্বীপে অন্য কেউ আক্রমণ করতে পারে, তাই দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য দ্বীপের মালিকদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলে সেটিও করা যাবে আবার যদি যুদ্ধ না করে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান তাও করা যাবে। চাইলে আপনি অন্যান্য দ্বীপের মালিকদের থেকে মিশন বা কাজ নিতে পারেন, যার জন্য তারা আপনাকে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা নগদ অর্থ দান করবে।

গেমের গ্রাফিক্স এতটাই মনোমুগ্ধকর এবং বাস্তব, গেমটি খেলার সময় মনে হবে গুগল আর্থে আপনি লাইভ কোনো দ্বীপের দৃশ্য দেখছেন। প্রতি দ্বীপের পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্রসৈকত, গাছপালা, পশুপাখি, ঘাস ও মানুষের গ্রাফিক্স খুব সাবলীলভাবে করা হয়েছে, যার ফলে একে সত্যিকারের শহর মনে করে ধোঁকা খেয়ে যেতে পারেন। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজ, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ৫১২ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্সকার্ড এবং ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। তাহলে আর দেরি কেন? আজই গেমটি সংগ্রহ করে খেলা শুরু করে দিন।

ম্যাক্স পেইন ৩

ম্যাক্স পেইন গেমের নাম শোনেননি এমন গেমার খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অ্যাকশন গেমারভক্তদের পছন্দের তালিকায় যে কয়জন হিরো রয়েছে তার মধ্যে ম্যাক্স পেইন অন্যতম। গেম সিরিজটির যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০১ সালে প্রথম গেম ম্যাক্স পেইন দিয়ে। গেমের নাম দেয়া হয়েছে গেমের প্রধান চরিত্রের নামে। গেমটি ডেভেলপ করেছে রিমেডি এন্টারটেইনমেন্ট এবং যৌথভাবে পাবলিশ করেছে গ্যাদারিং ও থ্রিডি রেলমস। দুই বছর পরেই গেমটির দ্বিতীয় পর্ব ম্যাক্স পেইন ২ ফল অব ম্যাক্স পেইন বের হয়েছিল যা পাবলিশ করেছিল রকস্টার গেমস। এখন ম্যাক্স পেইন সিরিজ নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে রকস্টার গেমসের ঝুলিতে রয়েছে। রকস্টার অনেক দিন ধরে জল্পনা-কল্পনা শেষে দীর্ঘ নয় বছর পর বের করল ম্যাক্স পেইন সিরিজের তৃতীয় পর্ব ম্যাক্স পেইন ৩। গেমটির ডেভেলপার ও পাবলিশার উভয়ই রকস্টার গেমস। ডেভেলপের কাজে রকস্টারের বেশ কয়েকটি টিম কাজ করেছে যার মধ্যে রয়েছে– রকস্টার নর্থ, রকস্টার লিডস, রকস্টার লিঙ্কন, রকস্টার নিউ ইংল্যান্ডস, রকস্টার লন্ডন, রকস্টার সান ডিয়েগো ও রকস্টার টরোন্টো। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে রেজ ও ইউফোরিয়া নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটির ডিস্ট্রিবিউট করেছে টেইক-টু ইন্টার-অ্যাক্টিভ। গেমটি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০ এর জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে।

থার্ড পারসন শুটিং গেমগুলোর মধ্যে বেশ নামকরা এ গেম সিরিজটির নতুন পর্বে গেমটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে কিছু নতুন অপশন যোগ করে। নতুন অপশনের পাশাপাশি আগের কিছু অপশনও রাখা হয়েছে যাতে গেমের পুরনো আমেজ বজায় থাকে। ম্যাক্স পেইন গেমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাফিয়ে শুন্যে থাকা অবস্থায় স্লো মোশনের গুলি করার ক্ষমতা। গেমের এ অ্যাকশনটিই গেমের মূল আকর্ষণ। গেমে নতুনভাবে যোগ করা হয়েছে শত্রুপক্ষের গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য কভার নেয়া, গুলি করার পর তা ধীরগতিতে দেখার সুযোগ, গুলি করার পারফেকশন ইত্যাদি। জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্য পেইনকিলার খাবার ব্যাপারটি নতুন গেমে রাখা হয়েছে। আগের গেমে ম্যাক্স পেইনের জীবনের এক পর্বের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছিল যেখানে সে তার স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। আগের গেমের পটভূমি ছিল নিউইয়র্ক। কিন্তু এবারের গেমের কাহিনী সাজানো হয়েছে ব্রাজিলের সাও পাওলো নামের শহরে। এবারের গেমে ম্যাক্স কাজ করবে এক প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য হিসেবে। গেমের প্রথম দিকে ম্যাক্স পেইন আগে যেমন ছিল তেমনি দেখাবে। কিন্তু গেমের কয়েকটি মিশনের পর তার চেহারায় আনা হবে ব্যাপক পরিবর্তন। তার আগের সুদর্শন চেহারার পরিবর্তে মুখে দাঁড়ি ও মাথায় টাক দিয়ে চেহারায় ভয়ঙ্কর ভাব দেয়া হয়েছে। এ গেমে ম্যাক্স পেইনের কাজ হবে একটি সেলিব্রেটি পরিবারের সুরক্ষা প্রদান করা।

গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৪ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিটি বা এএমডি রাডেওন এইচডি ৩৪০০ এবং ৩৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের গ্রাফিক্স বেশ চমৎকার এবং গেমপ্লে অসাধারণ। যত ভালো ও বেশি মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করা যাবে গেমের গ্রাফিক্সের মান ততই ভালো হয়ে উঠবে।

ফ্ল্যাট আউট ৩

সাধারণ রেসিং গেমের একঘেয়েমি দূর করার লক্ষ্যে ফ্ল্যাট আউট নামের অ্যাকশন ভিত্তিক এক রেসিং গেমের সূচনা হয় ২০০৪ সালে। গেমটি পাবলিশ করেছিল এম্পায়ার ইন্টার-অ্যাক্টিভ এবং ডেভেলপার ছিল বাগবিয়ার এন্টারটেইনমেন্ট। গেমটিতে রেসের পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সুযোগ দেয়ায় গেমটি অন্যান্য রেসিং গেমের চেয়ে কিছুটা ভিন্নরূপে গেমার মহলে উপস্থিত হয়। ব্যতিক্রমধর্মী গেমপ্লের কারণে গেমটি বেশ সাড়া ফেলে দেয়। ২০০৪ সালের পর একে একে বাগবিয়ার বের করে এ গেম সিরিজের আরো দুটি পর্ব যাদের নাম ফ্ল্যাট আউট ২ ও ফ্ল্যাট আউট আল্টিমেট কারনেজ। ফ্ল্যাট আউট ৩ ক্যাওস অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন নামের নতুন বের হওয়া গেমটি এ সিরিজের চতুর্থ গেম। কিন্তু গেমটির মূল ডেভেলপার বাগবিয়ার এবারের গেম ডেভেলপ করেনি। তাদের বদলে এবার গেমটি ডেভেলপ করেছে টিমসিক্স গেম স্টুডিও। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পাবলিশার কোম্পানিও এবার বদলে গেছে। এম্পায়ার ইন্টার-অ্যাক্টিভের বদলে গেমটি পাবলিশ হয়েছে স্ট্র্যাটেজি ফাস্টের ব্যানারে। এবারের গেমটি শুধু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ প্লাটফর্মের জন্যেই রিলিজ দেয়া হয়েছে। এ সিরিজের আগের গেমগুলো পিসির পাশাপাশি কনসোলের জন্য বানানো হয়েছিলো। নতুন ডেভেলপার ও পাবলিশার হওয়ার কারণে নতুন গেমে আগের গেমগুলো তুলনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

নতুন এ গেমটি বেশ সমালোচিত হয়েছে কারণ গেমটিতে তেমন একটা ভালো করতে পারেনি নতুন গেম ডেভেলপার কোম্পানি টিমসিক্স গেম স্টুডিও। গেমটি এমনভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে যা দেখলেই বোঝা যায় তা কাঁচা হাতের কাজ। অনেক আগের দিনের গেমের মতো গেম গ্রাফিক্স ও ক্যারেক্টার গ্রাফিক্স দেয়া হয়েছে এতে। গেমের গ্রাফিক্সের কথা বলতে গেলে তা গ্র্যান্ড থেফট অটো ভাইস সিটির চেয়ে কিছুতা ভালো বলা চলে। গেমটি যে খুব খারাপ তা নয়। গেমটিতে অনেক ধরনের রেসিং ইভেন্ট রাখা হয়েছে যা অন্যান্য গেমের চেয়ে আলাদা। অনেক ধরনের গাড়ির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ড্রাইভার ক্যারেক্টার দেয়া হয়েছে। গেমটি অনেকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। তবে যারা জিটিএ সিরিজের গেম পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগতে পারে। গেমটি থেকে যা আশা করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে উপস্থাপন না করায় গেমটি বিভিন্ন গেম সমালোচকের চোখে অনেক কম রেটিং পেয়েছে। এডজ ম্যাগাজিনের এ পর্যন্ত রেটিং করা সবচেয়ে কম পয়েন্ট পাওয়া গেমের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এ গেমটি। সবচেয়ে কম পয়েন্ট (দশের মধ্যে এক) পাওয়া প্রথম গেমটি হচ্ছে কাবুকি ওয়ারিওরস। ইউরো গেমার ও গেম মাস্টারও তাদের রেটিং স্কোরে দশের মধ্যে ১ দিয়েছে এ গেমকে। কিন্তু গেম স্পট গেমটিকে দশের মধ্যে পাঁচ পয়েন্ট দিয়েছে। কি কারণে গেমটি এত খারাপ রেটিং পেয়েছে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কারণ একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গি একেকরকম। রেটিং যাই হোক না কেনো, টাইম পাস করার জন্য গেমটি মোটামুটি ভালোই বলা চলে।

গেমটির চালাতে লাগবে কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিএস বা এটিআই রাডেওন এইচডি ২৬০০ প্রো গ্রাফিক্স কার্ড ও ১২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের জন্য পিসির যে রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া হয়েছে তা গেমের মানের তুলনায় অনেক বেশি, এটি গেমটির কম স্কোর পাওয়ার আরেকটি কারণ।

লন্ডন ২০১২

ইন্সপায়ার এ জেনারেশন স্লোগান নিয়ে ২৭ জুলাই থেকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০১২ সামার অলিম্পিক। ধারণা করা হচ্ছে এতে ২০৪টি দেশের প্রায় ১০,৫০০ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবেন। ২৬টি আলাদা আলাদা খেলার মোট ৩০২ টি ইভেন্ট নিয়ে আয়োজিত এ ক্রীড়া উৎসব শেষ হবে ১২ আগস্ট।

অলিম্পিকে খেলার জন্য যেসব খেলোয়াড়রা মনোনীত হয়েছেন তারা খেলতে যাবেন আর আমরা দর্শক হিসেবে বসে বসে খেলা উপভোগ করব। অনেকের মনে ইচ্ছা জাগতে পারে, আহা আমিও যদি অলিম্পিকে যেতে পারতাম? কিন্তু তা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। বছরের পর বছর কঠোর সাধনার ফসল হিসেবে তারা অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এ সুযোগ তো আর একদিনে লাভ করার জিনিস নয়। সে যাই হোক, দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো আমরাও খেলতে পারি অংশগ্রহণ করতে পারি অলিম্পিকে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যিকারের অলিম্পিকে না হোক কমপিউটারের সামনে বসে ঠিকই অলিম্পিক খেলার স্বাদ উপভোগ করা যাবে নতুন বের হওয়া গেম লন্ডন ২০১২ গেমের মাধ্যমে।

অলিম্পিকের খেলার ইভেন্টগুলো নিয়ে বেশ চমকপ্রদ একটি গেম ডেভেলপ করেছে সেগা স্টুডিওস অস্ট্রেলিয়া এবং তা পাবলিশ করেছে সেগা। গেমটি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ক্লাউড, প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০ কনসোলের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে গেমটির কিছু কিছু ইভেন্ট প্লেস্টেশন মুভ ও এক্সবক্স কাইনেক্ট সাপোর্ট করে। তাই যাদের কাছে প্লেস্টেশন মুভ ও এক্সবক্স কাইনেক্ট আছে তাদের পোয়াবারো। অলিম্পিক ২০১২ নিয়ে সেগার ব্যানারে আরেকটি গেম বের হয়েছে যার নাম মারিও অ্যান্ড সনিক অ্যাট দ্য লন্ডন ২০১২ অলিম্পিক গেমস। লন্ডন ২০১২ অলিম্পিকের ওপরে বানানো প্রথম গেম যাতে কো-অপারেটিভ মোড রয়েছে। গেমের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অনলাইন মোড। এতে যেকেউ দুনিয়ার অন্য গেমারদের সাথে পাল্লা দিয়ে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনলাইনে এ মোকাবেলায় নিজের দেশের জন্য মেডেলের ঝুলি ভারি করার লড়াই করতে হবে। অনলাইন মোড ও কো-অপারেটিভ মোডের কারণে গেমটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। গেমের খেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে- আর্চারি, অ্যাকোয়াটিক্স, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড, জিমন্যাস্টিক্স, শুটিং ইত্যাদি। এ খেলাগুলোর অভ্যন্তরে আরো কয়েক ধরনের ইভেন্ট রয়েছে।

গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালোই। গেমের পরিবেশ ও চরিত্র যথাসম্ভব প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। গেমটি পিসিতে খেলাটা কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। তবে গেম কন্ট্রোলার ব্যবহার করলে তা সহজ হয়ে যাবে। মূল অলিম্পিকের চেয়ে কিছু কম ইভেন্ট ও দেশ যুক্ত করা হয়েছে গেমটিতে। দুঃখের বিষয় গেমটিতে বাংলাদেশ যোগ করা হয়নি। গেমটি খেলার জন্য লাগবে ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ বা এটিআই ২৬০০ ও ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট গেমের মান অনুযায়ী বেশ মানানসই হয়েছে।

ফেইথ ইন ডেস্টিনি

ফ্যান্টাসি নির্ভর গেম স্পেলফোর্সের নাম অনেকেই হয়তো শুনেছেন। ২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করা এ গেম রোল প্লেয়িং গেমগুলোর মধ্যে বেশ ভালোই দাপট দেখাতে পেরেছিল। গেমটির জনপ্রিয়তা যে বেশ ভালো তা প্রমাণ করে দেয় গেমের এক্সপানশগুলো। ২০০৩ সালে বের হওয়া প্রথম গেমের নাম ছিল স্পেলফোর্স দ্য অর্ডার অব ডওন ওবং এর এক্সপানশনগুলো ছিল ব্রেথ অফ উইন্টার ও শ্যাডো অফ ফিনিক্স। ২০০৫ সালে বের হয় গেম সিরিজটির দ্বিতীয় গেম স্পেলফোর্স ২ এবং এর এক্সপানশনগুলো হচ্ছে–ড্রাগন স্টর্ম ও ফেইথ ইন ডেস্টিনি। নতুন এক্সপানশনটি ডেভেলপ করেছে ড্রিমক্যাচার ইন্টার-অ্যাকটিভ এবং পাবলিশ করেছে নর্ডিক গেমস। গেম সিরিজটির মূল ডেভেলপার হচ্ছে জার্মানির ফেনোমিক গেম ডেভেলপমেন্ট এবং পাবলিশার হচ্ছে জোউড প্রডাকশন। স্পেলফোর্স সিরিজের গেমগুলো মূলত রোল প্লেয়িং ধাঁচের হলেও গেমে স্ট্র্যাটেজি গেমের ছায়া রয়েছে। এ গেমটি অনেকটা ডিয়াব্লো, স্যাক্রেড ও নেভার উইন্টার নাইটস গেমগুলোর মতো।

গেমে গেমারকে একজন সাইকনের ভূমিকায় খেলতে হবে। সাইকন বলতে তাদের বোঝায় যাদের শরীরে উর নামক এক বিরাটাকার ড্রাগনের রক্ত রয়েছে। সেই রক্তের শক্তিতে সাইকনরা কেউ নিহত হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরেকজন সাইকন তাকে আবার জীবিত করতে পারবে। গেমে কয়েক স্টেজে গেমারকে রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজির মতো সম্পদ আহরণ করতে হবে। সম্পদ হিসেবে আছে পাথর, রুপা ও লাইনা নামের এক ধরনের গাছের পাতা। গেমে সৈন্যবাহিনী বানিয়ে বিপরীত পক্ষকে আক্রমণ করার সুবিধাও দেয়া হয়েছে। মূল মিশনের পাশাপাশি বেশ কিছু সাইড মিশন রাখা হয়েছে গেমে। গেমে খেলতে খেলতে হিরো ও তার সহযোদ্ধাদের লেভেল বাড়বে এবং সে আরো উন্নত বর্ম, হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারবে যাতে করে হিরোর সুরক্ষা ব্যবস্থা, আরো শক্তিশালী হবে এবং আঘাত করার ক্ষমতা বাড়বে। খেলার সময় ম্যাপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লেভেলের অস্ত্র ও বর্ম পাওয়া যাবে। গেমের মজার ব্যাপার হচ্ছে মিশনের প্রতিটি সিকোয়েন্স বা কোয়েস্ট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই গেম অটোম্যাটিক্যালি সেভ হয়ে যায় যা অনেক ভালো একটি ব্যবস্থা এ ধরণের গেমের জন্য। গেমের সংলাপগুলো তেমন একটা বিরক্তিকর নয় যা অন্যান্য রোল প্লেয়িং গেমে দেখা যায়।

গেমের পরিবেশে রয়েছে ফ্যান্টাসি জগতের ছোঁয়া। নানারকম ইউনিট ও অবকাঠামো গেমের পরিবেশকে দিয়েছে অসাধারণ এক রূপ। মূলত রোল প্লেয়িং গেম হলেও এতে স্ট্যাটেজি গেমের ছায়া বেশ পরিলক্ষিত হয়। তাই একই গেমে পাবেন দুটি ভিন্ন স্বাদের গেমের মজা। গেমটি খেলতে হাই রিকোয়ারমেন্টের পিসির প্রয়োজন নেই, তাই সবাই গেমটি খেলতে পারবেন। স্পেলফোর্স ২ সিরিজের গেমগুলো খেলার জন্য ইন্টেলের পেন্টিয়াম ৪ ২.৫৩ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা এএমডির এথলন ২৫০০+ মানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ডিরেক্ট এক্স ৯.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৬০০ জিটি বা এটিআই রাডেওন এইচডি ২৬০০ এক্সটি মানের গ্রাফিক্স কার্ড এবং ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস হলেই চলবে।

কন্টিনেন্টাল ড্রিফট–আর্কটিক গেমস

আইস এজ অ্যানিমেশন মুভি দেখেননি বা এ মুভি সিরিজের নাম শোনেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ২০০২ সালে এ অ্যানিমেশন ফিল্ম সিরিজটির যাত্রা শুরু হয় এক অভিনব কাহিনী দিয়ে। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে আদিকালের কথা বা বরফ যুগের কথা, যখন দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াতো ম্যামথ (বিশালাকার লোমশ হাতি), স্মাইলোডন (দাঁতাল বাঘ) এবং আরো অনেক ধরনের প্রাণী। প্রথম কাহিনীর মূল উপজীব্য ছিল মানুষের প্রতি প্রাণীর ভালোবাসা। হারিয়ে যাওয়া এক ছোট্ট মানব শিশুকে ম্যানি নামের ম্যামথ, ডিয়েগো নামের স্মাইলোডন ও সিড নামের স্মথের নানা বিপদ আপদ পাড়ি দিয়ে তার বাবার কাছে পৌছে দেয়ার অভিযান নিয়ে বানানো হয়েছিল প্রথম মুভিটি। মুভিটি দর্শক মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। পরে মুভিটির আরো কয়েকটি পর্ব বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে– দ্য মেল্টডাউন, ডওন অব দ্য ডাইনোসর ও কন্টিনেন্টাল ড্রিফট। দ্বিতীয় মুভি দ্য মেল্টডাউনে দেখানো হয়েছে বরফ রাজ্যে বরফ গলে যাচ্ছে, তাই সবাই নতুন আবাসস্থলের খোঁজে অজানার পথে যাত্রা শুরু করে। এদিকে বরফের মধ্যে আটকে থাকা বিশাল আকারের মাংসাশী জলচর প্রাণীগুলো তাদের শীতনিদ্রা থেকে বের হয়ে স্থলচর প্রাণীদের ওপর আক্রমণকরা শুরু করে। তাই ম্যানি, ডিয়েগো এবং সিড পানি থেকে দূরে তাদের যাত্রা শুরু করে, পথে তাদের দেখা হয় একটি অপোসাম (একজাতীয় বৃক্ষবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণী) পরিবারের সাথে। তারা এই পরিবারটি দেখে অবাক হয়, কেননা এদের এক সদস্য হচ্ছে একটি মেয়ে ম্যামথ হাতি। কিন্তু সে নিজেকে অপোসাম মনে করে। ম্যানি মনে করতো সে হচ্ছে বরফ রাজ্যে বেঁচে থাকা একমাত্র ম্যামথ, কিন্তু আরেকটি জীবিত ম্যামথ ইলিকে পেয়ে সে খুব খুশি হয়। মূলত এই মুভিতে এই দুই ম্যামথের ভালোবাসার ব্যাপারটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তৃতীয় মুভি ডওন অব দ্য ডাইনোসরের মূল উপজীব্য হচ্ছে বরফ রাজ্যের প্রাণীদের সাথে ডাইনোসরদের মিলিত হবার রোমহর্ষক কাহিনী। এখানে দেখানো হয়েছে ম্যামথ ইলি অন্তঃসত্ত্বা তাই ম্যামি সবসময় ইলির দেখাশোনার দিকে মনোযোগ রাখে, কিন্তু ডিয়েগো, সিডকে সময় দেয় না। ফলে সিড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং সে ইচ্ছা পোষণ করে একটি পরিবার গড়ে তোলার। কিন্তু বরফ রাজ্যে সে একমাত্র জীবিত স্মথ। তাই সে কোথা থেকে যেন তিনটি বিশাল আকারের ডিম নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে দেখাশোনা করতে থাকে, পরে সেগুলো থেকে বের হয় ডাইনোসরের বাচ্চা এবং বাচ্চার খোঁজে ডাইনোসর এসে হানা দেয় ম্যামিদের আস্তানায়। প্রতিটি মুভি শুরু হয় পিচ্চি কাঠবিড়ালি স্ক্রাটের আখরোটের পিছে ছোটার ব্যাপারটি নিয়ে এবং সেই সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মুভির কাহিনী শুরু করে। তার আখরোটের পিছে ধাওয়া করার ব্যাপারটি এ মুভি সিরিজের সবচেয়ে হাস্যকর অংশ। শুধু স্ক্রাটের আখরোটের পেছনে ছোটা নিয়ে বের হয়েছে কয়েকটি শর্ট ফিল্ম, যার মধ্যে রয়েছে– গন নাট্টি, নো টাইম ফর নাটস এবং সারভাইভিং সিড। প্রতিটি মুভির নামে বের হয়েছে পিসি গেমসহ বেশ কয়েক ধরনের মোবাইল গেম।

নতুন গেমের নাম মুভির নামের চেয়ে একটু ভিন্ন করা হয়েছে মূল নামের শেষে আর্কটিক গেমস যুক্ত করে। আইস এজ ৪-এর কাহিনীর ওপরে নির্মিত নতুন গেমটি পাবলিশ করেছে অ্যাকটিভেশন নামের গেম পাবলিশার কোম্পানি। নতুন এ গেমে যুক্ত হয়েছে নতুন মুখ পিচেস নামের ম্যামথ, যে কি না ম্যামথ ম্যানি ও ইলির মেয়ে। গেমে মুভির থেকে আলাদা করে আরো কিছু অতিরিক্ত কাটসিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা বেশ ভালো লাগবে। গেমের মধ্যে মূল আইস এজ টিমের সাথে প্রতিপক্ষ হিসেবে আরেকটি টিমের মোকাবেলা হবে, যার সর্দার হচ্ছে গাট নামের বিশাল বনমানুষ। মুভির কাহিনী ও গেমের কাহিনীর মধ্যে বেশ তফাৎ রয়েছে, তাই একঘেয়ে লাগবে না। গেমে গাটের টিমের সাথে বিভিন্ন রকমের খেলায় প্রতিযোগিতা করতে হবে বিশাল খাদ্যভাণ্ডারের গুপ্তধন পাওয়ার জন্য। গেমে মোট ১০ ধরনের খেলা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে– বব স্ল্যাশিং, স্লিপ স্লাইড, গেসিয়ার হপিং, শেল স্লাইড, কোকোনাট শিপ্রংশেট, স্টাইল জাম্প, আইস স্ম্যাশ, স্ক্রাট ক্যানন, মাউন্টেন ড্রিফট ও প্রিহিস্টোরিক পাম্বার ইত্যাদি। বব স্ম্যাশিং ও আইস স্ম্যাশ গেম দুটো কাছাকাছি ধরনের একটিতে স্লাইড করে যাওয়ার সময় পাহাড়ের গুহার মধ্যে থাকা বরফের দেয়াল, পিলার ইত্যাদি ভাঙতে হবে

এবং অন্যটিতে ভূমির নিচের দিকে যাওয়ার জন্য বরফ ভেঙে রাস্তা তৈরি করতে হবে এবং আখরোট সংগ্রহ করতে হবে। স্লিপ স্লাইড ও মাউন্টেন ড্রিফট গেম দুটোও আবার একই ধরনের। দুটোতেই স্লাইড করে নির্দিষ্ট সময়ের আগে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে হবে। তবে গেম দুটো আলাদা ক্যারেক্টার নিয়ে খেলতে হবে। এছাড়া একটি হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতর দিয়ে স্লাইডিং এবং অন্যটি হচ্ছে পর্বতের ওপর

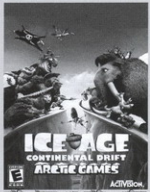

স্লাইডিং ট্র্যাকের ওপর স্লাইডিং। গেসিয়ার হপিং গেমে দ্রুত গতিতে দৌড়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শতাধিক আখরোট সংগ্রহ করতে হবে। শেল স্লাইড গেমটিতে শামুককে বরফের মসৃণ সমতলে গড়িয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে, প্রতিপক্ষের থেকে লক্ষ্যস্থলে বেশি কাছাকাছি থাকতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। কোকোনাট শিপ্রংশেট গেমে বিশাল আকারের গুলতিতে মার্বেলের বদলে নারিকেল নিয়ে দূরে ভেসে থাকা আইসবার্গের ওপরের গোলাকার নিশানায় লাগাতে হবে। যত কম সময়ে সবগুলো নিশানায় নারিকেল লাগানো যাবে তত বেশি পয়েন্ট পাওয়া যাবে। স্টাইল জাম্প গেমটিতে পর্বতের ওপর থেকে লাফিয়ে নামার সময় বিভিন্ন কসরত দেখাতে হবে এবং সেটি করার জন্য স্ক্রিনে প্রদর্শিত বিভিন্ন চিহ্ন এবং সংখ্যা যথাসময়ে চাপতে হবে কি-বোর্ড বা গেমপ্যাডের মাধ্যমে। স্ক্রাট ক্যানন ও প্রিহিস্টোরিক পাম্বার গেম দুটি খেলতে হবে মজার চরিত্র কাঠবিড়ালি স্ক্রাটকে নিয়ে। গেমটি সিঙ্গেল, মাল্টিপ্লেয়ার ও স্প্লিট মোডে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। ভিন্ন ধরনের অনেকগুলো গেম ও মাল্টিপ্লেয়ার অপশনের কারণে এবারের গেমটি আগের গেমগুলোর তুলনায় আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে।

প্রথম দর্শনে গেমের গ্রাফিক্স খুব একটা আহামরি মনে না হলেও গেমের গ্রাফিক্সের কারুকাজ কিন্তু বেশ ভালোমানের। গেমের গ্রাফিক্সের অ্যানিমেটেড মুভির গ্রাফিক্সের কাছাকাছি মানের হয়েছে। তাই গেমটি চালাতে পিসির সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট কিছুটা বেশিই চাওয়া হয়েছে। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন ২ এক্স২ ২৫০ মানের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিটিএস বা এটিআই রাডেওন এইচডি ৩৬৫০ মানের গ্রাফিক্স কার্ড এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com

ক্যানোনিক্যাল আনল উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট

মো: আমিনুল ইসলাম সজীব

ওপেনসোর্স অপারেটিং সিস্টেম উবুন্টুর পেছনের কোম্পানি ক্যানোনিক্যাল জানিয়েছে, তাদের লক্ষ্য আগামী বছর নাগাদ বিশ্বের ৫ শতাংশ পারসোনাল কমপিউটারে উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেম চলবে। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী উবুন্টুর হাজার হাজার ডেভেলপার কাজ করে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ডেলের মতো বিখ্যাত কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছে ক্যানোনিক্যাল, যার ফলে গত বছর চীনে ২৫০টি স্টোরে ডেল কমপিউটারের সাথে প্রি-লোডেড অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে উবুন্টু ইনস্টল করা ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫০-এ। সম্প্রতি ভারতেও ৮৫০টি স্টোরে উবুন্টু ইনস্টল করা কমপিউটার বিক্রি করতে শুরু করেছে ডেল। এর মাধ্যমে দ্রুত মানুষের কাছে সহজে উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেম পৌঁছে দিতে পারছে ক্যানোনিক্যাল। একই সাথে যেসব কমপিউটার ব্যবহারকারী উবুন্টু সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না, তাদেরও ইনস্টলের ঝামেলা পোহানো ছাড়াই উবুন্টু ব্যবহার করার সুবিধা দিচ্ছে।

এখানেই থেমে থাকেনি ক্যানোনিক্যাল। ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সুবিধা যোগ করার পাশাপাশি সম্প্রতি 'উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট' নামে নতুন একটি প্রোগ্রাম চালু করেছে তারা। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের উবুন্টু কমিউনিটি ও ডেস্কটপ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি সাধারণ কাজের জন্য একটি করে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ট্রফি দেয়া হবে, যা ব্যবহারকারীর কমপিউটারে ও ক্লাউডে সেভ থাকবে। এটি শুধু ব্যবহারকারীদের উবুন্টু ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই নয়, বরং অনেকগুলো ট্রফি যার থাকবে তিনি একসময় হয়ে উঠতে পারেন উবুন্টুর অফিসিয়াল মেম্বার।

কাদের জন্য উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট

যেকোনো একটা বড় অংশই ডেভেলপার হিসেবে উবুন্টুর জন্য কাজ করে থাকেন, অন্যরাও উবুন্টুর জন্য ডকুমেন্টেশন লেখেন, লোকাল কমিউনিটিতে উবুন্টু বিষয়ক সেবা ও সহায়তা দিয়ে বিভিন্নভাবে উবুন্টুর প্রচার ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকেন। উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট প্রায় সব ধরনের ব্যবহারকারীকে তাদের প্রায় প্রতিটি কাজের জন্যই দিচ্ছে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ট্রফি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যবহারকারী লঞ্চপ্যাডে অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেন এবং তা উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্টের সাথে যোগ করে বিভিন্ন সমস্যা বা বাগ সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য ট্রফি বা অ্যাওয়ার্ড পেতে পারেন। উল্লেখ্য, এসব ট্রফি মূলত অ্যাপ্লিকেশনের এক ধরনের রেটিং, যা আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত থাকবে। একইভাবে ডেস্কটপ কাজের পাশাপাশি কমিউনিটি সদস্য হিসেবেও বিভিন্ন 'অ্যাচিভমেন্ট' পাওয়ার সুযোগ রয়েছে এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে, যা পরে উবুন্টু দুনিয়ায় একজন পরিচিত মুখ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

ডেস্কটপ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট

উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্টের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে নতুন ব্যবহারকারীরা এর মাধ্যমে তাদের ডেস্কটপ কমপিউটারের বিভিন্ন অপারেশন সম্পর্কে জানতে পারবেন। ডেস্কটপ অ্যাকমপ্লিশমেন্টের আওতায় উবুন্টুতে যা যা করা যায় তার প্রায় সবকিছুর জন্যই রয়েছে অ্যাচিভমেন্ট ট্রফি। এমনকি উবুন্টুর ডিফল্ট মিউজিক প্লেয়ার রিদমবক্সে গান যোগ করার জন্যও ব্যবহারকারী ট্রফি পেতে পারেন। শুধু তাই নয়, ম্যাহজং নামের ডিফল্ট গেমের সব লেভেল সম্পন্ন করতে পারলেও পাবেন একটি ট্রফি। এ ছাড়া ডেস্কটপে আপনার আইডেন্টিফিকেশন আপডেট করার জন্যও ট্রফি রয়েছে। আর এসব ট্রফি কিভাবে পেতে হবে তাও বিস্তারিত বলা আছে অ্যাপ্লিকেশনে, যা অনেকটা নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

মূলত ব্যবহারকারীদের ডেস্কটপের সাথে পরিচিত করা এবং উবুন্টুর সাথে থাকা প্রায় সব ফিচার বা সুবিধা অন্তত একবার করে ব্যবহারকারীদের দিয়ে চেখে নেয়ার কাজ করতে উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। এতে ব্যবহারকারী শুধু তার প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, বরং খেলাচ্ছলে হলেও উবুন্টু ডেস্কটপের বিভিন্ন ফিচার বা সুবিধা এক্সপ্লোর করতে পারবেন এবং তার কমপিউটারে উবুন্টুর মাধ্যমে আরও কী কী করা সম্ভব তা জানতে পারবেন।

কমিউনিটি অ্যাকমপ্লিশমেন্ট

ডেস্কটপ অ্যাকমপ্লিশমেন্টের মতোই কমিউনিটি কাজের জন্যও অ্যাকমপ্লিশমেন্ট পাওয়া যাবে। যেমন উবুন্টু কমিউনিটি কর্তৃক আয়োজিত লোকো (লোকাল কমিউনিটি) টিমের ইভেন্টে যোগদান করলে তার জন্য পাওয়া যাবে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। এসব ট্রফি কীভাবে পাওয়া যাবে তা উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনেই নির্ধারিত সেকশনে বলা আছে।

উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার পর এর ইউজার ইন্টারফেস থেকেই দেখা যাবে কী কী বিষয়ে ট্রফি পেতে পারেন। তবে এই কাজটি আরও সহজ করে নিতে যোগ করা হয়েছে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট লেন্স। ইউনিটি ইন্টারফেসে এই লেন্সের মাধ্যমেই আপনি খুঁজে বের করতে পারেন আপনি কী কী ট্রফি জিতেছেন এবং আরও কী কী বিষয়ের ওপর ট্রফি জিততে পারেন।

অ্যাপ্লিকেশন থেকে বিভিন্ন টাস্ক খুঁজে নেয়ার সুবিধার্থে এতে যোগ করা হয়েছে বিভাগ ও উপ-বিভাগ অনুযায়ী খোঁজ করার সুবিধা। উল্লেখ্য, এর আগেও উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অবমুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সেটি খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাই ০.২ সংস্করণে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন।

অন্যান্য সুবিধা

উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্টের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাস্ক ডিটেক্ট করে থাকে। যেমন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো ▸

লোকো টিম ইভেন্টে কেউ যোগ দিলে তার লঞ্চপ্যাড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ট্রফি সেই ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে যোগ হয়ে যাবে। আবার ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজ করবে এটি। কোনো সুযোগ হাতে নেয়ার পর সেই টাস্কটি সম্পন্ন করার সাথে সাথে ট্রফিটি দেখাবে এবং এটি ব্যবহারকারীর উবুন্টু ওয়ান অ্যাকাউন্টের সাথে সিনক্রোনাইজ করে নেবে।

ইনস্টল করুন উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট

উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ব্যবহার করার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে উবুন্টু ওয়ান অ্যাকাউন্ট। উবুন্টু ওয়ান প্রত্যেক উবুন্টু ব্যবহারকারীকে বিনামূল্যে ৫ গিগাবাইট ক্লাউড স্টোরেজ দিয়ে থাকে। এই স্টোরেজে ব্যবহারকারীরা যেকোনো ধরনের ফাইল রাখতে পারেন যা যেকোনো কমপিউটার থেকে, এমনকি উইন্ডোজ থেকেও অ্যাক্সেস করা যাবে। এই স্টোরেজে গানও রাখা যাবে যা সংশ্লিষ্ট আইফোন বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনলাইন থেকেই স্ট্রিম করা সম্ভব।

উবুন্টু ওয়ান অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে বিল্ট-ইন সাইন-আপ ফরম জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করার পরই উবুন্টু ওয়ান অ্যাকাউন্টের জন্য রেজিস্ট্রেশনের অপশন পাবেন।

উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট শুধু উবুন্টু ১২.০৪

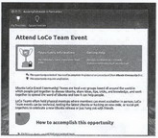

সংস্করণেই কাজ করবে। কাজেই আপনার উবুন্টু ১২.০৪-এ উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ইনস্টল করতে টার্মিনাল চালু করেন এবং নিচের তিনটি কমান্ড আলাদা আলাদাভাবে লিখে এন্টার করুন।

```
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-accomplishments/releases
sudo apt-get update
sudo apt-get install accomplishments-daemon accomplishments-viewer ubuntu-community-accomplishments ubuntu-desktop-accomplishments accomplishments-lens
```

এবার উবুন্টুর ড্যাশ থেকেই উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট চালু করতে পারবেন। অথবা টার্মিনালে accomplishments-viewer লিখে এন্টার চাপলেও চালু হবে এই অ্যাপ্লিকেশনটি।

অন্যান্য

কোনো কারণে উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটি মুছে ফেলতে চাইলে নিচের কমান্ডটি লিখে টার্মিনালে রান করুন।

```
sudo apt-get remove accomplishments-daemon accomplishments-viewer ubuntu-community-accomplishments ubuntu-desktop-accomplishments accomplishments-lens
```

একই সাথে উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্টের সব কনফিগারেশন ফাইল মুছে ফেলতে নিচের কমান্ডটি রান করুন।

```
rm -rf ~/.config/accomplishments/ && rm -rf ~/.cache/accomplishments/ && rm -rf ~/.local/share/accomplishments/
```

এ ছাড়াও আপনি চাইলে উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্টে পাওয়া সব কিছু মুছে নতুন করে শুরু করতে পারেন। এ জন্য নিচের কমান্ডটি রান করুন।

```
killall -9 twistd
rm -rf ~/.config/accomplishments/ && rm -rf ~/.cache/accomplishments/ && rm -rf ~/.local/share/accomplishments
sudo apt-get install accomplishments-daemon accomplishments-viewer ubuntu-community-accomplishments ubuntu-desktop-accomplishments accomplishments-lens
```

এর মাধ্যমে আপনি আবার নতুন করে উবুন্টু অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ব্যবহার শুরু করতে পারবেন।

ফিডব্যাক : sajib@aisjournal.com

ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইস এবং মেয়েদের নিরাপত্তা

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

ইন্টারনেটের খোলা জানালা দিয়ে অনেক ভালো জিনিসের সাথে সাথে চলে আসছে অনেক ক্ষতিকর জিনিসও। তাই বলা হয়ে থাকে, ইন্টারনেট হলো এমন একটি প্লাটফর্ম, যা পৃথিবীর সব মানুষকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে।

এখন সবাই সবার সাথে একই প্লাটফর্মে কথা বলতে পারছে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারছে। ইন্টারনেট দূর করে দিয়েছে ছেলেমেয়ের মাঝের দেয়াল।

অনেকে বলেন, ইন্টারনেট বা ডিজিটাল ডিভাইসগুলো হয়ে উঠেছে নারীর প্রতি অবমাননার এক নতুন হাতিয়ার। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা কোনো ব্যক্তিগত ছবি নিমিষেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে হাজারো মানুষের কাছে। বন্ধবীর সাথে মজার কোনো ছবিই হয়ে যায় তার জন্য অনেক বড় কোনো অপমানের কারণ। তাই মেয়েদেরকে ডিজিটাল ডিভাইস বা ইন্টারনেট ব্যবহারে হতে হবে অনেক বেশি সাবধানী ও কৌশলী।

মোবাইল ফোন

ইদানীং একেকটি মোবাইল ফোন হয়ে উঠেছে একেকটি ছোটখাটো কমপিউটার। সেখানে টেক্সট, ছবি, ভিডিওসহ সব ধরনের তথ্যই রাখা যায়। বিপত্তিটি বাধে তখন, যখন মোবাইল ফোনটি কোনো খারাপ লোকের হাতে পড়ে। কোনো মেয়ের মোবাইলে থাকতে পারে তার একান্ত ব্যক্তিগত কোনো ছবি বা ভিডিও বা টেক্সট। এখন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল থেকে তা নিমিষেই ছড়িয়ে পড়তে পারে পুরো ইন্টারনেটে। তাই মোবাইলে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু না রাখাই ভালো। কারণ, বলা যায় না কখন আপনার মোবাইলটি কোনো আজেবাজে লোকের হাতে পড়ে।

এক ধরনের হীনরুচির মানুষ আছে যারা মেয়েদের নম্বর পাবলিকলি ছড়িয়ে দেয়। এতে করে ওই মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই কোনো মেয়ের তার মোবাইল ফোন নম্বরটি যতদূর সম্ভব পাবলিকলি শেয়ার না করাই ভালো।

প্রেম-ভালোবাসাতে সবচেয়ে বড় জায়গাটা বোধহয় বিশ্বাসের, আস্থার। কিন্তু নিকট অতীতে প্রেমের নামে অনেক মেয়েকেই প্রতারিত হতে দেখা গেছে। প্রেমিক-প্রেমিকার অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত মোবাইলের এমএমএসের মাধ্যমে পৌঁছে গেছে সবার হাতে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েটি হয়তো পরিস্থিতির শিকার, কিন্তু সমাজের কাছে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে যায় মেয়েটিই। তাই প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে মানবিক আর নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়াটাই সমীচীন।

নতুন আরেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, মোবাইল রিফিল করা নিয়ে। আপনার দেয়া নম্বরটি রিফিলের দোকান থেকে কিন্তু বিক্রিহয়ে যেতে পারে কোনো বিকৃত রুচির মানুষের কাছে। অনেক রিফিলের দোকানদার টাকার বিনিময়ে মেয়েদের নম্বর বিক্রিকরে দেয় এসব বিকৃত রুচির মানুষের কাছে। তাই পরিচিত দোকান থেকে রিফিল করাই ভালো বা কার্ডের মাধ্যমে রিফিল করা যেতে পারে।

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট হলো একটি পাবলিক প্লেস। তাই ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত তথ্য যত কম দেয়া যায় ততই ভালো। ইন্টারনেটে কখনই ব্যক্তিগত ছবি, ঠিকানা বা ফোন নম্বর পাবলিকলি শেয়ার করা উচিত নয়। ইন্টারনেটে আপনার ই-মেইলটি যথেষ্ট মাত্রায় নিরাপদ রাখতে হবে।

কমপিউটারে ভাইরাস বা স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে যেতে পারে। তাই কমপিউটারকে সবসময় ভাইরাসমুক্ত রাখতে হবে। আপডেটেড অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের তরুণদের অনলাইন কার্যক্রমের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে ফেসবুক। ফেসবুকের মাধ্যমে খুব সহজেই নতুন নতুন বন্ধু বানানো যায়। কাউকে বন্ধু বানানোর আগে ভালো করে যাচাই করে নেয়া উচিত। আর কোনো তথ্যই পাবলিক না করাই ভালো। ছবি বা কমেন্টগুলো অবশ্যই শুধু বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করা উচিত কোনোভাবেই পাবলিকলি নয়।

মনে রাখবেন, যদি কোনো ছবি বা ভিডিও একবার ইন্টারনেটে আপলোড হয়ে যায় তবে তা আর কোনোভাবে পুরোপুরি মুছে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, কেউ না কেউ তা কপি করে নিজের কমপিউটারে রেখে দিতে পারে এবং পরে আপলোড করতে পারে। তাই ইন্টারনেটে কোনো তথ্য, ছবি, ভিডিও শেয়ার করার আগে ভালোমতো চিন্তা করে নিন।

আইনি ধারা ও আইনি সহায়তা

২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকার সাইবার আইন পাস করে। এটি সাধারণত 'The Information and Communication Technology Act 2006' নামে পরিচিত।

এর ধারা ৫৭ তে বলা আছে-

ইলেকট্রনিক কর্মে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর প্রকাশ সংক্রান্তঅপরাধ ও উহার দণ্ড : ০১. কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসত কাজে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যার ফলে মানহানি ঘটে, আইনের অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করা হয় তাহা হইলে তাহার এ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

০২. কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করিলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পর্নোগ্রাফি তৈরির অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল-২০১২' পাস হয়েছে সংসদে। এ আইনে পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে কারো মর্যাদাহানি বা কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা হলে, এমনকি এ জাতীয় কিছু সংরক্ষণ বা পরিবহন করা হলেও দুই থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং এক থেকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে।

বিলটি সম্পর্কে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি মারাত্মক ব্যাধির মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। পর্নোগ্রাফি যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর শিকার হয়ে অনেক নারী, পুরুষ ও শিশুকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় অপরাধ রোধ ও অরপাধীদের বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।'

এ আইনে পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে কারো মর্যাদাহানি বা কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা হলে, এমনকি এ জাতীয় কিছু সংরক্ষণ বা পরিবহন করা হলেও দুই থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং এক থেকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে।

বিলটিতে আরো বলা হয়েছে,

'পর্নোগ্রাফির অভিযোগ পাওয়া গেলে তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) বা তার সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে আরো ১৫ দিন এবং আদালতের অনুমোদন পাওয়া গেলে আরো ৩০ দিন পর্যন্ত সময় নেয়া যাবে। বিলের ৬ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, এ জাতীয় অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার বা কোনো পর্নোগ্রাফি সরঞ্জাম জব্দ করার জন্য তল্লাশি চালানো যাবে।'

শেষ কথা

যতদিন আমাদের সমাজ আরো মূল্যবোধসম্পন্ন হয়ে না উঠছে, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন আমাদের নারী সমাজকে আরো অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তবে দ্রুত আইনি সহায়তা নিতে হবে।

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com

নিরাপত্তা দিতে মাইক্রোসফট ফ্রি টুল সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল

লুৎফুন্নেছা রহমান

ভাইরাস স্পাইওয়্যার এবং নৈতিক দিক থেকে নোংরা ও অপ্রীতিকর অন্যান্য ইলেকট্রনিক আবর্জনা ম্যালওয়্যার হিসেবে পরিচিত। এগুলো ওয়েবে সমস্যা সৃষ্টি করে। এ কারণে যেসব কমপিউটার ওয়েবে যুক্ত থেকে কাজ করে, সেগুলো যথাযথভাবে নিরাপদ কি না তা নিশ্চিত করতে হয়। সম্প্রতি মাইক্রোসফট তার ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে এক ফ্রি সিকিউরিটি সফটওয়্যার, যা সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল হিসেবে পরিচিত। মাইক্রোসফটের সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল নামের টুলটি পিসিকে রক্ষা করতে পারে অনলাইন হুমকি থেকে।

পিসি ব্যবহারকারীদেরকে তাদের ডাটার সুরক্ষার জন্য ইনস্টল করতে হয় বাড়তি অ্যাপ্লিকেশন। কেননা, উইন্ডোজের সাথে সমন্বিত অবস্থায় রয়েছে ইন্টারনেট সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট খুব কম টুল। মাইক্রোসফটের ইউটিলিটি এসেন্সিয়াল উইন্ডোজকে রক্ষা করে সব ধরনের ম্যালওয়্যার থেকে। মাইক্রোসফটের এই টুল ফ্রি ডাউনলোড করে কাজ করা যাবে এবং এই টুল নিয়মিতভাবে আপডেট হয়। সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুল কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে এ টুল ব্যবহার করে অনলাইনে নিরাপদ থাকা যায় তা নিচে দেখানো হয়েছে।

একটি ওয়েবব্রাউজার চালু করে অ্যাড্রেসবারে www.snipca.com/x315 টাইপ করে এন্টার চাপুন। এটি একটি সরাসরি লিঙ্ক, যা তৈরি করা হয়েছে মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল এরিয়ায়।

ফাইল ডাউনলোড ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হওয়ার পর সেভে ক্লিক করে পিসির কোন লোকেশনে স্টোর হবে, তা নির্দিষ্ট করে দিন। এক্ষেত্রে উইন্ডোজ ডেস্কটপ হলে ভালো হয়। এই ফাইলের সাইজ মাত্র ৮ মে.বা. যা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনে ডাউনলোড হতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় নেবে না। ফাইল ডাউনলোড হওয়ার পর ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু করার জন্য mssefullinstall-x86fre-en-xp.exe-এ ডাবল ক্লিক করুন ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু করার জন্য।

যদি ওপেন ফাইল সিকিউরিটি ওয়ার্নিং ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হয়, তাহলে রানে ক্লিক করতে হবে। নেক্সটে ক্লিক করার মাধ্যমে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল উইজার্ডের ইনস্টলেশনের কাজ সম্পন্ন করুন। মাইক্রোসফটের লাইসেন্স অ্যাগ্রিমেন্টে 'Iaccept'-এ করুন। এবার ভ্যালিডেট বাটনে ক্লিক করলে পিসিতে ইনস্টল করা উইন্ডোজ কপি আসল কি না তা ভেরিফাই করবে। এতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে এবং সবকিছু ঠিক থাকলে একটি মেসেজ আসবে। তারপর ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে।

ইনস্টলেশন শেষে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুল প্রদর্শন করবে এক ডায়ালগ বক্স। চেক বক্সকে ঠিক অবস্থায় রাখলে প্রোগ্রাম পিসিকে প্রথমে যেমন স্ক্যান করবে, তেমনি ডাউনলোড করবে আপডেট ইস্যু। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর উচিত এ কাজটি সম্পন্ন করা। এ কাজ শেষে ফিনিশ বাটনে ক্লিক করুন।

এ পর্যায়ে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল প্রথমবারের মতো রান করতে শুরু করবে। এ টুল

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইক্রোসফটের ইস্যু করা নতুন ভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার তথ্য অর্থাৎ ভাইরাস ডেফিনেশন ফাইল চেক করবে। যদি কোনো কিছু খুঁজে পায়, তাহলে আপডেট ট্যাবে এটি আবির্ভূত হবে। এগুলো ডাউনলোড করার জন্য আপডেটে ক্লিক করুন। এমন অবস্থায় হোম ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুলে সমন্বিত করা হয়েছে রিয়েল টাইম প্রটেকশনসহ ভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার স্ক্যানার উভয়ই। এর অর্থ হচ্ছে এ টুল কমপিউটারের বিদ্যমান ফাইল, ফোল্ডার এবং ডকুমেন্ট ম্যালওয়্যারের জন্য স্ক্যান করতে সক্ষম যখন অপ্রত্যাশিতভাবে অনলাইনে নতুন হুমকির মুখোমুখি হয়। রিয়েল টাইম প্রটেকশন কাজ করে ব্যাকগ্রাউন্ডে, চেক করে প্রতিটি অনলাইন লিঙ্কের ক্লিক এবং ডাউনলোড ফাইল। তবে পিসির বিদ্যমান কনটেন্ট তখন স্ক্যান করে যখন ডিমান্ড করা হয়। বা শিডিউল সেট করা থাকে। হোম ট্যাবে নিশ্চিত করুন কুইক রেডিও বাটন যেন হাইলাইট করা থাকে এবং তারপর স্ক্যাননাউ বাটনে ক্লিক করুন।

এবার পিসির হার্ডডিস্কের সমস্যার জন্য সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুলের স্ক্যানিংয়ের টেস্ট করা যাক। লক্ষণীয়, কুইক স্ক্যান অপশন পিসিতে আঁচড় করতে পারে যেখানে ম্যালওয়্যার আইটেম ওত পেতে থাকতে পারে এমন জায়গায়।

এই প্রসেস সম্পন্ন হতে কয়েক মিনিট সময় নিতে পারে। যথাযথ স্ক্যানের জন্য এই প্রক্রিয়া আবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত, তবে সিলেক্ট করতে হবে ফুল রেডিও বাটন। এর ফলে আক্ষরিকভাবে হার্ডডিস্কের সব ফাইলই স্ক্যান করবে। সেই সাথে প্রত্যেক রানিং অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস চেক করবে। এ কাজটি শেষ হতে অনেক সময় নিলেও কাজটি করা উচিত। এ কাজ ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করে।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল সন্দেহজনক স্বতন্ত্র ফাইল স্ক্যান করবে কি না, তার জন্য প্রম্পট করবে। এ কাজটি করার জন্য উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে ফাইল লোকেট করতে হবে। এবার এতে ডান ক্লিক করে পপআপ মেনু থেকে Scan with Microsoft Security Essentials সিলেক্ট করুন।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল যখন কোনো সমস্যা শনাক্ত করে তখন অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা, প্রোগ্রাম মাঝেমধ্যে লাল বর্ণের ফ্ল্যাগ দিয়ে সতর্কমূলক বার্তা পাঠায়। এটি টেস্ট তথা পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি ফাইল ডাউনলোড করুন, যেখানে পরিচিত ভাইরাস রয়েছে। সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুল সেই ভাইরাস শনাক্ত করে একটি লাল বর্ণের সতর্ক বার্তা দেখাবে। যদি আপনি সমস্যা দূর করতে চান, তাহলে ক্লিন কমপিউটার বাটনে ক্লিক করুন। আর যদি এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে চান তাহলে শো ডিটেইলস লিঙ্কে ক্লিক করুন।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল শনাক্ত করা হুমকির বিস্তারিত তথ্য দেয়াসহ তার সমাধানের পথ রিকোম্যান্ড করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিকোম্যান্ডেড অপশন হলো 'রিমুভ', তবে মাঝেমধ্যে 'কোয়ারান্টাইন' করার পরামর্শ দেয়। এই অফারটি তখনই আসে যখন সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল হুমকি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারে। শো ডিটেইলস বাটনে ক্লিক করলে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায়। ফাইল কোয়ারান্টাইন করলে নিশ্চিত থাকতে পারবেন যে এই কনটেন্ট ক্ষতি করতে পারবে না। যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাহলে রিকোমেন্ডেশন ড্রপডাউন মেনু থেকে Allow অপশন বেছে নিন, যাতে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল হুমকিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। অন্যথায় রিকোমেন্ডেশনকে মেনে নিয়ে 'Apply Action'-এ ক্লিক করুন।

হিস্টোরি ট্যাবে ক্লিক করলে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল প্রদর্শন করবে সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন যদি ডিডেকটেড আইটেম লিস্টে ক্লিক করেন। অডিট ট্রায়ালকে ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট হিস্টোরি বাটনে ক্লিক করতে হবে।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়ালকে কাস্টোমাইজ করা যায়। এজন্য সেটিংস ট্যাবে ক্লিক করে প্রতিটি আইটেমে ক্লিক করলে জানতে পারবেন কি অফার করছে। উদাহরণস্বরূপ Use the Schedule Scan অপশন বেছে নিতে পারেন কখন এবং কিভাবে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল স্ক্যান করবে পিসির বিদ্যমান ফাইল এবং ফোল্ডার। একইভাবে Reat time protection-এর অন্তর্গত অপশন টোয়েক করে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল লাইভ ম্যালওয়্যার চেকারের মতো।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

যেভাবে চিনবেন

ভালোমন্দ ফ্রিল্যান্সিং সাইট

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং আমাদের জন্য বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের জন্য এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সরকারের ঘোষিত প্রত্যেক পরিবারে একজনের জন্য কর্মসংস্থানের যে অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়নেও এই খাত বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা লক্ষ করেছি, আমাদের দেশের অনেক তরুণ খুবই সফলতার সাথে অন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক তরুণ তাদেরকে অনুসরণ করে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

কমিশন প্রথার মাধ্যমে আয়

প্রধানমন্ত্রীর অফিসে এটুআই প্রোগ্রামের 'আর্নিং বাই লার্নিং' প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকার ফ্রিল্যান্সিংকে জনপ্রিয় ও কার্যকর করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ সফটওয়্যার শিল্পের প্রতিষ্ঠান বেসিস প্রতিবছর সেরা ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহিত করছে।

এমন অবস্থায় ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের জনপ্রিয়তা ও মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু উদ্যোক্তা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বোকা বানাচ্ছে এবং প্রতারিত করছে। যদিও আমরা জানি, বিশ্বের সব জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসের (www.odesk.com, www.freelancer.com, www.vworker.com) রেজিস্ট্রেশন ফ্রি, কিন্তু এরা এসব সাইটে রেজিস্ট্রেশনের ফির (১০ ডলার থেকে ১০০ ডলার) মাধ্যমে তরুণদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এবং এক সময় তাদের ওয়েবসাইটটি বা ব্যবসায়টি বন্ধ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এসব প্রতারক কমিশনের লোভ দেখিয়ে নতুন নতুন তরুণকে তাদের এই ওয়েবসাইটে নিয়ে আসে। ফলে নতুন ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করা বাদ দিয়ে নতুন নতুন তরুণকে নিজের নেটওয়ার্কে নিয়ে আসতে সময় ও মেধা ব্যয় করে।

যারা বেশ কয়েক বছর ধরে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের সাথে জড়িত তারা জানেন, এই পেশার মূল যোগ্যতা হলো যেকোনো বিষয়ে দক্ষতা। ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জন করেন এবং এই কাজ করতে করতে তাদের দক্ষতা বাড়তে থাকে। কিন্তু ফ্রডল্যান্সিং সাইটগুলোতে ক্লিকের মাধ্যমে উপার্জনের কথা বলা থাকে। আমরা জানি শুধু ক্লিকের মাধ্যমে কোনো দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব নয় বরং কিছুদিন পর আগ্রহ ধরে রাখাও কঠিন। সুতরাং শুধু ক্লিক করাকে কখনো পেশা হিসেবে নেয়া উচিত হবে না।

দেখা যায়, যে ৭০০০ টাকা দিয়ে সে রেজিস্ট্রেশন করেছিল সেই টাকা উঠাতে উঠাতে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অনেকে আবার সাইবার ক্যাফেতে বসে বসে এসব ক্লিক করে। ফলে সে যা আয় করে তার সিংহভাগই তার খরচ হয়ে যায়। এর মধ্যে দেখা যায় এসব সাইট মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে। ফলে যারা ক্লিক করতে চান, তারা ওই দিনের টাকাটা পান না। অনেক সময় তাদের সার্ভার একাধারে কয়েক দিনও বন্ধ থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র তাদের মূল্যবান লেখাপড়ার সময় দেখা যায় এসব ক্লিক বা নতুন নতুন ক্লায়েন্ট ধরতে ব্যয় করে। ফলে তার পড়ালেখাতেও এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

এর একটি সামাজিক দিকও কিন্তু রয়েছে। দেখা যায় নতুন নতুন ক্লায়েন্ট ধরে সেক্ষেত্রে পরিচিতজনকেই তার নেটওয়ার্কে নেয়ার চেষ্টা করে। পরে যখন সাইটটি বন্ধ হয়ে যায় তখন সে অনেক সময় বন্ধুর মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছে মনে করে থাকে। ফলে অনেক সময় বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে।

সর্বোপরি অর্থের বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন, কমিশন প্রথার মাধ্যমে মূল ফ্রিল্যান্সিং কাজ থেকে বিভ্রান্ত করা, কোনোরূপ দক্ষতার সুযোগ না থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই ধরনের ফ্রিল্যান্সিং কাজকে বিভ্রান্ত করছে, কেননা এসব কোম্পানি চটকদার বিজ্ঞাপন ও কমিশন ব্যবহার করার মাধ্যমে ৩ থেকে ৪ লাখ পর্যন্ত লোককে রেজিস্ট্রার করেছে। ফলে একেকটি কোম্পানি বাজার থেকে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ টাকা নিয়ে তারা যেকোনো সময় ব্যবসায় বন্ধ করে দেশত্যাগ করতে পারে। সম্প্রতি স্কাইল্যান্সার নামের কোম্পানির স্বত্বাধিকারী কয়েকশ' কোটি টাকা নিয়ে দেশত্যাগের প্রাক্কালে ধানমণ্ডি থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

নিচে টেবিলের মাধ্যমে ভালো ও খারাপ ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

কিছু অসাধু লোকের কারণে আজকে পুরো ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটি হুমকির মুখোমুখি। আশা করি, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন কোনো সাইটের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং করতে যাবেন, তখন সতর্কতার সাথে উপরোল্লিখিত ছকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে নেয়া উচিত।

ফ্রিল্যান্সিং সাইটের তুলনা

ক্রমবৈশিষ্ট্য	*ভালো সাইট*	*খারাপ সাইট*
০১. রেজিস্ট্রেশন ফি	নেই	আছে (১০ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত)
০২. কমিশন প্রথা	নেই	খুবই প্রকট
০৩. প্রয়োজনীয় দক্ষতা	কিছুটা হলেও দরকার	দরকার নেই
০৪. দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ	ধীরে ধীরে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়	নেই
০৫. অর্থিক ঝুঁকি	কোনো ঝুঁকি নেই	প্রচণ্ড ঝুকিপূর্ণ
০৬. বায়ার র‌্যাঙ্কিং ও রিভিও	আছে	নেই
০৭. কোডার র‌্যাঙ্কিং ও রিভিও	আছে	নেই
০৮. ফ্রিল্যান্সারদের মাঝে জনপ্রিয়তা	জনপ্রিয়	খুবই অজনপ্রিয়
০৯. সফল ফ্রিল্যান্সারদের রিভিও/বক্তব্য	খুব ভালো	খুব খারাপ
১০. মিডিয়া বক্তব্য	প্রশংসনীয়	প্রতারণামূলক
১১. ফেসবুক বা অন্য মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের রিভিউ	প্রশংসনীয়	সার্ভার অনেক সময় বন্ধ থাকে
১২. অন্য সার্ভিস কেনার জন্য	বিনিয়োগ নেই	আছে
১৩. পরিচালিত হয়	আন্তর্জাতিকভাবে	বাংলাদেশের মধ্যে
১৪. কাজের সংখ্যা	প্রচুর	কাজের সংখ্যা খুবই সীমিত

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে সর্বোত্তম সুবিধা আদায় করা

তাসনুভা মাহমুদ

মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ওপর ভালোভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা যদি না থাকে, তাহলে ধরে নেয়া যায় ওয়ার্ডের সক্ষমতার ওপর সামান্য ধারণাই আপনার আছে। অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে খুব কম জ্ঞান আপনার রয়েছে। এ কথাকে ভিন্নভাবে বলা যায় আপনি ওয়ার্ডের পুরো সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, বেশিরভাগ লোক যারা নিয়মিত ওয়ার্ড ব্যবহার করেন, তারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের শতকরা ১০ ভাগ ফিচারের বেশি ব্যবহার করেন না। এর প্রধান কারণ, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের অসংখ্য মেনু ও টুলবারের ভিড়ে সেরা ফিচারগুলো আমাদের আড়ালে চলে গেছে। এমনকি আপনি কোনো হিডেন ফিচার আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেও তা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান না থাকায় ব্যবহার করতে পারছেন না।

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। এগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু ধারণা অর্জন করতে পারলে ব্যবহারকারীরা ওয়ার্ড থেকে সর্বোত্তম সুবিধা আদায় করে নিতে পারবেন।

এ লেখায় ওয়ার্ড ২০০৩, ২০০৭ ও ২০১০-এর প্রয়োজনীয় ১০ টুল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব টুলের কোনো কোনোটি সহায়তা করবে চমৎকার ও আকর্ষণীয় অবয়বের ডকুমেন্ট সৃষ্টিতে, আবার কোনো কোনোটি পুনরাবৃত্তিপ্রবণ কাজ কার্যকর করার সময় অনেক কমিয়ে দেবে। এ লেখায় উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে রপ্ত করে নিজেকে ওয়ার্ডে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে অল্প সময়ে চমৎকার সব ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারবেন, সেই সাথে ওয়ার্ড থেকে আদায় করে নিতে পারবেন সর্বোত্তম সুবিধা।

টেম্পলেট দিয়ে সময় সাশ্রয় করা

টেম্পলেট হলো বিশেষ ধরনের ডকুমেন্ট যা নিয়মিতভাবে ব্যবহার হওয়া ডকুমেন্টের জন্য স্টোর করে লেআউট এবং ফরমেটিং তথ্য, যেমন চিঠি বা ইনভেলপের জন্য ওয়ার্ডে রয়েছে চমৎকার সিলেকশন।

ওয়ার্ড ২০০৩-এ এগুলো ব্যবহার করার জন্য File→New-তে ক্লিক করে ডান দিকের প্যানে 'On my Computer' লিঙ্কে ক্লিক করুন। এবার একটি ট্যাব বেছে নিয়ে একটি টেম্পলেট সিলেক্ট করুন এবং Create New-তে ক্লিক করুন Document রেডিও বাটন সিলেক্টেড রেখে।

ওয়ার্ড ২০০৭-এ Office বাটনে ক্লিক করে New-তে ক্লিক করুন এবং লিস্ট থেকে বেছে নিন Installed Templates অপশন। আর ২০১০-এ File→New-তে ক্লিক করে Sample Templates-এ ক্লিক করুন। এরপর একটি টেম্পলেট বেছে নিয়ে Create বাটনে ক্লিক করুন।

কিছু টেম্পলেট ধারণ করে ইনস্ট্রাকশন, তবে এটিকে সহজে প্রতিস্থাপন করা যায় নিজের টেক্সট দিয়ে। এরপর স্বাভাবিক হিসেবে ডকুমেন্ট সেভ করুন। টেম্পলেট হিসেবে যেকোনো ডকুমেন্ট সেভ করার জন্য F12 ফাংশন কি চাপুন এবং File type ড্রপডাউন মেনু থেকে Word Template বেছে নিন।

একসাথে ডকুমেন্টের দুই অংশ ভিউ করা

অনেক বড় ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করার সময় বিভিন্ন সেকশনে স্ক্রল করতে হয় বারবার, যা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। এমন সমস্যার সমাধান হিসেবে ওয়ার্ডে একটি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে, যা একটি ডকুমেন্টকে দুটি ভিন্ন উইন্ডোতে স্প্লিট অর্থাৎ ভাগ করতে পারে। এর ফলে দুটি অংশ একসাথে ভিউ করা যায়।

ওয়ার্ড ২০০৩-এ Window-তে ক্লিক করে Split-এ ক্লিক করতে হবে। আর ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ View-তে ক্লিক করে Split-এ ক্লিক করতে হবে। স্প্লিটের পজিশনের জন্য মাউসকে মুভ করে বাম ক্লিক করুন। প্রতিটি সেকশন স্বতন্ত্রভাবে স্ক্রল ও জুম করা যায়। স্প্লিটের পজিশন পরিবর্তন করার জন্য দুই ভিউয়ের মাঝে পৃথকীকরণ লাইনে ক্লিক করে নতুন অবস্থানে ড্র্যাগ করুন। স্প্লিটকে অপসারণ করার জন্য হয় পৃথকীকরণ লাইনকে ড্র্যাগ করে উইন্ডোর একেবারে ওপরে বা নিচে নিয়ে আসতে হবে বা ওপরের মেনু অ্যাকশন আবার করতে হবে এবং বেছে নিতে হবে Remove Split অপশন।

মাল্টিপল গ্রহীতাকে চিঠি লেখা

মাল্টিপল গ্রহীতাকে সহজেই পার্সোনালাইজ ডকুমেন্ট পাঠানো যায় ওয়ার্ডের Mail Merge উইজার্ডের মাধ্যমে। ওয়ার্ড ২০০৩-এ Tools→Letters→Mailing-এ ক্লিক করে বেছে নিন Mail Merge অপশন। আর ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ Mailing ট্যাবে ক্লিক করে Start Mail Merge বাটনে ক্লিক করুন। উইজার্ড চালু করার জন্য Step by Step Mail Merge Wizard অপশন বেছে নিন।

লক্ষণীয়, সবক্ষেত্রে উইজার্ড প্যান আবির্ভূত হয় ডকুমেন্টের বাম দিকে এবং তা বন্ধ করা যায় প্যানের ওপরে ডান দিকে চিহ্নে ক্লিক করে। ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারে একটি Outlook অ্যাড্রেসবুক। যদি আপনি এটি ব্যবহার না করেন, তাহলে উইজার্ডে ম্যানুয়ালি লিস্ট তৈরি করুন। মেইলমার্জ ই-মেইল ইনভেলাপ, লেবেল বা অ প্রিন্টেড অ্যাড্রেস লিস্ট তৈরি করতে পারে।

পাশাপাশি দুই ডকুমেন্ট তুলনা করা

ওয়ার্ডে একটি কৌশলী ফিচার যুক্ত ক হয়েছে, যার কারণে স্ক্রিনে ডকুমেন্টগুলোকে সাই বাই সাইড বা পাশাপাশি তুলনা করা যায়। ওয়া ২০০৩-এ ডকুমেন্ট ওপেন করুন এবং Window তে ক্লিক করে Compare Side by Side অপশ বেছে নিন। যদি দুটির বেশি ডকুমেন্ট ওপে থাকে তাহলে একটি বক্স পপআপ করে জিজ্ঞে করবে কোন ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করবেন। দু ডকুমেন্ট সম্প্রসারিত হবে, যাতে প্রতিটি অং স্ক্রিনের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকে। একটি স্ক্র করলে অপর অংশও স্ক্রল করবে।

ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ View-তে ক্লি করে View Side by Side-এ ক্লিক করুন এখানে বাড়তি কোনো টুলবার দেখা যাবে না তবে View and Synchronous Scrolling- ক্লিক করে সিনক্রোনাইজ স্ক্রলিংকে বন্ধ করতে পারবেন। এই আইটেম ২০০৭-এ আইকনে সাইজ কমিয়ে দিতে পারে।

ওয়ার্ড ২০০৩-এ পাশাপাশি ভিউকে ব করতে চাইলে Windows-এ ক্লিক করে Clos Side by Side-এ এবং ২০০৭/২০১০- View-তে ক্লিক করে View Side by Side- ক্লিক করুন।

ডকুমেন্ট ট্রান্সলেট ও অন্যান্য টুল ব্যবহার করা

ওয়ার্ডের রিসার্চ প্যান তাৎক্ষণিকভা ডিকশনারি, থেসারাস, ট্রান্সলেশন এবং অনলাই সার্চে অ্যাক্সেসের সুবিধা দেয়। Resarch প্যা ওপেন করার জন্য মাউস পয়েন্টারকে যেকোনে ওয়ার্ডের ওপরে বা হাইলাইট করা ফ্রেমের ওপ নিয়ে গিয়ে Alt কি চেপে বাম ক্লিক করুন। এ ফলে একটি প্যান ডকুমেন্টের ডান দিকে ওপে হবে এবং সার্চ রেজাল্ট প্রদর্শন করবে স রেফারেন্স সার্ভিস।

সার্চ টার্ম টাইপ করা হয় 'Search for' বক্সে এবং নিচের ড্রপডাউন বক্স থেকে সার্ভিসকে বেছে নেয়া যায়। এই ডিকশনারি, থেসারাস এবং ট্রান্সলেশন টুল ফ্রি।

লিস্ট থেকে Translation বেছে নিন এব সবুজ অ্যারো আইকনে ক্লিক করুন সম্পূ ডকুমেন্ট অনুবাদ করার জন্য ফ্রি মাইক্রোসফ ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে। এটি একটি অনলাইন সার্ভিস। লিস্ট থেকে সার্ভিস অপসার করার জন্য Research অপশন লিঙ্কে ক্লি করুন। এটি অবস্থান করে স্ক্রিনের নিচে।

ওয়ার্ড ২০০৩-এ ২০০৭/২০১০ ওপেন কর

ওয়ার্ড ২০০৭-এ অন্যতম বড় পরিবর্তন হলে .docx ফাইল ফরমেটের সূচনা যা ওয়ার্ডের পুরনে ভার্সনে ওপেন করা যায় না। তবে নতুন এই ফরমেট ওয়ার্ড ২০০৩-এ ব্যবহারকারীরা ইনস্টল করতে পারবেন মাইক্রোসফট অফিস কম্প্যাটিবিলিটি প্যা যাতে .docx ফরমেটের ফাইল ওপেন করা এবং নতু ফরমেটে ডকুমেন্ট সেভ করা যায়।

ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০ ব্যবহারকারীর

ফাইলকে সেভ করতে পারেন পুরনো .doc ফরমেটে Save As কমান্ড ব্যবহার করে।

এটিকে ডিফল্ট ফরমেট করার জন্য File-এ ক্লিক করে Options সিলেক্ট করুন এবং এরপর Save বেছে নিন। ড্রপডাউন মেনু থেকে Save files in this format Word 97-2003 Document (*.doc) অপশন বেছে নিতে হবে।

ম্যাক্রো দিয়ে কাজকে স্বয়ংক্রিয় করা

ম্যাক্রো ব্যবহার করুন কোনো ফাংশন কার্যকর করার জন্য যে কিগুলো চাপা হয় বা প্রেস করা হয় সেগুলো রেকর্ড করার জন্য, যা যেকোনো পয়েন্টে রিপ্লে করা যায়। এতে সময় যেমন সাশ্রয় হয় তেমনই কাজের সক্ষমতাও বাড়ে। ব্যবহারকারীর বোঝার সুবিধার্থে এখানে একটি সাধারণ ম্যাক্রো তৈরি করে দেখানো হয়েছে যা Alt+T কি ব্যবহার করলে ইনসার্ট করবে একটি টেবিলের ৬টি সারি এবং ৭টি কলাম।

এজন্য ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ View ট্যাবে ক্লিক করে ডানদিকের Macros আইকনের নিচে ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে বেছে নিন Record Macro অপশন। ওয়ার্ড ২০০৩-এ Tools-এ ক্লিক করে Macros-এ ক্লিক করুন। এরপর Record New Macro-তে ক্লিক করে Macro Name বক্সে একটি নাম টাইপ করুন। এরপর Keyboard-এ ক্লিক করুন এবং Alt+T চেপে Assign-এ ক্লিক করে Close-এ ক্লিক করুন।

ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ Insert→Table→Insert Table-এ ক্লিক করে ৭ এন্টার করুন কলামের জন্য এবং ৬ এন্টার করুন সারির জন্য। এরপর Ok-তে ক্লিক করুন। এবার View-তে ক্লিক করে Macro-এর অন্তর্গত অ্যারোতে ক্লিক করে Stop Recording বেছে নিন। ওয়ার্ড ২০০৩-এ Table→Insert→Table-এ ক্লিক করে row এবং column ভ্যালু এন্টার করে Ok-তে ক্লিক করুন। এবার Tools-এ ক্লিক করুন। Macro-তে ক্লিক করে Stop recording-এ ক্লিক করুন। ম্যাক্রো যেকোনো সময় রান করা যাবে Alt+T চেপে। এর ফলে টেক্সট কার্সর অবস্থানে একটি টেবিল আবির্ভূত হবে। ম্যাক্রো যেকোনো কিস্ট্রোক এবং মেনু সিলেকশন রেকর্ড করতে পারে। তবে মাউস মুভমেন্ট নয়। ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০ ম্যাক্রোকেডিলিট বা রিমুভ করতে চাইলে View-তে ক্লিক করে Macros-এ ক্লিক করুন। আর ওয়ার্ড ২০০৩-এ tools- এ ক্লিক করে Macro→Macros-এ ক্লিক করুন।

বিল্ডিং ব্লক

ওয়ার্ড ২০০৭ এবং ২০১০-এ Building Block হলো রেডিমেড অবজেক্টের সিলেকশন যা ডকুমেন্টে ব্যবহার করা যায়। এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে পেজ নাম্বার স্টাইল, টেক্সট বক্স, ইকোয়েশন, হেডার ও ফুটার এবং পেজ লেআউট। এগুলো দিয়ে ডকুমেন্টে আনতে পারেন পেশাদারি ছোঁয়া। এ জন্য Insrt-Quick Parts-এ ক্লিক করে Building Blocks Organizer বেছে নিন। আইটেমের লিস্ট ক্যাটাগরাইজ করা হয় এবং একটি আইটেম নামে ক্লিক করলে ডান দিকের প্যানে একটি প্রিভিউ দেখা যাবে। এর নিচে বিস্তারিত বর্ণনা আবির্ভূত হবে। কার্সর পজিশনে একটি আইটেম ইনসার্ট করার জন্য Insrt-এ ক্লিক করুন। এর ফলে কিছু আইটেম যেমন পেজ নাম্বার হেডার বা ফুটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে প্রত্যেক পেজে তা আবির্ভূত হয়। আর টেক্সট বক্সে আপনার টেক্সট টাইপ করুন।

স্টাইলসহ ডকুমেন্ট অ্যানহ্যান্স করা

ভালো ডকুমেন্ট লেআউট তৈরি করতে বেশ সময় নেয়, কেননা প্রয়োজনীয় সব ফন্ট যথাযথ কালার ম্যাচ করা বেশ কঠিন। ওয়ার্ডে কাজটি বেশ সহজ করে দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট থিম দিয়ে, যা গঠিত টেক্সট স্টাইল, লিস্ট টাইপ, কালার এবং আরো অনেক কিছু দিয়ে। এর ফলে আরো আকর্ষণীয় ও প্রফেশনালভাবে উপস্থাপন করা যায় ডকুমেন্টকে। ওয়ার্ড ২০০৩-এ Format-এ ক্লিক করে Themes ক্লিক করুন এবং প্রিভিউটির জন্য একটি থিমে ক্লিক করুন। 'Background image' থেকে টিক অপসারণ করুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ বাদ দেয়ার জন্য এবং Vivid colours-এ টিক দিন অন্যান্য কালারের জন্য। Ok-তে ক্লিক করুন থিম ব্যবহার করার জন্য। এবার Format→Styls and Formatting ক্লিক করুন পর্যাপ্ত টেক্সট স্টাইল দেখার জন্য। এগুলোর মধ্যে থেকে একটিকে ক্লিক করুন ব্যবহার করার জন্য।

ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ Page Layout-এ ক্লিক করে Themes-এ ক্লিক করুন এবং বেছে নিন যেকোনো একটি বিল্টইন থিম। এই থিম Home ট্যাবের Styles সেকশনের স্টাইল ও কালার পরিবর্তন করে। এটি টেক্সট লাইন এবং বর্ডার কালারও পরিবর্তন করে। ডিফল্ট রিসেট করতে চাইলে Office theme বেছে নিন।

হেডার ও ফুটার যুক্ত করা

হেডার ও ফুটার ধারণ করে টেক্সট বা গ্রাফিক্স, যা প্রতি পেজে পুনরাবৃত্তি হয়। যেমন পেজ নাম্বার।

ওয়ার্ড ২০০৩-এ View-তে ক্লিক করে Header and Footer-এ ক্লিক করুন। এর ফলে ওপরে এবং নিচে ডটেড বক্স আবির্ভূত হবে পেজের ওপরে ও নিচে যেখানে হেডার এবং ফুটার টুলবারও থাকে। এবার Insert Auto Text-এ ক্লিক করুন যাতে আইটেমগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট হয়, যেমন ডেট ও অথার। স্বয়ংক্রিয় পেজ নাম্বার ইনসার্ট করার জন্য Auto Text বাটনের পাশে আইকনে ক্লিক করুন। বিভিন্ন ধরনের পেজ নাম্বার ফরমেট বেছে নেয়া যায় বামদিকে তৃতীয় আইকনে ক্লিক করে। Close বাটনে ক্লিক করলে ডকুমেন্টে ফিরে যাওয়া যায়।

ওয়ার্ড ২০০৭/২০১০-এ ক্লিক করুন Insert-এ এরপর Header (or Footer) বেছে নিয়ে Style সিলেক্ট করুন। Design ট্যাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপেন হয়। এবার হেডার ও ফুটারের Type text এরিয়াতে ক্লিক করুন নিজের টেক্সট টাইপ করার জন্য। এবার Page Number বা Date and time বাটন বেছে নিন একটি ফরমেট এবং আইটেম ইনসার্ট করুন। ডকুমেন্ট বডিতে ফিরে যাওয়ার জন্য Close Header and Footer-এ ক্লিক করুন।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

ডাটা নিরাপত্তায় ব্যাকআপের ১০ টিপ

তাসনীম মাহমুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ ব্যবহারকারীর পাতায় গত মাসে লোকাল ডাটা রক্ষার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এ সংখ্যায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে আলোকপাত করা হয়েছে ডাটা ব্যাকআপের কিছু টিপ। এ লেখায় উন্মোচন করা হয়েছে ভালো ব্যাকআপ সিস্টেমের জন্য ১০ ধাপ।

অনলাইন ডাটা ব্যাকআপ সার্ভিস মজি (Mozy)-র মতে তিন ভাগের এক একভাগ এসএমবির কর্মীরা পছন্দ করেন ডাটা ব্যাকআপের জন্য তাদের নিজেদের সিস্টেম।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, শতকরা ৬০ ভাগ কোম্পানি ব্যাকআপের জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ রাখে না মোটেও, যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। যারা নিয়মিতভাবে ব্যাকআপ রাখেন, তাদের শতকরা ৫৩ ভাগ ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করেন এক্সটারনাল ড্রাইভ এবং শতকরা ৩১ ভাগ ব্যবহার করেন ইউএসবি স্টিক, দশজনের একজন নিজেদেরকে ডকুমেন্টের কপি মেইল করে রিস্টোর করেন ব্যাকআপ হিসেবে। অবশ্য এসব কিছু কিছুটা হলেও দ্বিধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ কনফিউজিং। এ জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে–

যেভাবে শুরু করবেন

ডাটা ব্যাকআপের কাজ শুরু করার আগে জেনে নেয়া উচিত, কিভাবে ডাটা ম্যানেজ করা যায় এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে নিরাপদ করা যায়। এজন্য আপনার জানতে হবে কখন ডাটা ব্যাকআপ করতে হবে। এ বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে।

ইন্টারনাল হার্ডড্রাইভ

আপনার ল্যাপটপ বা পিসি বা একই মেশিনে ইনস্টল করা দ্বিতীয় হার্ডড্রাইভে বা একই মেশিনের ভিন্ন পার্টিশনে ডাটা ব্যাকআপ করার কৌশলটি হচ্ছে ডাটা ব্যাকআপের বাজে কৌশলের কাছাকাছি। যদি আপনার কমপিউটার চুরি হয়ে যায় বা ল্যাপটপ হারিয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে করণীয় কিছু থাকে না। তাছাড়া ডাটা বিভিন্ন কারণে হারাতে পারে। এক্ষেত্রে হার্ডড্রাইভ ফেইল্যুর সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ বা কমন ব্যাপার। এ কারণে ডাটা ব্যাকআপ করা হয় হার্ডড্রাইভের ভিন্ন পার্টিশনে। যেহেতু ব্যাকআপ স্টোর করা ভালো অভ্যাস। তাই এক্ষেত্রে বলা যায় মন্দের ভালো।

এক্সটারনাল হার্ডড্রাইভ

পরবর্তী ধাপ ব্যাকআপের উন্নতি লাভের উপায়, যেখানে ব্যবহার করা হয় এক্সটারনাল হার্ডড্রাইভ। যে ধরনের ডাটা ব্যাকআপ করতে চান না কেনো, প্রথমে তা ব্যাকআপের জন্য কনফিগার করতে হবে। এজন্য এটি প্ল্যাগ-ইন করলে ব্যাকিং আপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টার্ট হবে। যেহেতু পিসিতে ইনস্টল করার জন্য কোনো সফটওয়্যার নেই এবং যেহেতু এটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়,তাই আপনাকে শুধু মনে রাখতে প্ল্যাগ ইন করার বিষয়টি।

ইউএসবি স্টিক

ইউএসবি স্টিক অফার করে ক্যুইক অ্যান্ড ডার্টি ব্যাকআপ প্রক্রিয়া। দ্রুতগতি ছাড়া এই প্রক্রিয়ায় ব্যাকআপ করাকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে ব্যাপক বিস্তৃত ভলিউমের ডাটা রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ধীরগতির।

ক্যুইক অ্যান্ড ডার্টি প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারেন বিশেষ কোনো একটি কাজের কপির জন্য, যা আপনি সেই মুহূর্তে করছেন। যেমন যেসব উপাদান আপনার দরকার তাৎক্ষণিকভাবে তা দৃঢ়ভাবে করা এবং ভুল করে কিছু মুছে ফেলা ইত্যাদি।

ব্যাকআপ কৌশলের চাকায় ইউএসবি স্টিক একটি সহায়ক স্পোক হিসেবে ব্যবহার হয়, তবে ডাটা রিকোভারি চক্রের জন্য নয়। কেননা, ইউএসবি স্টিক সহজেই হারিয়ে যেতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এটি আকস্মিক বিপর্যয়ে খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সহজ কথায় বলা যায় ইউএসবি স্টিকের নষ্ট হওয়ার প্রবণতা অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় বেশি।

যদি থাম্বড্রাইভে ব্যাকআপ করতে চান, তাহলে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে এতে যা কিছুই কপি করবেন, তা যেনো এনক্রিপটেড হয় যাতে একান্ত ব্যক্তিগত বা গোপনীয় তথ্য প্রতারক বা হ্যাকারীদের নাগালের বাইরে থাকে।

ন্যাশ ডিভাইস

নেটওয়ার্ক অ্যাটাচড স্টোরেজ (NAS) ব্যবহার করতে পারে সংরক্ষিত বড় কোম্পানিগুলোই। কেননা এটি সেটআপ করতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচর্যা ও চালনা করতে যেসব হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ দরকার তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যা শুধু বড় কোম্পানিগুলো বহন করতে পারে।

এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আপনার ডেস্কেই সেট করতে পারবেন ছোট ন্যাশ ডিভাইস, যা ধারণ করতে পারে ৪ টেরাবাইট ডাটা। এর আকার একটি ইটের সাইজ এবং দাম ৩০০ ডলার বা তার কম। অবশ্য এ দামও যথেষ্ট বেশি ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য। তবে নেটওয়ার্ক জুড়ে বড় ফাইলকে আর্কাইভ করার সুবিধা রয়েছে এতে।

ব্যাকআপ রিভিউ

আপনি ইচ্ছে করলে ড্রাইভকে রিডানড্যান্ট অ্যারে অব ইনডিপেনডেন্ট ডিস্ক (RAID) ফ্যাশনে কনফিগার করতে পারবেন। কনফিগারেশনের মাধ্যমে উভয় ড্রাইভজুড়ে ডাটার হুবহু মিরর করা হয়।

সুতরাং ৪ টেরাবাইট ডাটা হয়ে যাবে ২ টেরাবাইট করে। তবে এক ড্রাইভ যদি ফেল করে তাহলে তা সহজেই রিপ্লেস করা যায় এবং সেক্ষেত্রে ডাটার কোনো ক্ষতি হয় না।

ক্লাউড

ক্লাউডে ডাটা ব্যাকআপ করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। মজি, ট্রেড মাইক্রো সেইফসিঙ্ক এবং ড্রপবক্সের মতো সার্ভিসস জনপ্রিয় প্রায় সব অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিসের সাথে হোম ইউজার ও ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্লাউড পরিণত হয়েছে এক সাধারণ ক্ষেত্র হিসেবে। এ ধরনের অফসাইট ব্যাকআপ স্টোর করার ক্ষেত্রে রয়েছে স্বতন্ত্র সুবিধা। এর ফলে আপনার অফিস যদি কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় যেমন আগুন বা বন্যায় কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্লাউডে ব্যাকআপ থাকায় আপনার ডাটা থাকবে অক্ষত অর্থাৎ ডাটা হারাবে না। এ জন্য আপনার ল্যাপটপকে ক্লাউডে নির্দিষ্ট করা উচিত, যেখানে ডাটা সব সময় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

লক্ষণীয়, ক্লাউড ব্যাকআপ বাস্তবায়ন করার জন্য সবার জন্য দরকার দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ যা খুব ব্যয়বহুল নয়। যেহেতু ব্যাকআপ হতে পারে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় এবং অবিরত প্রসেসে, তাই সব সময় ফাইলের সর্বশেষ রিভিশনের একটি কপি নিরাপদে অন্যত্র স্টোর হয়।

ফ্লিপসাইডে এগুলো কখনই দ্রুতগতির অপশন হতে পারে না। প্রাথমিক ডাটা ব্যাকআপ ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রতিদিনই নেয়া হয়। তবে বিশাল বিস্তৃত ফাইলের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াআদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। ব্রডব্যান্ডে ডাটা ট্রান্সফার লিমিট যেনো পর্যাপ্ত হয় তা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যাকআপকে ব্যাকআপ করা

সম্ভবত এখন অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ডাটা ব্যাকআপের কোনো স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ানেই, যার মাধ্যমে ডাটা শতভাগ নিরাপদ থাকবে। আপনি যে ধরনের সিস্টেমই ব্যবহার করেন না কেন, কোনো না কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতেই পারে। সেজন্য ডাটা ব্যাকআপ করতে হবে একাধিক জায়গায়।

ডাটা সিকিউরিটি ব্যবসায় মাল্টিপল লেয়ার ব্যবহার করা উচিত সব সময়। যেমন ক্লাউডে ব্যাকআপ করলেও ব্যাকআপের আরেকটি কপি লোকালি অর্থাৎ ন্যাশ ডিভাইসে রাখা উচিত।

ব্যাকআপ করুন আপনার ই-মেইল

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বেশি থেকে বেশিতর তাদের ই-মেইলকে ক্লাউডে সরিয়ে নিচ্ছে জি-মেইলের সৌজন্যে। এটি ব্যবহারকারীর মনে জন্ম দিয়েছে নতুন এক সন্দেহ। কী হবে মারাত্মক কিছু ঘটে গেলে কিংবা গুগল যদি আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দে

(বাকি অংশ ৯৩ পৃষ্ঠায়)

ডাটা নিরাপত্তায়

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

কিংবা আপনার মেসেজ ডাটা হারিয়ে যায় বা করাপ্ট করে। যেমন গত বছর গুগল একগুচ্ছ জি-মেইল অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দেয়। অবশ্য বেশিরভাগ মিশিং মেইল রিস্টোর করা সম্ভব হয়।

তাই জি-মেইল অ্যাকাউন্ট ব্যাকআপ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এ কাজটি বেশ কয়েকভাবে সম্পন্ন করা যায়। তবে ভালো হয় এক্ষেত্রে মেইল স্টোর হোম ব্যবহার করা। উইন্ডোজভিত্তিক এই ফ্রি টুলটি আপনার জি-মেইল মেসেজ আর্কাইভ করতে পারে। যেহেতু এটি লোকাল ডাটাবেজে আপনার মেইল আর্কাইভ করে, তাই কোনো এক এক্সটারনাল ড্রাইভে বা ডিভিডিতে ব্যাকআপ করা উচিত সরবরাহ করা টুল দিয়ে।

সোশ্যাল আর্কাইভিং

আমাদের প্রাত্যহিক কমপিউটিং জীবনে খুব দ্রুতগতিতে ঘরে-বাইরে এবং কর্মক্ষেত্রে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আপনার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা বন্ধ হয়ে গেলে, হ্যাক হলে বা অন্য কোনো কারণে সব পোস্ট হারিয়ে গেলে কেমন অবস্থা হবে তা একবার ভেবে দেখুন। এমন অবস্থা যেকোনো সময় হতে পারে। তাই এগুলো আর্কাইভ করা উচিত। এজন্য বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে, যা আর্কাইভ করবে একটি বা অন্যটি। তবে Backupify চমৎকারভাবে কাজ করে উভয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিদিনের ব্যাকআপ এবং ফেসবুক ও টুইটার ফিড ক্লাউডে আর্কাইভিংয়ের জন্য অফার করে। বেসিক এই ফ্রি সার্ভিসটি দেয় দুই গিগাবাইট স্টোরেজ স্পেস, যা বেশিরভাগ সামাজিক নেটওয়ার্কারের জন্য যথেষ্ট।

যা ব্যাকআপ করবেন না

ডাটা ব্যাকআপ স্ট্র্যাটেজিতে সবকিছুই ব্যাকআপ করা উচিত তা নয়। কিছু কিছু বিষয় ব্যাকআপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন ডুপ্লিকেট ফাইল ব্যাকআপ করা আদৌ কী উচিত? ই-মেইল স্প্যাম ফোল্ডার নিয়ে কি ভাবছেন? সিডি কালেকশন থেকে রিপ করা সব এমপিথ্রি ফাইল কী ব্যাকআপ করা উচিত? ডাটা ব্যাকআপ করার ক্ষেত্রে আমাদের সবার মনে রাখা দরকার অপ্রয়োজনীয় ডাটা ব্যাকআপ প্রসেসকে ধীর করে দেয়, আর্কাইভ হয় আরো বড় এবং সম্পূর্ণ প্রসেস হয়ে ওঠে আরো ব্যয়বহুল। তাই ডাটা ব্যাকআপ করার সময় সেই সব ফাইলকে ব্যাকআপ করা উচিত যেগুলো আপনার এবং ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোর জন্য বিশেষভাবে ফোকাস করুন আপনার দৃষ্টি।

ডাটা ব্যাকআপ করার পর বেশিরভাগ ব্যবহারকারী ভুলে যান ডাটা রিস্টোরিং প্রসেসের কথা। অথচ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ডাটা ব্যাকআপ শেষে রিস্টোরিংয়ের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত সবাইকে।

ফিডব্যাক : ***swapan52002@yahoo.com***

কমপিউটার জগতের খবর

বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা থেকে ল্যাপটপ কিনবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা তথা টেশিস থেকে মোট ২০ হাজার ৫০০ ল্যাপটপ কিনবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশের বিভিন্ন এলাকার ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টি মিডিয়া শ্রেণীকক্ষ চালু করার জন্য এসব ল্যাপটপ কেনা হবে। এ বিষয়ে গত ১৮ জুন সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি চুক্তি সই হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ ও টেশিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাইদ খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

এ চুক্তিতে সই করার সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব সুনীল কান্তি বোস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি করে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পিকার ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ জন করে শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সারা দেশে ৪ হাজার ৭৪৫ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু হলে শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে। এটি দেশের প্রযুক্তির উন্নয়নে একটি বড় মাইলফলক হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আশা করেন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পদ্ধতির ফলে ক্লাসে পাঠদান আরো আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হবে, জটিল ও বিমূর্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা যাবে। ভবিষ্যতে আইসিটি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, শহর-গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির বৈষম্য অনেকাংশে দূর হবে। এর ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে সহজেই জীবনঘনিষ্ঠ করে ভাবতে এবং প্রয়োগ করতে শিখবে। শুধু মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করলেই হবে না মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, মাল্টিমিডিয়ায় চালানোর জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করায় দক্ষ শিক্ষক তৈরি করতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রমে এ বছর টেলিটকের আয় ৬ কোটি টাকা

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রমে ২০১১-১২ অর্থবছরের ৩০ মে পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সেলফোন অপারেটর টেলিটকের আয় হয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। গত ২৪ জুন জাতীয় সংসদে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এ তথ্য জানান। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ৩৮৯টি সরকারি কলেজ, ৮৩টি সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেলিটকের মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। এ খাতে সংস্থাটি ৫ কোটি ৮৪ লাখ ৭৬ হাজার ১৬৯ টাকা আয় করেছে।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আরও বলেন, জুলাইয়ে পরীক্ষামূলকভাবে রাজধানীতে ৩ লাখের বেশি গ্রাহককে থ্রিজি সেবা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে টেলিটক। টেলিটকের নিজস্ব অর্থায়নে দ্বিতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে গ্রাহক ক্ষমতা ৩২ লাখ ৫ হাজারে উন্নীত হবে। বর্তমানে এটি ২৯ লাখ গ্রাহক ক্ষমতাসম্পন্ন। এসময় মন্ত্রী আরো জানান, চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় 'ইনফরমেশন অব থ্রিজি টেকনোলজি অ্যান্ড এক্সপানশন অব ২ দশমিক ৫জি নেটওয়ার্ক' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে ৬৫ লাখ গ্রাহক টেলিটক নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। তিনি আরও বলেন, ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে দেশে সেলফোন গ্রাহক বেড়েছে ৪ কোটি ৭৪ লাখ। এ সময় টেলিটকের গ্রাহক বেড়েছে প্রায় ৪ লাখ। চলতি বছরের মধ্যেই থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বর্তমানে থ্রিজি নীতিমালা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করছে মন্ত্রণালয়।

ছয়টি সেলফোন অপারেটরের ১৫ বছরে বিনিয়োগ ৫০ হাজার কোটি টাকা

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি, সিটিসেল, এয়ারটেল ও টেলিটক মোট ছয়টি সেলফোন অপারেটর দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে গত ১৫ বছরে বিনিয়োগ করেছে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তবে চলতি বছর বিনিয়োগ কম হবে বলে মনে করছে অপারেটররা। টেলিযোগাযোগে গত বছর বিনিয়োগ হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। যার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল টুজি তথা দ্বিতীয় প্রজন্মের লাইসেন্স নবায়নে। সে সময় দেশের শীর্ষস্থানীয় সেলফোন অপারেটর গ্রামীণফোন তাদের প্রায় ১৪ হাজার বেজ ট্রান্সসিভার স্টেশনের তথা বিটিএসের মধ্যে ৭ হাজার ২৭২টি আধুনিকায়নের জন্য ১ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। তবে চলতি বছর বিনিয়োগ কম হবে বলে মনে করছে অপারেটররা।

এদিকে সেলফোন অপারেটর সূত্র জানিয়েছে, অবকাঠামোগত অধিকাংশ কাজই শেষ হয়েছে। নেটওয়ার্ক উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত থাকলেও টাকার অঙ্কে তা খুব বেশি হবে না। আর থ্রিজিতে বিনিয়োগ নিয়ে দোদুল্যমানতায় রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো। তা ছাড়া সিম ট্যাক্সের কারণে বড় অঙ্কের ভর্তুকি দেয়ায় নতুন বিনিয়োগে অপারেটররা আগ্রহী হচ্ছে না।

অপরদিকে বিটিআরসি সূত্র বলছে, ২০১১ সালে লাইসেন্স নবায়ন, তরঙ্গ বরাদ্দ ফির জন্য প্রায় ৩ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা জমা দেয় সেলফোন অপারেটররা। নভেম্বরে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও সিটিসেলের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হলে নবায়ন বাবদ মোট অর্থের ৪৯ শতাংশ হিসেবে এ অর্থ জমা দিয়েছে তারা। চলতি বছর বাকি ৫১ শতাংশ অর্থ জমা দেবে এ চার অপারেটর। টুজি লাইসেন্স নবায়ন ফির কিস্তির অংশ হিসেবে আরও ৪ হাজার ৮৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা দেবে প্রতিষ্ঠানগুলো।

অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ তথা অ্যামটব সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৭ সালে গ্রামীণফোন ও রবি কার্যক্রম শুরু করে। তখন বিনিয়োগ ছিল ৩০০ কোটি টাকা। ২০০৩ সালে এ বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৬১০ কোটি টাকায়। ২০০৪ সালে বিনিয়োগ হয় ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা। ২০০৭ সালে বিনিয়োগ হয় ৭ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে ৬ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা। ২০০৯ সালে ৫ হাজার ৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। ২০১০ সালে সেলফোন অপারেটররা মোট বিনিয়োগ করেছে ৫ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক ও রবির সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৫৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। ২০০৭ সালে এ বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়ায় ৯৪ কোটি ডলারে। ২০০৮ সালে বিনিয়োগ করেছে ৯০ কোটি ৮০ লাখ ডলার। ২০০৯ সালে বিনিয়োগ ছিল ৩৫ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১০ সালে ৪৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার। ২০১১ সালে ৫২ কোটি ৪০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে।

বিকাশের মাধ্যমে উপহার দেয়া যাবে

মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশের (www.bkash.com) সাহায্যে অনলাইনের কেনাকাটার ওয়েবসাইট রকমারি ডটকম (www.rokomari.com) থেকে যেকাউকে উপহার দেয়া যাবে। উপহার ছাড়াও মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করে কেনা যাবে বইও। সম্প্রতি রকমারি ডটকম কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে রকমারি ডটকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন এবং বিকাশের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যানালিস্ট এসএম জাহাদুল আরেফিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিকাশের প্রধান নির্বাহী কামাল কাদের, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান, রকমারি ডটকমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ, সহ-মহাব্যবস্থাপক আহসানুল কবিরসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিসিএসের বাজেট প্রতিক্রিয়া এবং আউটসোর্সিং প্রতারণা নিয়ে দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএস গত ৪ জুলাই জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ পরবর্তী বিসিএসের প্রতিক্রিয়া এবং আউটসোর্সিং প্রতারণা নিয়ে দিকনির্দেশনা সংক্রান্তএক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বিসিএসের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে বাজেটে আইসিটি খাতের উন্নয়নে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে একটি প্রতিচিত্র তুলে ধরা হয়। এসময় বক্তারা বাজেটকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকারকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে দিয়েছে সেই তুলনায় বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তিকে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি বলে জানানো হয়। এসময় আউটসোর্সিংয়ের নামে প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে তরুণ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

বিসিএস কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিসিএস সভাপতি মো: ফয়েজউল্যাহ্ খান, সহ-সভাপতি মো: মঈনুল ইসলাম, মহাসচিব মো: শাহিন-উল-মুনীর, কোষাধ্যক্ষ জাবেদুর রহমান শাহীন, পরিচালক মোস্তাফা জব্বার, পরিচালক মজিবুর রহমান স্বপন, সফটওয়্যার অ্যান্ড আইটি এনাবল্ড স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মো: রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুত ডাটা ট্রান্সফারে ট্রান্সসেন্ড ইউএসবি ৩ স্টোরেজ

বাজারে এসেছে ট্রান্সসেন্ডের ইউএসবি থ্রি প্রযুক্তির ডাটা টান্সমিশনে কম সময়, কম পাওয়ার খরচ এবং অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য স্টোরেজ ডিভাইস। টান্সসেন্ডের ইউএসবি ৩ মাল্টি কার্ড রিডার একসাথে সব কার্ড সাপোর্ট করে। এতে আলাদা পাওয়ার লাগে না। এতে বিল্টইন নিরাপত্তা ফাংশন রয়েছে। যোগাযোগ: ০১৮৩৩৩৩১৬০১।

বেনকিউ ইডাব্লিউ২৪৩০

বিশ্বের প্রথম ভিএ এলইডি মনিটর বেনকিউ ইডাব্লিউ২৪৩০ বাজারে এসেছে। বেনকিউ ইডাব্লিউ সিরিজের ২৪ ইঞ্চি প্রশস্ত ডিসপ্লে রয়েছে ১৭৮/১৭৮ ডিগ্রী ভিউ অ্যাঙ্গেলের পাশাপাশি ১৯২০ বাই ১০৮০ রেজুলেশন, ১৬:৯ আসপেক্ট রেশিও সুবিধা রয়েছে। রুমথিয়েটার খ্যাত রুমের ইন্টেরিয়র ডিজাইনে যোগ করবে নতুন মাত্রা। যোগাযোগ: ০১৭৫৫৫২৬৩০৮।

এটেক কম্বো কিবোর্ড ও মাউস

ইউনিক বিজনেস সিস্টেমস লি. বাজারে এনেছে এটেক ব্র্যান্ডের একেএমএক্স৬১০ মডেলের স্টাইলিস্ট ইউএসবি কম্বো কিবোর্ড ও মাউস। এতে স্ক্রল হুইল এবং কমফর্টেবল বাটন ও ৮০০ ডিপিআই স্ক্রোলিং অপটিকাল সুবিধা রয়েছে। দাম ৫শ টাকা। যোগাযোগ: ০১৭৩০০৪৪৪০৫।

বেসিসের ২০১২-১৪ মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত

একেএম ফাহিম মাশরুর

রাসেল টি আহমেদ

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের তথা বেসিসের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়েছে। আগামী ২০১২-১৪ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জুলাই বিভিন্ন পদে নির্বাচন হয়। এতে ৩৬০ ডিগ্রি প্যানেলের নেতৃত্বে এবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন একেএম ফাহিম মাশরুর। এ প্যানেলের অন্য সদস্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হয়েছেন শামীম আহসান, সৈয়দ আলমাস কবীর সহ-সভাপতি, রাসেল টি আহমেদ মহাসচিব, এম রশীদুল হাসান যুগ্ম মহাসচিব, নাভিদ-উল-হক পরিচালক, শাহ ইমরুল কায়েস পরিচালক, এবিএম রিয়াজুদ্দিন মোশারফ পরিচালক এবং উত্তম কুমার পাল কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই দু'বছর মেয়াদে বেসিস কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪১৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩০৮ জন ভোট দেন। ভোটে সাধারণ সদস্য শ্রেণীভুক্ত পদে ৮ জন এবং সহযোগী সদস্য শ্রেণীভুক্ত পদে ১ জনসহ মোট ৯ জন কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

কর্পোরেট ও ডিলারদের জেএএন এসোসিয়েটসের আম উপহার

সম্প্রতি জেএএন এসোসিয়েটস কর্পোরেট ডিলারদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে আম প্রদান করেছে। এছাড়া জেএএন এসোসিয়েটসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও আম প্রদান করা হয়। আম প্রদানের এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন

জেএএন এসোসিয়েটসের এমডি, ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা। এ প্রসঙ্গে জেএএন এসোসিয়েটসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ্ এইচ কাফি বলেন, আমের মৌসুমে সবার সঙ্গে আম খাওয়ার আনন্দ ভাগাভাগি করার মজাটাই হলো আমার কাছে আসল আনন্দ।

এএমডির মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্স কার্ডে পুরস্কার

একটি এএমডি সিপিইউ-এর সঙ্গে এএমডি সার্পোটেড এমএসআই মাদারবোর্ড বা একটি সাফায়ার গ্রাফিক্স কার্ড কিনলেই স্ক্রেচ কার্ড ঘষে পুরস্কার জেতার সুযোগ। পুরস্কারে রয়েছে এলসিডি টিভি (সনি ব্রাভিয়া ৩২ ইঞ্চি), এয়ার টিকেট

(২জন, ঢাকা-কাটমুন্ডঢাকা, ২ রাত/৩দিন, ৩ তারকা হোটেল), টেবলেট পিসি (এমএসআই১০" ওয়াই-ফাই), নেট বুক (এমএসআই ইউ২৭০),পোর্টেবল হার্ড ড্রাইভ (ট্রান্সসেন্ড ৩২জিবিওয়াইফাই এসএসডি স্টোরেজ রাউটার), মোবাইল সেট (নকিয়া-ই৬৩), মাল্টিমিডিয়াফটোফ্রেম (ট্রান্সসেন্ড ডিপিএফ৮৩০) উন্নত মানের টি-শার্ট ইত্যাদিসহ অনেক পুরস্কার। এই কার্যক্রম চলবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যোগাযোগ: ০১৮৩৩৩৩১৬০১-১৭।

বাজারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রজেক্টর

হিটাচি ব্র্যান্ডের ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাডভান্স নেটওয়ার্ক ফাংশনযুক্ত প্রজেক্টরে সিঙ্গেল পিসি মোড এবং মাল্টি পিসি মোড সুবিধায় একই সময় ৪ টি পিসি ডিসপ্লে করা সম্ভব। এতে ৫মিটার লম্বা ইএসবি ক্যাবল থাকায় প্রজেক্টরটি সহজেই বিভিন্ন দিকে মুভ করা যায়। এছাড়া লো ইন্টারন্যাল স্পিকার থাকায় আলাদা স্পিকার দরকার হয় না। এছাড়া ল্যান ফাংশন যুক্ত প্রজেক্টরে হাইব্রিড ফিল্টার, দীর্ঘ স্থায়ীত্ব, ২০০০:১ হাই কন্ট্রাষ্ট রেশিও, লো নয়েজ লেভেল, পাওয়ার সেভিং মোড, ডে টাইম মোড, মাই মেমরি, ডাইরেক্ট পাওয়ার অন অথবা অফ সুবিধা রয়েছে। ৪.১ কেজি লাইট ওয়েট যুক্ত এই ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রজেক্টরে পিসি লেস প্রেজেন্টেশন ও হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল কিস্টোন কারেকশন সুবিধা। যোগাযোগ: ০১৭৩০০৪৪৪০৫।

এফঅ্যান্ডডি এ১১১ মাল্টিমিডিয়া স্পিকার

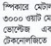

বাজারে এসেছে এফঅ্যান্ডডি এ১১১ ২:১ মাল্টিমিডিয়া স্পিকার। জোড়াল ও নিখুঁত সাউন্ড কোয়ালিটির স্পিকারে মেটাল গ্রিল সাব-উফার রয়েছে। এটি ৩০০০ ওয়াট মেগা সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম, ওয়াইড ভোল্টেজ এবং হাই এনার্জি ইফিসিয়েন্ট টেকনোলজিতে তৈরি। এক বছরের বিক্রোয়োত্তর সেবা পাওয়া যাবে। যোগাযোগ: ০১৭৫৫৫২৬৩০৮।

বেনকিউ'র গেমিং মনিটর

বেনকিউ এক্সএল২৪২০ মডেলের গেমিং মনিটর বাজারে এনছে কমভ্যালি। ২৪ ইঞ্চি বেনকিউ এক্সএল২৪২০টি এর ১২০হার্টজ রিফ্রেশ রেট সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ: ০১৭৫৫৫২৬৩০৮।

ক্যানন পিক্সমা এমজি-৬১৭০ প্রিন্টার

বিল্ট-ইন নেটওয়ার্ক প্রিন্ট, ওয়াই-ফাই, সিডি প্রিন্ট, ডুপ্লেক্স প্রিন্ট, ইন্টিলেজেন্ট টার্চ সিস্টেম, অ্যাডভান্স মিডিয়া হ্যান্ডেলিং, কুইক ইনটুইটিভ অপারেশন সুবিধাসহ ক্যাননের মাল্টিফাংশন অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টার পিক্সমা এমজি-৬১৭০ নিয়ে এনেছে জেএএন এসোসিয়েটস। রয়েছে প্রিন্ট, স্ক্যান ও কপির পাশাপাশি ৩.০ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে এবং আইআরডিএআইআর, ক্যামেরা ও মোবাইল, মেমরি কার্ডের মাধ্যমে কমপিউটার ছাড়াই সরাসরি ছবি প্রিন্ট করার সুবিধা। পিক্সমা এমজি-৬১৭০ প্রিন্টারের সাথে ক্যানন ছাতা ফ্রি। দাম ২০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৬১৪-০০৬-০০৭ ▪

বাংলাদেশের ফটোকপিয়ার বাজারে এক নম্বর হতে চায় রিকো

সম্প্রতি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বাজার পরিদর্শন করে গেছেন ফটোকপিয়ার ও ডিজিটাল প্রিন্টিং সল্যুশন্স নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রিকোর তিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ২০১১ সালে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে রিকো ব্র্যান্ডের সেরা পরিবেশক মনোনীত হওয়ায় তিন দিনের এই সফরে আসেন রিকো স্ট্র্যাটেজিক মার্কেটিং বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বেন বি ডব্লিউ চং, ব্যবস্থাপক ক্রিস থাম এবং উর্ধ্বতন নির্বাহী জোয়েল লিন। তারা স্মার্ট টেকনোলজিস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সাথে একান্ত সাক্ষাত করেন। এসময় বাংলাদেশের বাজারে রিকো ব্র্যান্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের ফটোকপিয়ার বাজারে মার্কেট লিডার হবে রিকো-মার্কেট পরিদর্শনের পর এমনই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন রিকো প্রতিনিধিরা ▪

ক্যানন প্রিন্টারের সঙ্গে ইউএসবি ল্যাম্প ফ্রি

জেএএন এসোসিয়েটস এনেছে ক্যানন মাল্টিফাংশন অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টার এমএক্স-৫১৭০। প্রিন্ট, স্ক্যান ও কপি সুবিধার এই প্রিন্টারে ২.৪ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে, ব্লুটুথ (অপশনাল), আইআরডিএআইআর, পিক্টব্রিজ সম্বলিত ক্যামেরা ও মোবাইল, মেমরি কার্ড থেকে কমপিউটার ছাড়াই সরাসরি ছবি প্রিন্ট করার সুবিধা রয়েছে। মাল্টিফাংশন অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টারের সাথে ক্যানন-পিক্সমা ইউএসবি ল্যাম্প ফ্রি। দাম ১৩ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৮৬২৪১০২ ▪

কমপিউটার জগৎ মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ দেশের প্রথম ও সর্বাধিক প্রচারিত তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক পত্রিকা মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর একুশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিন পর্বে যথাক্রমে গত মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মাসিক কমপিউটার জগৎ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পর্বে আলাদাভাবে ১০টি করে পুরস্কার দেয়া হয়। প্রতিটি পর্বে প্রথম পুরস্কার ১টি এইচপি এলইডি মনিটর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ১টি করে এইচপি গেমিং ডিভাইস; চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরস্কার ১টি করে এইচপি স্পিকার এবং সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পুরস্কার ১টি করে এইচপি কর্ডলেস মাউস দেয়া হয়। এইচপি স্মার্ট পিসির সৌজন্যে আয়োজিত এ ক্যুইজ প্রতিযোগিতার সব পুরস্কারই এইচপির সৌজন্যে দেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এইচপি প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এইচপির পার্সোনাল সিস্টেম গ্রুপের চ্যানেল মার্কেটিং ম্যানেজার প্রতাপ কুমার সাহা। তিনি তার বক্তব্যে এইচপি ও এইচপি পণ্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদক গোলাপ মুনীর।

উল্লেখ্য, এ ক্যুইজের তিন পর্বে সর্বমোট ৫৪৭৬ প্রতিযোগী অংশ নেন। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে ৩০ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমপিউটার জগৎ-এর সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ ▪

কক্সবাজারে আসুসের সেলস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি কক্সবাজারে গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেডের আয়োজনে 'আসুস সেলস কনফারেন্স ২০১২' অনুষ্ঠিত। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখেন আসুসের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মহিউদ্দিন কাদের। তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী গ্রাহক পর্যায়ে আসুস ল্যাপটপের অবস্থান তৃতীয় এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়। তিনি বিশ্বব্যাপী আসুসের কার্যক্রম, আসুস ল্যাপটপের নতুন প্রবর্তিত ফিচার, বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশে আসুস ল্যাপটপের সাফল্যের জন্য ডিলারদের অবদানকে উল্লেখ করে গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল ফাত্তাহ্ ডিলারদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আইটি সেক্টরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং এই শিল্পকে ভালোবেসে সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আগের ন্যায় ভবিষ্যতেও ডিলারদের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্লোবাল ব্র্যান্ডের শাখা ব্যবস্থাপক কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে ২০১১ সালে আসুস ল্যাপটপ বিক্রয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় ৫০টি ডিলার প্রতিষ্ঠানকে আসুসের পক্ষ থেকে সম্মানজনক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রথম ১০ ডিলার প্রতিষ্ঠানকে আসুস ল্যাপটপ বিক্রয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করায় ক্রেস্ট দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় ▪

বিসিএস কমপিউটার সিটির নির্বাচন সম্পন্ন মজিবুর সভাপতি, মুক্তাদির সাধারণ সম্পাদক

দেশের সবচেয়ে বড় কমপিউটার বাজার ঢাকার বিসিএস কমপিউটার সিটির ২০১২-১৪ মেয়াদের নির্বাচন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিসিএস কমপিউটার সিটিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে সভাপতি পদে মো: মজিবুর রহমান ৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এ নিয়ে দুইবার কমপিউটার সিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন এএসএম আবদুল মুক্তাদির (৮১ ভোট)। তিনিও এ পদে আগে একবার দায়িত্ব পালন করেছেন।

মো: মজিবুর রহমান

এএসএম আবদুল মুক্তাদির

নতুন কমিটির প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হলেন-সহসভাপতি মো: মাজহারুল ইমাম (৯৪), সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো: আল মামুন খান (১০৭), নির্বাহী সদস্য নাজমুল আলম ভূইয়া (৮৫), জিয়াউল হাসান ছিদ্দিক (৯২), আকতার হোসাইন খান (১২৪), মো: জাহিদুল আলম (১১৩), মো: রফিকুল আলম (১০৮)। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এএনএম কামরুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ মো: মনজুরুল হক, প্রচার প্রকাশনা ও জনসংযোগ সম্পাদক মো: রফিকুল ইসলাম, তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক একেএম আতিকুর রশীদ।

সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত টানা ভোটগ্রহণ চলে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো: আক্তারুজ্জামান জানান, ১৫৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৩৮ জন ভোট দেন।

কমপিউটার সোর্সের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন সাকিব

কমপিউটার সোর্সের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ২৪ জুন কমপিউটার সোর্সের বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য ও সেবা প্রসারে সহযাত্রী হতে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন সাকিব। এ সময় সাকিব কমপিউটার সোর্সের অলরাউন্ডার অফার 'সাকিব যেমন, নরটনও তেমন' ঘোষণা করেন। এই অফারে প্রতিটি নরটন অ্যান্টিভাইরাসের সাথে ৮ গি.বা. পেনড্রাইভ ফ্রি দেয়া হবে। এছাড়া আগামী এক মাসে যারা নরটন কিনবেন তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে ৩০ ক্রেতা এবং সর্বাধিক নরটন ডিলার সাকিবের সাথে অভিজাত হোটেলে ডিনার এবং মজার স্মৃতি শেয়ার করার সুযোগ পাবেন। এসময় কমপিউটার সোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএইচএম মাহফুজুল আরিফ সাকিবকে একটি ম্যাকবুক এয়ার উপহার দেন।

এএইচএম মাহফুজুল আরিফ সাকিব আল হাসান

আসুস ই-প্যাড ট্রান্সফরমারের ডিলার সম্মেলন

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেডের আয়োজনে গত ২৫ মে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের 'আসুস ই-প্যাড ট্রান্সফরমার ডিলার মিট' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসুসের ৫০টি ডিলার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা অংশ নেন। সম্মেলনে পণ্যটির বিভিন্ন ফিচার ও সুবিধা তুলে ধরেন আসুসের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মহিউদ্দিন কাদের এবং গ্লোবাল ব্র্যান্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল ফাত্তাহ্। উল্লেখ্য, এই ট্যাবলেট পিসিটির সাথে রয়েছে কোয়ের্টি কিবোর্ডের সমন্বয়ে আলাদা ডকিং স্টেশন, যা ট্যাবলেট পিসিটির সাথে সংযোগ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ল্যাপটপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সিলেটের মোল্লারগাঁও ই-সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের ই-সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করে গত ১৪ জুন। উদ্যোক্তা মতিউর রহমান খান ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের তথা ইউআইএসসির সার্বিক কার্যক্রমসম্পর্কে জানান।

কুমিল্লায় ক্যাননের দু'দিনের ফ্রি সার্ভিসিং

কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে সাত্তার খান কমপ্লেক্সে বাংলাদেশে ক্যানন পণ্যের ডিস্ট্রিবিউটর জেএএন অ্যাসোসিয়েটস ও আইটি প্রেস কমপিউটার যৌথভাবে আয়োজন করে দু'দিনের বিনামূল্যে ক্যানন পণ্যের সার্ভিসিং সেবা। গত ২৩ ও ২৪ জুন ফ্রি সার্ভিসিং ছাড়াও প্রতিটি ক্যাননের প্রিন্টার, স্ক্যানার ও ক্যামেরার সঙ্গে আকর্ষণীয় উপহার দেয়া হয়।

তোশিবা ট্যাবলেট পিসি বাজারে

স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে এসেছে তোশিবা ব্র্যান্ডের দুটি মডেলের আকর্ষণীয় ট্যাবলেট পিসি। এটি১০০-১০০০ ৩জি মডেলের ১০.১ ইঞ্চি ট্যাবলেটে রয়েছে এনভিডিয়া ১ গিগাহার্টজ ডুয়াল কোর প্রসেসর, ২ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‌্যাম, ১২৮০ বাই ৮০০ রেজ্যুলেশনের ডিসপ্লে, ১৬ গিগাবাইট ইএমএমসি মেমরি, ব্লুটুথ, ডব্লিউ ল্যান, ৩.৫জি মডেম এবং জিপিএস সুবিধা। অপরদিকে এটি১০০-১০০০ ৩জি মডেলের ১০ ইঞ্চি সাইজের ট্যাবলেটে ২ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‌্যাম ও ৩২ গিগাবাইট ইএমএমসি মেমরি। অ্যান্ড্রয়েড হানিকম্ব ৩.২ অপারেটিং সিস্টেমের ট্যাবলেটটির দাম ৬০০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৭০১৯১৫।

গ্রামীণফোনের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর

গত ৩১ মে গ্রামীণফোনের প্রধান কার্যালয় জিপি হাউসে গ্রামীণফোন এসএসএল ওয়্যারলেস পৃথকভাবে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংক এসএসএল ওয়্যারলেসের জন্য অনলাইন প্রসেসর হিসেবে কাজ করবে।

এই চুক্তির ফলে গ্রামীণফোন গ্রাহকরা www.easy.com.bd ওয়েবসাইট থেকে অতি সহজেই তাদের প্রিপেইড নম্বর রিচার্জ বা পোস্টপেইড নম্বরের বিল অনলাইনে প্রদান করতে পারবেন। গ্রাহকরা তাদের ক্রেডিট কার্ড যেমন ভিসা, মাস্টারকার্ড এবং ডেবিট কার্ড যেমন ডিবিবিএল নেক্সাস, ব্র্যাক ব্যাংক এটিএম ইত্যাদি ব্যবহার করে অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গ্রামীণফোনের হেড অব ডিস্ট্রিবিউশন মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসিব, হেড অব ডিস্ট্রিবিউশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মো: মাসুদ সোলায়মান এবং স্পেশালিস্ট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কায়সার ও তাহজিব আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এসএসএল ওয়্যারলেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এসএসএলের মহাব্যবস্থাপক আনিসুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক আশীষ চক্রবর্তী এবং কি সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট শাহজাদা রিদওয়ান। ডাচ-বাংলা ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের হেড অব পার্সোনাল ব্যাংকিং মো. কামরুজ্জামান এবং ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব কার্ডস তৌফিক হাসান।

আইপিভি৬ প্রস্তুতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান

কমপিউটার জগৎ *রিপোর্ট* ॥ ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ ঢাকা চ্যাপ্টারের আয়োজনে গত ৬ জুন বিশ্ব আইপিভি৬ দিবসে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আইপিভি৬ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'বিশ্ব আইপিভি৬ দিবস : আমরা কি প্রস্তুত?' শীর্ষক প্ল্যানারি সেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান, আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সহ-সভাপতি সুমন আহমেদ সাবির।

ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ ঢাকা চ্যাপ্টারের সভাপতি ড. সৈয়দ ফয়সাল হাসানের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আইপিভি৬ ফোরাম বাংলাদেশের সভাপতি এসএম আলতাফ হোসেইন এবং কিউবি বাংলাদেশের হেড অব কোর আইপি অ্যান্ড ট্রান্সমিশন মির্জা তানভির ইসলাম।

হাসানুল হক ইনু বলেন, এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি কমিশনের ঢাকা কেন্দ্রে কমপিউটার স্থাপন করা হলেও আজ আমরা ভারতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছি। ইতোমধ্যেই ভারত সফটওয়্যার এবং চীন হার্ডওয়্যার শিল্পে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থান মোটেই সন্তোষজনক নয়। তবে আশার কথা বর্তমান সরকার এ বিষয়ে অন্তত সবার মধ্যে একটা সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ থেকে সারা পৃথিবীতে আইপিভি৬ অফিশিয়ালি কার্যক্রম শুরু করল। প্রযুক্তি বিশ্বের সব পরিবর্তনের সাথে আমাদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, সবার জন্য বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকে মৌলিক অধিকারের আওতায় আনতে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চলছে। এ সময় তিনি ফি ছাড়া ব্যান্ডউইডথ কানেকশন এবং মডেম আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানান। ড. এম লুৎফর রহমান কেনো আমাদেরকে আইপিভি৬ ভার্সনে যেতে সে বিষয়ে মতামত প্রদান করেন এবং সুমন আহমেদ সাবির বেসরকারি পর্যায়ে আমাদের প্রস্তুতির বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেন

আসুসের ১ গি.বা. জিডিডিআর৫ ভিডিও মেমরির গ্রাফিক্সকার্ড

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড বাজারে এনেছে আসুসের এইচডি৭৭৫০-১জিডি৫ মডেলের নতুন গ্রাফিক্সকার্ড। এএমডি এইচডি৭৭৫০ গ্রাফিক্স ইঞ্জিনের এই গ্রাফিক্সকার্ডটি পিসিআই এক্সপ্রেস ৩.০ বাস স্ট্যান্ডার্ডের, যার ভিডিও মেমরি জিডিডিআর৫ ১ গি.বা.। এতে জিপিইউ টুইক ফিচারের সাহায্যে ক্লকস্পিড, ভোল্টেজ এবং ফ্যানের পারফরম্যান্সকে সুবিধানুযায়ী নির্ধারণ করে ব্যবহার করা যায়। গ্রাফিক্সকার্ডটি ডিরেক্টএক্স১১, মাল্টি-জিপিইউ ক্রসফায়ারএক্স, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৭ প্রভৃতি সমর্থন করে। দাম ১২ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯৩৮, ৮১২৩২৮১

এএমডি বুলডোজার সিরিজের নতুন তিনটি প্রসেসর

এএমডি ব্র্যান্ডের বুলডোজার সিরিজের ৩টি মডেলের প্রসেসর এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। এর মধ্যে এফএক্স ৮১২০ মডেলের প্রসেসরে রয়েছে ৩.১০-৪.০ গিগাহার্টজ স্পিড, ১৬ মেগাবাইট ক্যাশ মেমরি, ৮টি কোর এবং ৩২এনএম। এফএক্স ৬১০০ মডেলে রয়েছে ৩.৪০-৩.৯০ গিগাহার্টজ স্পিড, ১৪ মেগাবাইট ক্যাশ মেমরি এবং ৬টি কোর। ৪১০০ এফএক্স মডেলে রয়েছে ৩.৬০-৩.৮০ গিগাহার্টজ স্পিড, ১২ মেগাবাইট ক্যাশ মেমরি এবং ৪টি কোর। সব মডেলেই কমন ফিচার হিসেবে থাকছে এএম৩+ সকেট। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

আসুসের এইচডিএমআই পোর্টের নতুন এলইডি মনিটর

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড এনেছে আসুসের ভিই২৪৭এইচ মডেলের নতুন এলইডি মনিটর। ২৪ ইঞ্চির এইচডি সাপোর্টেড মনিটরে ১৯২০ বাই ১০৮০ রেজ্যুলেশন, পিক্সেল পিচ ০.২৭২এমএম, আসুস স্মার্ট কন্ট্রাস্ট রেশিও ১০০০০০০০:১, ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল ১৭০ ডিগ্রি/১৬০ ডিগ্রি, রেসপন্স টাইম ২ মিলি সেকেন্ড, ডিসপ্লে কালার ১৬.৭ মিলিয়ন। এতে আসুস ভিডিও ইন্টেলিজেন্স, আসুস ট্রেস ফ্রি টেকনোলজির মনিটরে বিল্ট-ইন স্টেরিও স্পিকার ছাড়া এইচডিএমআই ১.৩, ডি-সাব, ডিভিআই-ডি পোর্ট রয়েছে। দাম ২৭ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯৩৮, ৮১২৩২৮১

ফুজিৎসুর বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব লাইফবুক

৩০ শতাংশ বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ফুজিৎসু লাইফবুক বাজারে এনেছে কমপিউটার সোর্স। এলএইচ ৫৩১ মডেলের ইন্টেল সেকেন্ড জেনারেশনের ডুয়াল কোর ২.২ গিগাহার্টজ গতির প্রসেসরের সাথে রয়েছে ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ৩০০০, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‍্যাম। ১৪.১ ইঞ্চি প্রশস্ত এলইডি ডিসপ্লের লাইফবুকের ব্যাটারি ব্যাকআপ ক্ষমতা সাড়ে চার ঘণ্টা পর্যন্ত। দাম ৪০ হাজার ৭০০ টাকা। এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা ও একটি ফ্রি ফুজিৎসু ক্যারিকেস পাওয়া যাবে। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩৩৬৭৫১

এসপি ব্র্যান্ডের মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড

সেফ আইটি সার্ভিসেস লি. বাজারে এনেছে এসপি ব্র্যান্ডের ডব্লিউ২৫৮০ এবং ডব্লিউ৯৮৬৪ মডেলের সুদৃশ্য ও মজবুত দুটি মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা লেআউটের কিবোর্ডে হট কি ব্যবহার করে পিসির সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন খোলা/বন্ধ করা, গান শোনা ও ইন্টারনেটের বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন। দাম যথাক্রমে ৩১০ এবং ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩

গিগাবাইট ব্র্যান্ডের কোর আই ৩ ল্যাপটপ

স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড এনেছে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের কিউ২৪৩২ মডেলের কোর আই থ্রি ল্যাপটপ। এই ল্যাপটপে রয়েছে ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম, ১৪ ইঞ্চি এলইডি ডিসপ্লে, ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, ইন্টেল ৩০০০ মডেলের এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড, ইউএসবি ৩.০ পোর্ট, সিক্স ইন ওয়ান কার্ড রিডার, ওয়েব ক্যাম, ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাই সুবিধা। ৩ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ ল্যাপটপটির দাম ৪২৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

আসুসের এন-সিরিজের নতুন ওয়্যারলেস রাউটার

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড এনেছে আসুসের আরটি-এন১২ মডেলের সুপারস্পিড-এন ওয়্যারলেস রাউটার। রিপিটার বা অ্যাকসেস পয়েন্ট হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য এই রাউটারে ১টি ১০/১০০ আরজে-৪৫ ওয়্যান পোর্ট, ইজেড সেটআপ বাটন রয়েছে। আইট্রিপলই ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডেও 'ব্রডকম এক্সিলারেঞ্জ' রাউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের সিগন্যাল কভারেজকে সর্বোচ্চ ৩০০ মেগাবিট/সেকেন্ড নিশ্চিত করে। দাম ৪ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫৩, ৮১২৩২৮১

ডেভসটিমে অ্যাডভান্স এসইও প্রশিক্ষণ

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তথা এসইও বিষয়ে যারা ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার গড়তে চান তাদের জন্য ঢাকায় অ্যাডভান্স সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বিষয়ক ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে ডেভসটিম ইনস্টিটিউট। প্রশিক্ষণ শেষে ডেভসটিম থেকেই ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১২৬৭৯১১

গিগাবাইটের সেভেন সিরিজের মাদারবোর্ড

স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড এনেছে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের সেভেন সিরিজের বেশ কয়েকটি নতুন মাদারবোর্ড। জিএ জেড৭৭-ডি৩এইচ, জিএ এইচ৭৭-ডিএস৩এইচ এবং জিএবি৭৫এম-ডি৩এইচ মডেলের মাদারবোর্ডগুলোতে কমন ফিচারের মধ্যে রয়েছে জিবিই ল্যান, ৮ চ্যানেল এইচডি, ইউএসবি ২.০ এবং ইউএসবি ৩.০ প্রযুক্তির পোর্ট। জেড৭৭ মডেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্টেল ৭৭ চিপসেট এবং ডুয়াল চ্যানেল ডিডিআর৩ মেমরি। এইচ৭৭ মডেলে ইন্টেল এইচ৭৭ চিপসেট এবং বি৭৫এমএ মডেলে ইন্টেল বি৭৫ চিপসেট ব্যবহার হয়েছে। জেড৭৭ মডেলের দাম ১১০০০ টাকা, এইচ৭৭ মডেলের দাম ৯৫০০ টাকা এবং বি৭৫এম মডেলের দাম ৮৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮ ▫

আসুসের তৃতীয় প্রজন্মের প্রসেসরের নতুন মাদারবোর্ড

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড আসুসের পি৮বি৭৫-এমএলই মডেলের ইন্টেল বি৭৫ চিপসেটের নতুন মাদারবোর্ড এনেছে। এতে এলজিএ ১১৫৫ সকেটের ইন্টেল তৃতীয় প্রজন্মের প্রসেসরের পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রসেসর সাপোর্টের পাশাপাশি সর্বোচ্চ ১৬ গি.বা. ডিডিআর-৩ র‌্যাম ব্যবহারের সুবিধা, ১০২৪ মেগাবাইট ভিডিও মেমরির বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স এইচডিএমআই ও ডিভিআই সুবিধা রয়েছে। এছাড়া পিসিআই এক্সপ্রেস ৩.০ স্লট, মাল্টি-জিপিইউ, গিগাবিট ল্যান, ৮ চ্যানেল অডিও, সাটা ৬জি এবং ইউএসবি ৩.০ ডেটা ট্রান্সফার প্রযুক্তি রয়েছে। মূল্য ৯ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯৩৮, ৮১২৩২৮১ ▫

হাইব্রিড প্রসেসরের এইচপি ল্যাপটপ

এইচপি ব্র্যান্ডের প্যাভিলিয়ন জি৪-২০০৫ এএক্স মডেলের নতুন ল্যাপটপ বাজারে এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। এএমডি ব্র্যান্ডের হাইব্রিড ট্রিনিডি প্রসেসরের ল্যাপটপে ৪ গিগাবাইট র‌্যাম, ৭৫০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, রেডিয়ন হাই ডেফিনিশন ৭৫২০জি মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড, সুপার মাল্টি ডিভিডি বার্নার, ১৪ ইঞ্চি ডায়াগোনাল ডিসপ্লে এবং ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক কার্ড রয়েছে। এএমডি এপিইউ এবং বুলডোজার সমন্বিত হাইব্রিড প্রযুক্তির ল্যাপটপের উন্নতমানের গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে। উল্লেখ্য, এই ল্যাপটপটি ১৫ মে ২০১২ তারিখে বিশ্বব্যাপী যাত্রা শুরু করেছে। দাম ৪৯০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৭০১৯১০ ▫

কণিকা মিনোল্টা ব্র্যান্ডের নতুন মনোক্রম লেজার প্রিন্টার

সেফ আইটি সার্ভিসেস লি. জাপানের কণিকা মিনোল্টা ব্র্যান্ডের পেজপ্রো ১৩৫০ডব্লিউ মডেলের নতুন মনোক্রম লেজার প্রিন্টার এনেছে। এতে ১২০০ বাই ১২০০ রেজ্যুলেশনে ১৩ সেকেন্ডের কম রেসপন্স টাইমে ২০ পিপিএম গতিতে প্রিন্ট করা যায়। এর মাসিক ডিউটি সাইকেল ১৫ হাজার পৃষ্ঠা। এ ছাড়া ৮ মেগাবাইট মেমরি, ট্রেসিং সুবিধা, একটি টোনারে ৩ হাজার পৃষ্ঠা প্রিন্টিং সুবিধা রয়েছে। দাম ৮৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩ ▫

আসুসের ডিস্ক এনক্রিপশন সিকিউরিটিসম্পন্ন ডিভিডি রাইটার

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড বাজারে এনেছে আসুস ব্র্যান্ডের এসডিআরডব্লিউ-০৮ডি২এস-ইউ লাইট মডেলের নতুন এক্সটারনাল ডিভিডি রাইটার। ডিস্ক এনক্রিপশন-২ ফিচারের এই রাইটারেও ডিস্কে পাসওয়ার্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ফাইলকে হিডেন ফাইল হিসেবে রাইট করা যায়। প্লাগ অ্যান্ড প্লে প্রযুক্তি ও ইউএসবি ২.০ ইন্টারফেসের রাইটার সব ডিভিডি বা সিডি ফরমেটের ডাটা রিড, রাইট ও রি-রাইট করতে পারে। সহজ বহনযোগ্য রাইটারেও সহজেই রাইট করা যায়। দাম ৩ হাজার ৪০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯৩৮, ৮১২৩২৮১ ▫

এসরক ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল মাদারবোর্ড

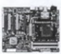

কমপিউটার সিটি টেকনোলজিস লি. বাজারে এনেছে এসরক ব্র্যান্ডের এএমডি প্রসেসর সাপোর্টেড ফ্যাটালিটি ৯৯০এফএক্স প্রফেশনাল মাদারবোর্ড। এএমডি এফএক্স, ফেনোম, সিম্প্রোন প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডে ৪টি স্লটে সর্বোচ্চ ৩২ গিগাবাইট সিস্টেম মেমরি সাপোর্টসহ ৩টি পিসিআই এক্সপ্রেস২.০ (১৬), ২টি পিসিআই এক্সপ্রেস২.০ (১), ২টি পিসিআই স্লট, ১টি গিগাবিট ল্যানকার্ড, ৬টি সাটা এন্ট্রি। দাম ৩০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৮৬৫০১৭৯-৮১, ৯৬৭০৩৭৩ ▫

করপোরেট এক্সিকিউটিভদের লাইফবুক ফুজিৎসু এলএইচ৭৭২

দ্বিতীয় প্রজন্মের কোর আই থ্রি প্রসেসরসমৃদ্ধ ফুজিৎসু ব্র্যান্ডের নতুন মডেলের লাইফবুক এলএইচ৭৭২। করপোরেট এক্সিকিউটিভদের জন্য নির্মিত ১৪ ইঞ্চি প্রশস্ত পর্দার লাইফবুকে রয়েছে ২ গি.বা. এনভিডিয়া গ্রাফিক্স, ২ গি.বা. র‌্যাম এবং ডিটিএস সাউন্ড। দাম ৮৩০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩৩৬৭৫১ ▫

আসুসের সাড়া জাগানো এ৪৩ সিরিজের ল্যাপটপ

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড এনেছে আসুসের সাড়া জাগানো এ৪৩ই মডেলের ল্যাপটপ। লাল ও নীল আবরণের ফ্যাশনেবল ল্যাপটপে ২.৫ গিগাহার্টজ গতির ইন্টেল দ্বিতীয় প্রজন্মের কোরআই-৫ প্রসেসরের এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে ২ গি.বা. র‌্যাম, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ১৪ ইঞ্চির ডিসপ্লে, ডিভিডি রাইটার, ওয়্যারলেস ল্যান। এছাড়া গিগাবিট ল্যান, ব্লুটুথ, ওয়েবক্যাম, বিল্ট-ইন স্পিকার, মাইক্রোফোন, ২টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট, ১টি ইউএসবি ৩.০ পোর্ট, ১টি এইচডিএমআই পোর্ট, মেমরি কার্ড রিডার সুবিধা রয়েছে। দাম ৫১ হাজার ৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯৪২, ৮১২৩২৮১ ▫

লজিটেক ব্লগারস অ্যান্ড প্রেস মিটে ফুল টাচ মাউস অবমুক্ত

আসিফ মাহমুদ

ভবিষ্যতের তারহীন দুনিয়া নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো 'ব্লগারস অ্যান্ড প্রেস মিট' অনুষ্ঠান। দেশের তরুণ ব্লগার এবং আইসিটি জার্নালিস্টদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে লজিটেকের তারহীন প্রযুক্তির এম৬০০

মডেলের একটি ফুল টাচ মাউসের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। কমপিউটার সোর্স পরিচালক আসিফ মাহমুদের সভাপতিত্বে তারহীন প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যময়তা ও দৃষ্টিনন্দন বিষয়ে আলোচনা করেন লজিটেক ইলেকট্রনিক ইন্ডিয়া লিমিটেডের ভারত ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মার্কেটিং ম্যানেজার কুলদিপ দাস।

তিনি বলেন, প্রযুক্তিবান্ধব নাগরিকদের তারের যন্ত্রণামুক্ত রাখতেই লজিটেক 'ক্লাটার-লেস' পণ্য উদ্ভাবনে এগিয়ে এসেছে। এরপর লজিটেক ইলেকট্রনিক ইন্ডিয়া লিমিটেডের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি সেলস ম্যানেজার পার্থ ঘোষ বাংলাদেশ বাজারের তারহীন প্রযুক্তির লজিটেক পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিডিওএসএনের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান এবং প্রযুক্তিবিষয়ক ব্লগ প্রিয়.কম সম্পাদক জাকারিয়া স্বপন ▫

বেনকিউ ব্র্যান্ডের নতুন প্রজেক্টর

বেনকিউ ব্র্যান্ডের এমএস ৫০০+ মডেলের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বাজারে এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। এতে ২৭০০ এনসিআই ল্যামেন্স, ৪০০০:১ কন্ট্রাস্ট রেশিও, ইউএসবি ডিসপ্লে, ওয়্যারল্যাস ডিসপ্লে (অপশনাল), বিল্ট ইন স্পিকার, ডিরেক্ট পাওয়ার অন/অফ করার সুবিধাসহ রয়েছে। ১ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ প্রজেক্টরটির দাম ৪১৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৮৭

ব্রাদারের প্রফেশনাল কালার ইঙ্কজেট অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টার

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড ব্রাদার ব্র্যান্ডের এমএফসি-জে৫৯১০ডিডব্লিউ মডেলের লেজার সাইজের কালার ইঙ্কজেট অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টার বাজারজাত শুরু করেছে। প্রফেশনাল সিরিজের এই প্রিন্টারে লেজার সাইজের প্রিন্ট, কপি, স্ক্যান,

ফ্যাক্স করার পাশাপাশি ডুপ্লেক্স ফিচার থাকায় উভয় পৃষ্ঠায় প্রিন্ট দেয়া যায়। এটি ৬০০০ বাই ১২০০ রেজ্যুলেশনে ৩৫ পিপিএম সাদা-কালো এবং ২৭ পিপিএম কালার প্রিন্ট করতে পারে। এতে নেটওয়ার্কের বিল্ট-ইন ওয়্যারলেস ও ইথারনেট নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার ছাড়াও কার্ড, পিক্টব্রিজ ইন্টারফেসের ডিজিটাল ক্যামেরা, ইউএসবি ড্রাইভ থেকে ফটো প্রিন্ট করা যায়। দাম ২৩ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩২৯, ৮১২৩২৮১

বাজারে এইচপির ১০ ঘণ্টা ব্যাকআপের আল্ট্রাবুক

এইচপি ব্র্যান্ডের ১০ ঘণ্টা ব্যাকআপের এনভি ৬-১০১১টিএক্স মডেলের আল্ট্রাবুক এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। ইন্টেল সেকেন্ড জেনারেশন কোর আই ৫ ২৪৬৭এম প্রসেসর, জেনুইন উইন্ডোজ ৭ হোম প্রিমিয়াম, ৪ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম, ৫০০ গিগাবাইট হার্ডড্রাইভ ও ৩২ গিগাবাইট এসএসডি মেমরি এবং ১৫.৬ ইঞ্চি এলইডি ডায়াগোনাল হাই-ডেফিনিশন ডিসপ্লে রয়েছে। এটিআই ৭৬৭০এম মডেলের ২ গিগাবাইট গ্রাফিক্স কার্ড এবং ১০ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ আল্ট্রাবুকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। দাম ৯৫০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৩

ওয়েবে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক তথ্য

ফ্রিল্যান্সারদের সহযোগিতা করতে চালু হয়েছে ফ্রিল্যান্সিংকেয়ার ডটকম নামের একটি ওয়েবসাইট। এই সাইটে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করা থেকে কাজ করার পদ্ধতি, কাজের চাহিদার ধরনসহ নানা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ফ্রিল্যান্সারদের ইন্টারভিউ, পরামর্শ পাওয়া যাবে। সাইটটির ঠিকানা : www.freelancercare.com

কণিকা মিনোল্টা ব্র্যান্ডের কালার লেজার প্রিন্টার

সেফ আইটি সার্ভিসেস লি. বাজারে এনেছে কণিকা মিনোল্টা ব্র্যান্ডের ম্যাজিক কালার ১৬০০ডব্লিউ মডেলের কালার লেজার প্রিন্টার। জাপানের অরিজিন এই প্রিন্টারে ১২০০ বাই ৬০০ রেজ্যুলেশনে ২০ পিপিএম (মনোক্রম)/৫ পিপিএম (কালার) প্রিন্ট করা যায়। এর মাসিক ডিউটি সাইকেল ৩৫ হাজার পৃষ্ঠা, মেমরি ১৬ মেগাবাইট, ২০০ শিট মাল্টি পেপার ইনপুট ট্রে, ইউএসবি ২.০ ইন্টারফেস রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩

লজিটেকের নতুন হেডফোন

লজিটেক ব্র্যান্ডের এইচ২৩০ মডেলের চুল এলোমেলো করার মতো ডিজাইনের নতুন একটি হেডফোন বাজারে এনেছে কমপিউটার সোর্স। নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন, ফুল স্টেরিও সাউন্ড এবং ইচ্ছেমতো বুম ঘুরিয়ে ব্যবহারের সুবিধার হেডফোনে অডিও কন্ট্রোল বারের মাধ্যমে ভলিউম বাড়ানো, কমানো বা মাইক্রোফোন মিউট কন্ট্রোল সুবিধা রয়েছে। দুই বছরের রিপ্লেসমেন্ট সুবিধাযুক্ত হেডফোনের দাম ১৬০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩৩৪১৬৫

এডেটার অক্টোপাস আকৃতির নতুন পেনড্রাইভ

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড বাজারে এনেছে এডেটা ব্র্যান্ডের টি৮০৬ মডেলের পেনড্রাইভ। অক্টোপাস আকৃতির পেনড্রাইভটি ইউএসবি ২.০ ইন্টারফেসের, যা ইউএসবি ১.১ ইন্টারফেসও সমর্থন করে। পেনড্রাইভটির অভ্যন্তরে চুম্বকযুক্ত থাকায় এর মাধ্যমে যেকোনো দরকারি নোট বা কাগজ রেফ্রিজারেটর, ফাইল কেবিনেট অথবা ধাতব পৃষ্ঠে আটকিয়ে রাখা যায়। ৮ গি.বা. পেনড্রাইভটির দাম ৮৫০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯০৪, ৮১২৩২৮১

টুইনমস ব্র্যান্ডের পোর্টেবল হার্ডডিস্ক

স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড এনেছে টুইনমস ব্র্যান্ডের হাইপারড্রাইভ ও প্রোলিঙ্ক সিরিজের ৫০০ গিগাবাইট পোর্টেবল হার্ডডিস্ক। ২.৫ ইঞ্চি আকৃতির এই হার্ডডিস্কে ইউএসবি ২.০ প্রযুক্তি, ৮/১৬ মেগাবাইট ক্যাশ মেমরি এবং অ্যালুমিনিয়াম চেসিস। এটি উইন্ডোজ, ম্যাকিন্টোশ, লিনআক্সসহ অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন করে। ৩ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ৭২০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৮৭

এলজির ১৬ ইঞ্চির বিল্ট-ইন অ্যাডাপ্টারের নতুন এলইডি মনিটর

গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেড এলজির ই১৬৪১এস মডেলের সুপার এনার্জি সেভিং এলইডি মনিটর বাজারে এনেছে। এতে বিল্ট-ইন অ্যাডাপ্টার, এফ-ইঞ্জিন প্রযুক্তি এবং সুপার এনার্জি সেভিং ফিচার থাকায় উজ্জ্বলতা হ্রাস করে আলোর প্রতিফলনমুক্ত রাখে। ১৬ ইঞ্চির এই মনিটরের রেজ্যুলেশন ১৩৬০ বাই ৭৬৮, ডিজিটাল ফাইন কন্ট্রাস্ট রেশিও ৫,০০০,০০০:১, রেসপন্স টাইম ৮ মিলি সেকেন্ড, ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল ৯০ ডিগ্রি/৬৫ ডিগ্রি, পিক্সেল পিচ ০.২৫২ মি.মি. এবং এতে ডি-সাব পিসি ইনপুট সংযোগ সুবিধা রয়েছে। পরিবেশবান্ধব 'গ্রিন আইটি' সনদপ্রাপ্ত মনিটরের দাম ৬৭০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯২২, ৮১২৩২৮১

স্মার্ট এনেছে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের বুকটপ

গিগাবাইট ব্র্যান্ডের এম১০০এসসি মডেলের বুকটপ (মিনি ল্যাপটপ) বাজারে এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। ইন্টেল অ্যাটম ডুয়াল কোর প্রসেসরের ল্যাপটপে রয়েছে অরিজিনাল উইন্ডোজ ৭ স্টার্টার, ১০.১ ইঞ্চি এলইডি ডিসপ্লে, ১ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম, ৩২০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, ওয়্যারলেস ল্যান, ব্লুটুথ এবং ১.৩ মেগাপিক্সেল ওয়েব ক্যামেরা। এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ২৬ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

উত্তরায় পাণ্ডা অ্যান্টিভাইরাসের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৪ জুন উত্তরায় রেস্টুরেন্টে গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা.) লিমিটেডের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পাণ্ডা অ্যান্টিভাইরাসের ওপর একটি কর্মশালা। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ঢাকার উত্তরাঞ্চলের ডিলার প্রতিষ্ঠানের ৮০ প্রতিনিধি

অংশগ্রহণ করেন। পাণ্ডা অ্যান্টিভাইরাসের ডেপুটি প্রোডাক্ট ম্যানেজার গোলাম মর্তুজার পরিচালনায় গ্লোবাল ব্র্যান্ডের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সমীর কুমার দাস, গ্লোবাল ব্র্যান্ডের উত্তরা শাখার ম্যানেজার এনামুল করিম, গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সহকারী চ্যানেল সেলস ম্যানেজার হারুনুর রশিদ মিথুন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের পাণ্ডা টার্টল ব্যাগ উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়

স্টাইল ও আভিজাত্যের সমন্বয়ে নতুন এইচপি এনভি নোটবুক

এইচপি বাংলাদেশ এইচপি এনভি আল্ট্রাবুকের বাজারজাত শুরু করেছে। সম্প্রতি রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে প্রায় শতাধিক স্বনামধন্য করপোরেট আইকন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং উদ্যোক্তাদের উপস্থিতিতে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে এইচপি এনভি আল্ট্রাবুক কারিগরি নৈপুণ্যে ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তুলে ধরা হয়। প্রচলিত পিসির চেয়ে বেশি স্মার্ট, অভিজাত ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এইচপির প্রিন্টিং অ্যান্ড পারসোনাল সিস্টেমস তথা পিপিএসের জেনারেল ম্যানেজার মিস অং সু স্যান। এ সময় এইচপি বাংলাদেশের কান্ট্রি বিজনেস ম্যানেজার ইমরুল হোসেন ভূইয়া বাংলাদেশে এইচপির অগ্রযাত্রা এবং এনভি নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, এইচপি আল্ট্রাবুকের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর কারিগরি নৈপুণ্যতা ও ডিজাইনশৈলী। এতে রয়েছে রাউন্ড-এজ মেটালিক চেসিস, রাজসিক কালো ও রূপালি রংয়ের ফিনিশিং আর স্টাইলিশ ডিটেইলিং। এছাড়া এইচপি রেডিয়েন্ট ব্যাক-লিট কিবোর্ড যার প্রতিটি কি-ক্যাপে রয়েছে এলইডি লাইট এবং অত্যাধুনিক প্রক্সিমিটি সেন্সর যার ফলে ব্যবহারকারী কাছে এলে এর এলইডিগুলো জ্বলে ওঠে আর ব্যবহারকারী দূরে সরে গেলে নিজ থেকেই নিভে যায়।

অ্যাপস্টোরে প্রথম বাংলা ডিজিটাল ই-বুক অ্যাপ্লিকেশন

কাজী জাহিদুল আলম

বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের হাতের মুঠোয় বাংলা সাহিত্য পৌঁছে দিতে প্রথমবারের মতো স্টারহোস্ট আইটি লিমিটেড ই-বুক আকারে বেশ কিছু জনপ্রিয় উপন্যাস প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের দুটি পাঠকপ্রিয় কিশোর উপন্যাস 'আমার বন্ধু রাশেদ' এবং 'রাতুলের রাত রাতুলের দিন' স্টারহোস্ট বিশেষভাবে স্মার্টফোনের জন্য প্রকাশ করেছে।

স্টারহোস্টের এই বিশেষ আয়োজনে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্মার্টফোন আইফোনের জন্য অ্যাপলের অ্যাপস্টোর মার্কেটপ্লেসকে ই-বুক প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আমি আনন্দিত স্টারহোস্ট ই-বুক তৈরি করছে বলে। প্রথম ই-বুক তৈরি করার জন্য আমার দুটি বই বেছে নেয়ায় আমি গর্বিত। সম্প্রতি এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব মোস্তাফা জব্বার, বিডিওএসএনের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান এবং স্টারহোস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী জাহিদুল আলম। বর্তমানে আইফোন, আইপ্যাড এবং আইপড টাচ থেকে বইগুলো কেনা যাবে। খুব শীঘ্রই জনপ্রিয় স্মার্ট ফোন অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ মোবাইলের জন্য ই-বুক প্রকাশ করা হবে। এছাড়া ই-বুক অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তারিত এবং ডাউনলোড করা যাবে ebook.starhostbd.com সাইট থেকে।

স্মার্ট টেকনোলজিস ও হুয়াওয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশের বাজারে হুয়াওয়ে ব্র্যান্ডের সব মোবাইল ব্রডব্যান্ড (মডেম) এবং হোম ডিভাইস বাজারজাতের লক্ষ্যে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড ও হুয়াওয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। স্মার্ট টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: জহিরুল ইসলাম এবং হুয়াওয়ে টেকনোলজিসের চ্যানেল সেলস ডিরেক্টর জাস্টিন জিয়াং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্মার্ট টেকনোলজিসের প্রোডাক্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মো: মিরসাদ হোসেন এবং হুয়াওয়ে টেকনোলজিসের চ্যানেল সেলস ম্যানেজার রাশেদুর রহমান ও মার্কেটিং ম্যানেজার মো: এমরানুল হক।

১৮ জুলাই জাপানে শুরু হচ্ছে এপিআর আইজিএফের সম্মেলন

rIGF.ASIA

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল আইজিএফের সম্মেলন আগামী ১৮ থেকে ২০ জুলাই জাপানের টোকিওর আইয়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের রিজিওনাল এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট প্রযুক্তি কোথায় যাবে, ক্লাউড কমপিউটিং, আইপিভি৪/৬সহ ইন্টারনেট প্রযুক্তির নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া এ অঞ্চলের ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামগুলোর কার্যক্রম তুলে ধরা হবে। এবারের সম্মেলনের স্লোগান হচ্ছে Open Your Eyes to the Inner-workings of the internet - Discover the essence of e-engagement - Gain insights into emerging internet trends - Understanding the minds of digital natives। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে http://2012.rigf.asia/agenda

১১ আগস্ট বিআইজেএফ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন

আগামী ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত তথ্যপ্রযুক্তি সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামের ২০১২-১৪ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে আগামী ১০ জুলাই প্রাথমিক ভোটার তালিকা এবং ১৬ জুলাই বিকেল ৪টায় প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এরপর ২১ জুলাই বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোস্তাফা জব্বার, সদস্য মুনির হাসান ও পল্লব মোহাইমেন স্বাক্ষরিত নির্বাচন তফসিল থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৬ জুলাই বিকেল ৩টার মধ্যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা সম্পর্কে লিখিত আপত্তি জানানো যাবে। এর ১৫ মিনিট পর বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে আপত্তি বিষয়ে শুনানি শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ২১ জুলাই বিকেল ৫টায় মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে সন্ধ্যা ৬টায় বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ করা হবে। অপরদিকে ২৪ জুলাই বিকেল ৩টার মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন প্রার্থীরা। এরপর ২৫ জুলাই বিকেল ৪টায় প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা। নির্বাচনী তফসিল মতে, আগামী ১১ আগস্ট বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি কার্যালয়ে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে বিকেলে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

কৌরি ব্র্যান্ডের কমপিউটার কেসিং

সেফ আইটি সার্ভিসেস লি. বাজারে এনেছে কৌরি ব্র্যান্ডের নরমাল, ফ্ল্যাটবার ডিজাইনের বিভিন্ন মডেলের কমপিউটার কেসিং। এতে উন্নতমানের এয়ার ভেন্টিলেশন সুবিধা ছাড়াও এজ বেন্ডিং ডিজাইন রয়েছে। দাম ১৫০০ থেকে ২২০০ টাকার মধ্যে। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫